Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইমাম আবু বকর মারুযী রহ.

রচিত 'আখবারুশ শুয়ূখ ওয়া আখলাকুহুম' গ্রন্থ অবলম্বনে

সালাফের দরবারবিমুখতা

মীযান হারুন

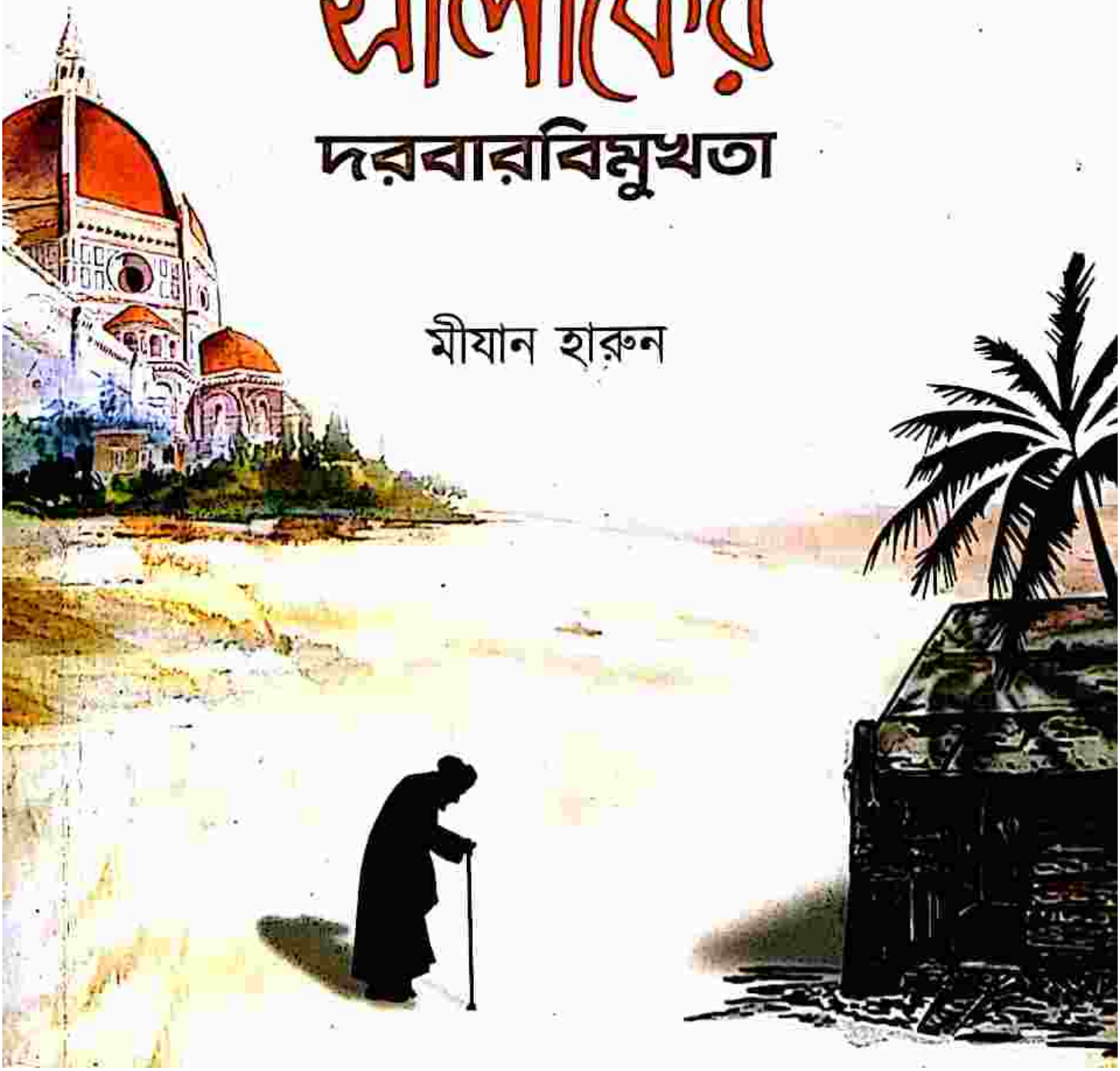

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দরবারময় বর্তমানের চেয়ে ক্ষমতার তোষণ কোনো যুগে মনে হয় এত প্রাসঙ্গিক ছিল না। আলেম ও ইসলামপন্থীদের জবুথবু অসহায়ত্ব, প্রশাসনের সঙ্গে দৃষ্টিকটু পর্যায়ে মাখামাখি, ন্যায্য ও অন্যায্য বিভিন্ন অজুহাতে শাসকের দরবারে গমন, তাদের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য ও কৃপাদৃষ্টি লাভের প্রাণান্তকর প্রয়াস—সর্বোপরি গণমানুষের প্রতি শাসকের নির্লজ্জ যুলুমবাজি, মুসলমানদের প্রতি নানাবিধ উৎপীড়ন ও অন্যায় আচরণের সামনেও মুখ বুজে নীরব দর্শক হয়ে থাকার লাঞ্ছনাকর দৃশ্য সর্বত্রই বিরাজমান।

অথচ আমাদের সত্যনিষ্ঠ মহান মনীষীরা রাজা-বাদশাদের কাছ থেকে সর্বাবস্থায় সর্বোচ্চ দূরত্ব অবলম্বন করতেন। বৈষয়িক জগতের আবিলতা ও অশুচিতায় জড়িয়ে যাওয়ার ভয়ে কীভাবে তারা শাসকগোষ্ঠীর দর্শন, তাদের দরবারে গমনাগমন থেকে নিজে বিরত থাকতেন এবং অন্যদেরকে বিরত থাকতে কড়া তাগিদ দিতেন, কখনো শাসকের সামনে উপস্থিত হয়ে গেলে কীভাবে তাদের অগ্নিঝরা উচ্চকণ্ঠে নিনাদিত হতো সত্যের আপোসহীন দাবি, মাযলূমের মোকদ্দমা, শাসকের বিভিন্ন অন্যায়, অনাচার ও অবিচারের কঠোর প্রতিবাদ—এসব জীবন্ত গল্প ও তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা-নিংড়ানো মুক্তোসদৃশ উপদেশমালায় সমৃদ্ধ হয়েছে এই গ্রন্থ।

গ্রন্থটি হিজরী তৃতীয় শতাব্দী—মানে, আজ থেকে প্রায় ১২০০ বছর আগে লেখা। অথচ আজও তা কত প্রাসঙ্গিক, পাঠক বইটি হাতে নিলেই তা টের পাবেন!

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এক নজরে

ভূমিকা ৬

ইমাম মাররূযীর পরিচয় ৮

আসহাবে রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবন ও বাণী থেকে ৯

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের দরবারবিমুখতা ১৬

উমার ইবনু 'আবদিল আযীযের তাকওয়া ১৯

হাসান বসরীর তাকওয়া ১৯

ফুযাইল ইবনু ইয়ায ও রাজ-দরবার ২০

সুফিয়ান সাওরীর দরবারবিমুখতা ২১

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের দরবারমিবুখতা ৪১

আহমাদ ইবনু হাম্বল র. এর দরবারবিমুখতা ৪৫

তাঊস ইবনু কাইসান র. এর দরবারবিমুখতা ৪৮

কাযীর পদ গ্রহণ থেকে সালাফের দূরাবস্থান ৫২

সালাফের অন্যান্য ইমামদের তাকওয়া ও দরবারবিমুখতা ৬৪

ইমাম আবু হানীফার ব্যাপারে কয়েকজন সালাফের আপত্তি ৯২

বিবিধ বিষয়ে সালাফের অন্যান্য কিছু ঘটনা ৯৫

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

بسم الله الرحمن الرحي

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য—যাঁর অনুগ্রহে সকল পুণ্যসমূহ সম্পাদিত হয়। দুরূদ ও সালাম রাসূলে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি; তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কিরাম ও সকল মুমিনের প্রতি।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি মূলত হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত একটি মূল্যবান আরবী গ্রন্থের পরিমার্জিত, সম্পাদিত ও সংযোজিত রূপ। গ্রন্থটি রচনা করেছেন ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল র.-এর ঘনিষ্ঠ শাগরিদ ইমাম মাররূযী র.। এ-গ্রন্থে তিনি ইসলামের প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের খোদাভীতি, নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, উত্তম চরিত্র-মাধুর্য এবং মানবিক সৌকর্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শে-মোড়ানো গল্পগুলো বলেছেন—যেখানে সুফিয়ান সাওরী, 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক, তাউস ইবনু কাইসান, আইউব সাখতিয়ানী, আহমদ ইবনু হাম্বল র.-এর মতো মনীষীদের জীবনের বিভিন্ন দিক জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

তবে সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে শাসকের সঙ্গে সালাফের সম্পর্কের দিকটি। কীভাবে আমাদের সত্যনিষ্ঠ মহান মনীষীরা রাজা-বাদশাদের কাছ থেকে সর্বাবস্থায় সর্বোচ্চ দূরত্ব অবলম্বন করতেন। বৈষয়িক জগতের আবিলতা ও অশুচিতায় জড়িয়ে যাওয়ার ভয়ে কীভাবে তারা শাসকগোষ্ঠীর দর্শন, তাদের দরবারে গমনাগমন থেকে নিজে বিরত থাকতেন এবং অন্যদেরকে বিরত থাকতে কড়া তাগিদ দিতেন, কখনো শাসকের সামনে উপস্থিত হয়ে গেলে কীভাবে তাদের অগ্নিঝরা উচ্চকণ্ঠে নিনাদিত হতো সত্যের আপোসহীন দাবি, মাযলূমের মোকদ্দমা, শাসকের বিভিন্ন অন্যায়, অনাচার ও অবিচারের কঠোর প্রতিবাদ—এ-সব জীবন্ত গল্প ও তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা-নিংড়ানো মুক্তোসদৃশ উপদেশমালায় সমৃদ্ধ হয়েছে এই গ্রন্থ।

অতীতের যে-কোনো সময়ের চেয়ে বিদঘুটে বর্তমানের জন্য এমন একটি গ্রন্থের প্রয়োজন ছিলো সবচেয়ে বেশি। আলিম ও ইসলামপন্থীদের জবুথবু অসহায়ত্ব, প্রশাসনের সঙ্গে দৃষ্টিকটু পর্যায়ের মাখামাখি, ন্যায্য ও অন্যায্য বিভিন্ন অজুহাতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শাসকের দরবারে গমন, তাদের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য ও কৃপাদৃষ্টি লাভের প্রাণান্তকর প্রয়াস, সর্বোপরি গণমানুষের প্রতি শাসকের নির্লজ্জ যুলুমবাজি, মুসলমানদের প্রতি নানাবিধ উৎপীড়ন ও অন্যায় আচরণের সামনেও মুখ বুজে নীরব দর্শক হয়ে থাকার লাঞ্ছনাকর দৃশ্যই সর্বত্র বিরাজমান—এটা দ্বীন ও উম্মাহর সঙ্গে বিশ্বাসঘাকতা; ঈমান ও বিবেকের সঙ্গে প্রতারণা; মহান সালাফে-সালেহীনের প্রতি বে-ওফাদারি; আলিমদের ইতিহাস ও মর্যাদার সঙ্গে এ-সব নেহায়েত বেমানান।

তাই অসংখ্য ব্যস্ততা সত্ত্বেও বইটি পাঠকের সামনে পেশ করা জরুরি মনে হয়েছে। ভাষা ও পাঠকের মনস্তত্ত্বের কথা মাথায় রেখে পুরো আরবী বইটি হুবহু অনুবাদ না-করে বিভিন্ন সংযোজন-বিয়োজন করা হয়েছে—অবশ্যই সেটা পাঠকের সুবিধা ও উপকারের উদ্দেশ্যে। বইয়ে সালাফের যে-সব মনীষীদের আলোচনা এসেছে, টীকাতে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়প্রদানপূর্বক বিস্তারিত আলোচনার সূত্রগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, মন্তব্য, পাঠকের-মনে-উদিত সম্ভাব্য বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। আরবী বইয়ের সৌষ্ঠব অক্ষুন্ন রাখতে মূল বিষয়ের বাইরে বিবিধ কিছু বিষয়ের আলোচনাও রাখতে হয়েছে।

বইটি পাঠ করে যদি সালাফের গৌরবময় ঐতিহ্য ও আলোকিত আদর্শের প্রতি একজন পাঠকেরও অনুরাগ সৃষ্টি হয়, যালিমের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ তৈরি হয়, বস্তুবাদের প্রতি বিরাগ ও বিতৃষ্ণা জন্ম নেয়—তবেই আমাদের শ্রম সার্থক মনে করবো। আল্লাহ কবুল করুন। আমীন।

মীযান হারূন
রিয়াদ
ইমেইল: nadwi1999@gmail.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইমাম মাররূযীর পরিচয়

ইমাম আবূ বাকর মাররূযী র. আনুমানিক ২০০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ২৭৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। বাগদাদের পশ্চিমাঞ্চলে স্বীয় উস্তাদ ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল র.-এর কবরের কাছে তাকে দাফন করা হয়।

ইমাম মাররূযী সারা জীবন 'ইলমের চর্চা ও শিক্ষা-দীক্ষার মাঝে কাটিয়ে দিয়েছেন। ফলে একদিকে যেমন ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল র.-এর মতো জগদ্বিখ্যাত মনীষীর শিষ্যত্বের সৌভাগ্য লাভ করেছেন, অপরদিকে তৈরি করেছেন বড় বড় ইমামদেরকে। তার ছাত্রদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন :—ইমাম আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল (মৃ. ৩১১ হি.), ইমাম হাসান ইবনু 'আলী আল-বারবাহারী (মৃ. ৩২৮ হি.), ইমাম আবূ আওয়ানা আল-ইসফারায়েনী (মৃ. ৩১৬ হিজরী) প্রমুখ।

তিনি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল র.-এর ঘনিষ্ঠ ছাত্রদের একজন ছিলেন। উস্তাদের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরক্তি, নিষ্ঠা ও ভালোবাসা, পাশাপাশি পরম খোদাভীতি ও ধর্মপ্রাণতার জন্য ইমাম আহমাদ র. তাকে অত্যধিক পছন্দ করতেন। সব সময় নিজের সুনিবিড় সান্নিধ্যে রাখতেন। যখন ইমাম আহমাদের মৃত্যু হয়, তখন মাররূযী র. নিজের হাতে তার চোখদুটো বন্ধ করে দেন, তাকে গোসল করান।

'ইলম, সুহবত, তাকওয়া, দ্বীন এবং উম্মাহর প্রতি সীমাহীন দরদ ও ভালোবাসা—এ-সব কারণে খতীব বাগদাদী, ইমাম যাহাবীসহ সমকালীন ও পরবর্তী সকল মুসলিম ঐতিহাসিক ইমাম মাররূযীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আসহাবে রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবন ও বাণী থেকে

۞ বসরার শাসক ইবনু 'আমির একবার শহরে এলে রাসূল ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবী তার সঙ্গে দেখা করতে যান। কিন্তু আবূ দারদা ﷺ গেলেন না। ইবনু 'আমির ভাবলেন—তিনি যখন এলেন না, আমিই তার কাছে গিয়ে তার (শাসকের সঙ্গে দেখা করার) দায়িত্বটা পালন করে আসি। এই ভেবে কয়েকজন লোক নিয়ে আবূ দারদা ﷺ-এর কাছে এলেন। বললেন, 'আমার কাছে রাসূল ﷺ-এর এক দল সাহাবী এসেছেন, কিন্তু আপনি আসেননি; তাই ভাবলাম, আমিই আপনার কাছে এসে আপনার দায়িত্বটা পালন করে ফেলি।

আবূ দারদা ﷺ মাথা উঁচু করে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজকের মতো কখনোই তুমি আমার দৃষ্টিতে এত ক্ষুদ্র ছিলে না। আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন—'যখন তোমরা বদলে যাবে, আমরাও যেন বদলে যাই।' [১]

۞ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমিরের মুমূর্ষ অবস্থায় 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ-সহ কয়েকজন সাহাবী ও অন্যান্য লোক তাকে দেখতে গেলেন। 'আবদুল্লাহ তাদেরকে শারীরীক কষ্ট ও মানসিক দুশ্চিন্তার কথা জানালে তারা বললেন, 'আপনি সব সময় আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। মুসলমানদের কল্যাণে অনেক কাজ করেছেন। তাদের জন্য কূপ খনন করেছেন। মুসাফিরকে সাহায্য করেছেন। আরও কত কিছু করেছেন। কিন্তু ইবনু 'আমির যেন সেগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন না। তার চোখ ছিলো ইবনু 'উমার ﷺ-এর দিকে। উদগ্রীব ছিলেন—তিনি কী বলেন, সেটার শোনার জন্য। ইবনু 'উমার ﷺ বললেন, 'যদি আয় সুন্দর হয়, তবে ব্যয়ও সুন্দর হবে।

[১] অর্থাৎ যখন তোমরা দ্বীনের চেয়ে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেবে, আমরাও তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাটাকেই প্রাধান্য দেবো।

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

(হিসাবের জায়গাতে) শীঘ্রই যাচ্ছেন। সেখানে গেলেই দেখবেন।'

✡ ইবনু 'আমর ﷺ নবীজী ﷺ-এর কাছ থেকে বর্ণনা করেন, "ইনসাফগাররা আল্লাহর কাছে নূরের মিম্বরের ওপর পরম করুণাময় রহমানের ডানপাশে থাকবেন। আর তাঁর উভয় হাতই ডান। তারা সে-সব লোক, যারা ফয়সালার ক্ষেত্রে, পরিবারের ক্ষেত্রে, নিজেদের দায়িত্বে অর্পিত সকল কাজে ন্যায়ের ওপর থাকে।" [২]

✡ 'উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদ আবূ হাতেম বলেন, 'আমি আবূ হুরাইরা ﷺ-কে বলতে শুনেছি—"যে-শিক্ষক শিক্ষা দেওয়ার বিনিময় নেয়, দুনিয়াতেই তার প্রতিদান দিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি শিক্ষা না-দিয়েই বিনিময় নেয়, তবে কিয়ামতের দিন তার নেক 'আমাল থেকে ক্ষতিপূরণ নেওয়া হবে। আর যদি (ছাত্রদেরকে) প্রহারের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে, তবে কিসাস নেওয়া হবে। আর যদি তাদের মাঝে ইনসাফ না-করে, তবে যালিম হিসেবে সাব্যস্ত হবে। যদি শিক্ষক অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত ছাত্রকে দিয়ে কোনো কাজ করায়, তবে তাকে দায়ভার বহন করতে হবে। আর যদি শিক্ষার বিনিময়ে তার অধিকার বুঝে না পায়, তবে কিয়ামতের দিন তার (যে-ছাত্র শিক্ষকের হক আদায় করেনি) থেকে নেক 'আমাল দেওয়া হবে। আর যদি সবার মাঝে সে ইনসাফ করে, সে-শিক্ষক আদিল ও ন্যায়পরায়ণ শিক্ষক হিসেবে বিবেচিত হবে।"

✡ যিয়াদ ইবনু হুদাইর বলেন, 'আমাকে 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন—'জানো, কোন জিনিস ইসলামকে ধ্বংস করে?' আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন—'আলিমের পদস্খলন, কুরআন নিয়ে মুনাফিকের তর্ক, আর পথভ্রষ্ট শাসকদের শাসন ইসলামকে ধ্বংস করে।'

✡ 'আবীদা [৩] বলেন, ''আলী ﷺ আমার ও শুরাইহের কাছে সংবাদ পাঠালেন—'আমি মতানৈক্য অপছন্দ করি। সুতরাং আগে যেভাবে বিচার করতে, সেভাবেই করতে থাকো।'

---

[২] *মুসান্নাফে ইবনু আবী শাইবা* (১৪/১২৭); *মুসলিম* (১৮২৭); *সহীহ ইবনু হিব্বান* (১০/৩৩৬)

[৩] 'আবীদা ইবনু 'আমর সালমানী। তাবি'ঈ ও বিখ্যাত ফকীহ। মাক্কা বিজয়ের বছর ইয়ামানে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু নবীজী ﷺ-কে দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হন। পরে 'আলী ইবনু আবী তালিব, ইবনু মাস'উদ রা.-সহ প্রমুখ বিজ্ঞ সাহাবীদের কাছ থেকে 'ইলম অর্জন করেন। ইবরাহীম নাখ'ঈ, শা'বী, মুহাম্মাদ ইবনু সীরীনের মতো মানুষগণ তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ৭২ হিজরীতে তিনি ওফাত পান।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

✡ ইমাম আহমাদ র. সূত্রে বর্ণিত—হুযাইফা ﷺ বলেন, 'রাজদরবারগুলো ফিতনায় পরিপূর্ণ। একদিক থেকে জান্নাতে ঢোকায়, আরেকদিক থেকে বের করে দেয়।' [৪]

✡ এক লোক ইবনু 'আব্বাস ﷺ-এর কাছে এসে বললো, 'আমি বাদশার দরবারে গিয়ে তাকে উপদেশ দিতে চাই। আপনার এ-ব্যাপারে মতামত কী?' তিনি বললেন, 'দরকার নেই। ফিতনায় পড়ে যাবে।' লোকটি বললো, 'বাদশা যদি আমাকে অন্যায় করতে বলে, তখন?' ইবনু 'আব্বাস বলেন, 'তুমি তো এটাই চাচ্ছিলে। পারলে তখন তাকে দেখিয়ে দাও—কেমন পুরুষ তুমি!'

✡ জাবের ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, 'আমি হাজ্জাজের দরবারে গিয়েছি। কিন্তু তাকে সালাম দিইনি।' [৫]

✡ 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ একবার বিশর ইবনু আসিমকে সাদাকা উসুল করতে পাঠালেন। একপর্যায়ে বিশর বললেন, ''উমার, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—"যে-ব্যক্তিকে মুসলমানদের কোনো দায়িত্বে নিযুক্ত করা হলো, কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের পুলের ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। পুলটি তখন কাঁপতে থাকবে। যদি সে পুণ্যবান হয় তবে মুক্তি পাবে। আর যদি পুণ্যবান না হয়, তবে পুলটি ছিঁড়ে সে জাহান্নামের গভীরে পড়ে যাবে।" হাদীসটি শুনে 'উমার ﷺ অস্থির হয়ে উঠলেন। বিমর্ষ অবস্থায় ফিরে আসতে লাগলেন। পথে আবূ যর ﷺ-এর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি বললেন, ''উমার, আপনাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?' তিনি বললেন, 'কেন দেখাবে না? বিশর ইবনু আসিম রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এমন একটি হাদীস শুনিয়েছে আমাকে।' আবূ যর ﷺ বললেন, 'আপনি এটা নবীজীর কাছ থেকে শোনেননি?' তিনি বললেন, 'না।' আবূ যর ﷺ বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি নবীজী ﷺ-কে বলতে শুনেছি—"যে-ব্যক্তিকে মুসলমানদের কোনো দায়িত্ব দেওয়া হবে, কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের ওপর একটি পুলে দাঁড় করানো হবে। পুলটি এমনভাবে কাঁপতে থাকবে যে, তার শরীরের জোড়াগুলো আলাদা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। যদি সে পুণ্যবান হয়, তবে মুক্তি পাবে। আর যদি পাপী হয়, তবে পুলটি ছিঁড়ে সত্তুর বছর

[৪] *জামি'উ মা'মার* ১১/৩১৬; *ইবনু আবী শাইবা* ১৫/২৩৮; *হিলইয়াতুল আউলিয়া* ১/২৭৭; *শু'আবুল ঈমান* বাইহাকী ৭/৪৯

[৫] এখানে সালাম বলতে মুসলমানদের পারস্পরিক সাক্ষাতে বিনিময়-করা স্বাভাবিক সালাম নয়, রাজা-বাদশাহকে প্রদত্ত রাজকীয় সম্ভাষণ; যেটা সালাফে সালিহীন করতেন না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পর্যন্ত জাহান্নামের কৃষ্ণকায় গহ্বরে নিপতিত হবে—সেখানে কোনো আলো থাকবে না।" 'উমার, এবার বলুন, কোন হাদীসটি আপনার কাছে বেশি ভয়ংকর?' তিনি বললেন, 'দুটোই আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। এ-ই যদি হয় (দায়িত্ব গ্রহণের) পরিণতি, তবে কে সেটা গ্রহণ করে!' [৬]

✡ অন্য এক বর্ণনায় এসেছে—'উমার ﷺ এক ব্যক্তিকে সাদাকার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিন দিন পরে দেখতে পান, লোকটি তখনো যায়নি। [৭] 'উমার তাকে বললেন, 'তুমি এখনো গেলে না? তুমি কি জানো না, এ-কাজে তোমার আল্লাহর পথের মুজাহিদদের সমপরিমাণ সাওয়াব হবে?' লোকটি বললেন, 'না, তেমন নয়।' 'উমার ﷺ বললেন, 'কেন?' তিনি বললেন, 'আমি রাসূল ﷺ-এর একটি হাদীস শুনেছি; তিনি বলেছেন—"যে-ব্যক্তিকে মুসলমানদের কোনো দায়িত্ব দেওয়া হলো, কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের একটি পুলের ওপর দাঁড় করানো হবে। পুলটি এমনভাবে কাঁপতে থাকবে যে, তার শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিঁড়ে যাবে। তখন সেগুলো ঠিক করে দেওয়া হবে এবং তাকে আবারও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যদি পুণ্যবান হয়, তবে মুক্তি পাবে। আর যদি পাপাচারী হয়, তবে পুল ছিঁড়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত জাহান্নামের গভীর তলদেশে নিক্ষিপ্ত হবে।"' এ-কথা শুনে 'উমার ﷺ বললেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে এই হাদীস আর কে শুনেছে?' তিনি বললেন, 'আবূ যর ও সালমান।' 'উমার ﷺ তাদের দুজনের কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললেন, 'হ্যাঁ, আমরাও রাসূলের কাছ থেকে এটা শুনেছি।' তখন 'উমার ﷺ বললেন, 'এ-ই যদি হয় (দায়িত্বের) পরিণতি, তবে এটা কে গ্রহণ করতে যাবে?'

✡ মা'কিল ইবনু ইয়াসার ﷺ অসুস্থ হলে যিয়াদ তাকে দেখতে এলেন। তার সঙ্গে কথা বললেন, ভালো-মন্দ খোঁজখবর নিলেন। হাসি-তামাশার মাধ্যমে তাকে প্রফুল্ল করার চেষ্টা করলেন। তখন মা'কিল ইবনু ইয়াসার তাকে বললেন, 'আমি নবীজী ﷺ-কে বলতে শুনেছি—"যে-ব্যক্তিকে মুসলমানদের কোনো কাজে নিযুক্ত করা হলো,

---

[৬] *মু'জামুল কাবীর* তাবারানী (২/৩৯); *মুসান্নাফে ইবনু আবী শাইবা* (১২/২১৭); *শু'আবুল ঈমান* বাইহাকী (১৩/৮২)

[৭] সুবহানাল্লাহ! রাষ্ট্রীয় পদ পাওয়ার পরেও ঘরে বসে থাকতেন তারা। আর আজ তো একটা নিম্ন পর্যায়ের সরকারি চাকুরির জন্যও পঙ্গপালের মতো মুসলমানরা ছুটে যায়। হালাল-হারাম কোনো কিছুর বাছ-বিচার করে না। বড় বড় দ্বীনদার ও নামাযী-রোযাদাররাও হালাল-হারামের ব্যাপারে পরোয়া করে না—সম্পত্তি বাড়ানোটাই যেন সকলের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অথচ সে তাদের অগোচরে তাদের কল্যাণকামী হলো না, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন (যে-দিন সকল সৃষ্টিকে একত্র করা হবে) অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।" [৮]

❁ 'উমার ﷺ যখন শামে এলেন, বিলাল ﷺ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। 'উমার ﷺ-এর আশপাশে তখন বড় বড় সিপাহসালারগণ ছিলেন। বিলাল বললেন, "'উমার!' 'উমার ﷺ বললেন, 'এই তো, আমি 'উমার এখানে।' বিলাল ﷺ বললেন, 'আমি এ-সকল লোক ও আল্লাহর মাঝে দণ্ডায়মান। কিন্তু আল্লাহ ও আপনার মাঝে কেউ নেই। আপনি আপনার ডানে, বামে, সামনে, পেছনে তাকিয়ে দেখুন। আপনার চারপাশে যারা রয়েছে, তারা পাখির মাংস ছাড়া আর কিছু খায় না।' তখন 'উমার বললেন, 'আপনি সত্য বলেছেন। (এরপর উপস্থিত সেনাদেরকে লক্ষ করে বললেন) আমি এখান থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত উঠবো না, যতক্ষণ না তোমরা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য দুই মুদ্দ খাবার, সিরকা ও তেলের ব্যবস্থা করে দেবে।' তখন তারা বললো, 'যথা হুকুম, আমীরুল মুমিনীন। আল্লাহ তাআলা আপনার রিযিক প্রশস্ত করে দিয়েছেন। কল্যাণ বাড়িয়ে দিয়েছেন।'

❁ সা'ঈদ ইবনু 'আমির আল জুমাহী 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন, আমি আপনাকে চারটি ওসীয়ত করবো। আপনি সেগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। গ্রহণ করবেন এবং সে-অনুযায়ী 'আমাল করবেন। 'উমার বললেন, 'সেগুলো কী, সা'ঈদ?' সা'ঈদ বললেন, 'মানুষের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন; কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারে মানুষকে ভয় করবেন না। মুসলমানদের জন্য সেটাই পছন্দ করুন, যা আপনি নিজের জন্য ও নিজের পরিবারের জন্য পছন্দ করেন। কাছের ও দূরের—আপনার অধীনস্থ সকল মুসলমানের ব্যাপারে সমান বিচার করুন। প্রত্যেকটি কাজে সঠিক ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করুন, আল্লাহ আপনাকে আপনার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবেন, আপনার পেরেশানি দূর করবেন। কোনো একটি ব্যাপারে দুই ধরনের ফয়সালা দেবেন না; তা হলে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। হক থেকে আপনি দূরে সরে যাবেন না। আর আপনার কথা ও কাজে যেন মিল থাকে। কেননা সর্বোত্তম কথা সেটাই, যা কাজে পরিণত করা হয়। সবশেষে, হক যেখানেই থাকে, সেটা গ্রহণের মতো সাহস

[৮] তাবারানীর *মু'জামুল কাবীর* (২০/২০৫); বুখারী (৭১৫০); মুসনাদু আহমাদ (৫/২৫)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাখুন। আল্লাহর ব্যাপারে কারও তিরস্কারের পরোয়া করবেন না।' 'উমার ﷺ বললেন, 'সা'ঈদ, এগুলো সব বাস্তবায়ন করা কার পক্ষে সম্ভব?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আপনার মতো যার কাঁধে এই গুরুদায়িত্ব (শাসনভার) অর্পণ করেছেন, সে-ই পারবে। আপনার কাজ তো কেবল আদেশ দেওয়া। অন্যরা সেটা পালন করবে।' [৯]

✡ আবূ মুসলিম খাওলানী [১০] র.-এর মুমূর্ষ অবস্থায় মুআবিয়া ﷺ তাকে দেখতে গেলেন। কিন্তু আবূ মুসলিম তাকে চিনতে পারলেন না। মুআবিয়া ﷺ বললেন, 'আবূ মুসলিম, আমাকে চিনতে পারছেন না? ভুলে গেছেন? আবূ মুসলিম, আপনার সামনে আমীরুল মুমিনীন। যা মনে চায়, বলুন।' তখন আবূ মুসলিম র. মুআবিয়া ﷺ-কে লক্ষ করে বললেন, 'মনে রাখবেন, যখন আপনাকে গোটা উম্মাহর দায়িত্ব দেওয়া হয়, আর আপনি সকলের প্রতি ইনসাফ করেন, কিন্তু নিম্ন পর্যায়ের সামান্য কিছু লোকদের প্রতি অবিচার করেন, তবে আপনি আপনার সব ইনসাফ মাটি করে যুলুমে লিপ্ত হলেন। তাই যেভাবে (আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে) নির্দেশিত হয়েছেন, সেটার ওপর অবিচল থাকুন।' [১১]

✡ আবূ সা'ঈদ খুদরী ﷺ রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, "*তোমাদের কেউ যেন মানুষের ভয়ে সত্য ও ন্যায় বলা থেকে বিরত না থাকে।*" তিনি বলেন, 'আর এ-কারণেই আমি অমুকের কাছে গিয়ে আদেশ-উপদেশ দিয়ে তার কান ভরিয়ে ফেলেছি।' [১২]

✡ সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব র. থেকে বর্ণিত—"'উমার ﷺ একদিন মানুষের মাঝে কিছু সম্পদ বণ্টন করলেন। সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। তখন তিনি

---

[৯] 'উমার ইবনুল খাত্তাবের ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন! তিনি এই কথা বিনয়ের কারণে বলেছেন। নতুবা তিনি হুবহু এমনই ছিলেন!

[১০] তিনি প্রথম সারির ভাগ্যবান তাবি'ঈ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু আফসোস মাদীনায় আসতে আসতে নবীজী দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। ফলে সাহাবীর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হন। কিন্তু আবূ বকর ﷺ-সহ বড় বড় সাহাবীদের সান্নিধ্য ও সুদৃষ্টি লাভ করেন। হাদীস ও আসারের কিতাবে তার অসংখ্য কারামতের কথা বর্ণিত হয়েছে। 'উমার রা. তাকে অনেক স্নেহ ও সম্মান করতেন।

[১১] এই ঘটনার অর্থ এমন নয় যে, হযরত মুআবিয়া ﷺ যুলুম করতেন; বরং সালাফে সালিহীন এভাবেই সবাইকে নসীহত করতেন। অন্যায়ে লিপ্ত হওয়ার আগেই একে অন্যকে সতর্ক করতেন। মুআবিয়া ﷺ-এর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি ছিলেন রাসূলের সাহাবী। কাতিবে ওহী (ওহী লেখক)। মুসলমানদের সম্মানিত মামা। যাহাবী বলেন, 'শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন 'আদিল ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। জনগণের কাছে পছন্দের মানুষ। তার ছোটখাটো কিছু ভুল ছিলো। আল্লাহ সেগুলো ক্ষমা করে দেবেন—আশা করছি।'

[১২] *মুসনাদু আহমাদ* ৩/৪৪; *সুনানে বাইহাকী* ১০/৯০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বললেন, 'তোমরা কতটা নির্বোধ! এগুলো যদি আমার সম্পদ হতো, তবে তোমাদেরকে একটা রৌপ্যমুদ্রাও দিতাম না।' [১৩]

✿ তারেক ইবনু শিহাব 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণনা করেন—তিনি বলেছেন, 'অনেক সময় কোনো লোক নিজের ঘর থেকে দ্বীন নিয়ে বের হয়। এরপর এমন কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, যাকে সে (সত্য-মিথ্যা) প্রশংসায় ডুবিয়ে দেয়। হয়তো প্রয়োজনটাও তার মেটানো হয় না। শেষে দ্বীন ও ঈমান হারিয়ে, আল্লাহর অসন্তোষ নিয়ে ঘরে ফিরে আসে।'

✿ ইবনু 'আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত—রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, "অতি শীঘ্রই এমন একটি সম্প্রদায় বের হবে, যারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান রাখবে, যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু শয়তান তাদের নিকট এসে বলবে—'যদি তোমরা শাসকের কাছে গিয়ে দুনিয়ার সামান্য অংশও অর্জন করতে পারো, তাতে ক্ষতি কী? দ্বীন তো তোমাদের কাছে সুরক্ষিত আছেই।' মনে রেখো, এটা কখনোই সম্ভব নয়। কাঁটাগাছ থেকে যেমন কাঁটা ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না, তেমনি তাদের কাছে গেলে পাপ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না।" [১৪]

✿ আবূ হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত—আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা নেতৃত্ব কামনা করো, অথচ অতি শীঘ্রই সেটা লজ্জা ও পরিতাপে পরিণত হবে। কারণ, নেতৃত্ব থাকাকালে সেটা উপভোগের। চলে যাওয়ার পরে (পরকালে) সেটা দুর্ভোগের।" [১৫]

✿ 'আবদুর রহমান ইবনু সামুরা ﵁ থেকে বর্ণিত—নবীজী ﷺ বলেছেন, "নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না।" [১৬]

---

[১৩] এটা 'উমার ﵁-এর বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ। এমন বোঝার সুযোগ নেই যে, 'উমার রা. দান করতেন না; বরং তিনি বিশাল চিত্তের অধিকারী বদান্য ছিলেন। এটা মূলত লোকদের অতি প্রশংসা বন্ধ করার জন্য বলেছেন।

[১৪] ইবনু মাজাহ (২৫৫); তাবারানীর মু'জামুল আওসাত (৮/১৫০); মিযযীর তাহযীব ১০/১৬১; তারীখ ইবনু আসাকির ৬৪/৩১৪

[১৫] বুখারী (৬৭২৯); নাসা'ঈ (৪২১১); মুসনাদু আহমাদ (২/৪৪৮)

[১৬] মুসনাদু আহমাদ ৫/৬২; মুসনাদু বাযযার (৬/২৫২); ইবনু হিব্বান (১০/৩৩২); হিলইয়াহ ৭/২৩০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের দরবারবিমুখতা

✡ মাইমূন ইবনু মিহরান বলেন, 'একদিন দুপুরে উমাইয়া-খলীফা 'আবদুল মালিক (ইবনু মারওয়ান) ঘুমাতে পারলেন না। উঠে প্রহরীকে বললেন, 'মসজিদে আমাদের কোনো বক্তা আছে কি না, দ্যাখো তো (খলীফার উদ্দেশ্য ছিলো—ঘুমের সময়টুকু গল্প কিংবা আলোচনার মাঝে কাটাতে)!' প্রহরী মসজিদে এসে সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবকে [১৭] দেখতে পেলো। দূর থেকে ইশারায় ডেকে দরজার দিকে পা বাড়ালো। সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব নিজের জায়গাতে বসে থাকলেন। প্রহরী ভাবলো, তিনি তার ইশারা দেখেননি। তখন আরও কাছে এসে ইশারা করলো। যখন বুঝলো, তিনি ইশারা দেখেছেন, তখন ফিরে গেলো। দরজাতে আসার পরে লক্ষ করলো, ইবনুল মুসাইয়্যিব স্বস্থানেই বসা। এবার প্রহরী (কিছুটা ক্রুদ্ধ হয়ে) সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের একেবারে মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বললো, 'আমীরুল মুমিনীনের ডাকে সাড়া দিন।' ইবনুল মুসাইয়্যিব বললেন, 'তিনি আমার কাছে তোমাকে পাঠিয়েছেন?' সে বললো, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'আমি কে?' প্রহরী বললো, 'সেটা তো আমি জানি না। কিন্তু তিনি বলেছেন, মসজিদে আমাদের কোনো বক্তা থাকলে ডেকে নিয়ে এসো। আপনাকেই

---

[১৭] সাইয়েদুত তাবি'ঈন, 'আলিমু আহলিল মাদীনাহ সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব র.। বিখ্যাত মুহাদ্দিস। মাদীনার সাতজন ফকীহের একজন। 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ-এর যুগে মাদীনাতে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা মুসাইয়্যিব বাইয়াতে রিযওয়ানের সদস্য। সাহাবীদের কাছ থেকে 'ইলম অর্জন করেন। তার শিক্ষকদের কতিপয় হলেন—যায়িদ ইবনু সাবিত, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস, ইবনু 'উমার ﷺ। আবু হুরাইরা ﷺ-এর একান্ত সান্নিধ্যে থাকেন। তার মেয়ে বিবাহ করে জামাতা হন। তিনি অধিকাংশ সময় মাসজিদে থাকতেন। চল্লিশ বছর জামা'আতে নামায ছোটেনি কখনো। ত্রিশ বছর ধরে মাসজিদের বাইরে মু'আয্যিনের আজান শোনেননি। হকের ব্যাপারে সা'ঈদ ছিলেন আপসহীন। শাসকের সঙ্গে মোসাহেবি করতেন না। তাদের অন্যায় দেখে নীরব থাকতেন না। অথচ উমাইয়া শাসকদের অনেকেই ছিলো উৎপীড়ক, অন্যায়কারী। ফলে তার সঙ্গে শাসকদের বিরূপ সম্পর্ক তৈরি হয়। তিনি তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন। রাষ্ট্রীয় ভাতা প্রত্যাখ্যান করেন। তারা ডাকলেও সাড়া দেননি। কোনো বর্ণনাতে পাওয়া যায়, তিনি সে-সব যালিম শাসকের জন্য বদদু'আ করতেন! শাসকগোষ্ঠী একসময় তাকে নজরবন্দি করে ফেলে। মাসজিদে তার 'ইলমী মাজালিসগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তাকে নরম করার কৌশল হিসেবে উমাইয়া খলীফা 'আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান তার ছেলে যুবরাজ ওয়ালীদের জন্য সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু সা'ঈদ যুবরাজকে প্রত্যাখ্যান করে কুরাইশের এক সাধারণ যুবকের হাতে মেয়েকে তুলে দেন। বিয়ের মোহরানা ছিলো দুই দিরহাম। উমাইয়া শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করে তার বিরুদ্ধে। তাকে বেত্রাঘাত করা হয়। বন্দি করে মাদীনার অলিতেগলিতে ঘোরানো হয়। তবুও যালিমের সামনে মাথা নত করেননি এই উন্নতশির মনীষী। ৯৪ হিজরীতে খলীফা ওয়ালীদ ইবনু 'আবদিল মালিকের যুগে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমার সবচেয়ে উপযুক্ত মনে হলো।' সা'ঈদ বললেন, 'ফিরে গিয়ে তাকে বলো, আমি তাদের বক্তা নই।' প্রহরী ফিরে গিয়ে পুরো ঘটনা তুলে ধরলে 'আবদুল মালিক বললেন, 'সত্য বলেছেন। তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব।'

✪ জা'ফর ইবনু সুলাইমান বলেন, 'বসরার এক লোকের কাছে আমি শুনেছি, খলীফা 'আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান হাজ্জ শেষ করে মাদীনাতে এলেন। সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবকে একজন দূত মারফত ডেকে পাঠালেন। দূত তাকে মসজিদে পেলো। কাছে এসে বললো, 'চলুন।' তিনি বললেন, 'কোথায়?' দূত বললো, 'আমীরুল মুমিনের কাছে।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, তার কাছে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তার কোনো কথাও আমার মানার সুযোগ নেই।' দূত ফিরে গিয়ে খলীফাকে হুবহু এ-কথাগুলোই শুনিয়ে দিলো। 'আবদুল মালিক বললেন, 'দূর হও! তাকে ডেকে নিয়ে আসো। তার সঙ্গে নরম ব্যবহার কোরো।' দূত মসজিদে এসে বললো, 'চলুন।' সা'ঈদ বললেন, 'কোথায়?' দূত বললো, 'আমীরুল মুমিনীনের কাছে।' সা'ঈদ বললেন, 'আল্লাহর কসম, তার কাছে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তার কোনো কথা আমার মানারও সুযোগ নেই।' দূত তখন ফিরে গিয়ে খলীফাকে সব কথা শোনালো। খলীফা বললেন, 'আবার যাও। তাকে ডেকে নিয়ে আসো। কঠোর ব্যবহার কোরো না।' দূত তৃতীয়বারের মতো মসজিদে এসে বললো, 'চলুন।' সা'ঈদ বললেন, 'কোথায়?' দূত বললো, 'আমীরুল মুমিনীনের কাছে।' সা'ঈদ বললেন, 'আল্লাহর কসম, তার কাছে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তার কোনো কথা আমার মানারও সুযোগ নেই।' তখন দূত বললো, 'খলীফা আপনার সঙ্গে নরম ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। নতুবা তিনি বললে আপনার মাথা নিয়ে তার দরবারে হাজির করতাম!' সা'ঈদ শান্তভাবে বললেন, 'মাথার ভয় নেই। যাওয়া তো দূরের কথা, আমি বসা থেকেও উঠতে পারবো না!' দূত তখন ফিরে গিয়ে খলীফাকে সব কথা শোনালো। খলীফা বললেন, 'আবূ মুহাম্মাদ তার সিদ্ধান্ত পাল্টাবে না। থাক, দরকার নেই। থাক দরকার নেই!'

✪ সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব র.-এর এক ক্রীতদাস পালিয়ে গেলো। পরে সে রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলিম-বাহিনীর সঙ্গে জিহাদে অংশ নিলো। ক্রীতদাসটি ছিলো অত্যন্ত সাহসী ও লড়াকু। মুসলিম-বাহিনীর সামনে থেকে লড়াই করতো। কিন্তু হঠাৎ করেই সে পিছু হটতে শুরু করে। যুদ্ধের গতি কমিয়ে দেয়। কুরাইশী এক সিপাহসালার

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাকে ডেকে বলেন, 'কী খবর তোমার? আগে তো যুদ্ধ করতে? এখন ছেড়ে দিলে কেন?' সে বললো, 'আমি ইবনুল মুসাইয়্যিবের ক্রীতদাস। যেহেতু তার অনুমতি ছাড়া যুদ্ধে এসেছি, তাই ভয় হয়, যদি মারা যাই!' সিপাহসালার তাকে বললেন, 'তুমি যুদ্ধ করো। ভয়ের কিছু নেই। যদি মারা যাও, তবে ইবনুল মুসাইয়্যিব তোমার যত দাম চাইবে, সেটা আমি তাকে পরিশোধ করবো।' সিপাহসালারের কথা শুনে সে আবারও পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধে শরীক হলো এবং শাহাদাত বরণ করলো।

কুরাইশী সিপাহসালার মাদীনায় ফিরে সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবকে ডেকে পাঠালেন, কিন্তু তিনি এলেন না। তখন সিপাহসালার নিজেই সাঈদের কাছে এসে বললেন, 'আমি মাদীনায় এসেছি। একজন কুরাইশী হিসেবে আপনি আমাকে দেখতে আসবেন, সেই প্রত্যাশা ছিলো; কিন্তু আপনি আসেননি। আপনাকে লোক দিয়ে ডাকালাম, তাও যাননি।' ইবনুল মুসাইয়্যিব র. বললেন, 'আপনার কাছে আমার কোনো প্রয়োজন ছিলো না, তাই যাইনি। যদি আমার কাছে আপনার কোনো প্রয়োজন থাকে, তা হলে তো আপনিই আসবেন!' কুরাইশী বললেন, 'আমার প্রয়োজন আছে। আপনার গোলাম যুদ্ধে শহীদ হয়েছে। আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আপনি তার যত দাম চাইবেন, আপনাকে সেটা পরিশোধ করবো। সুতরাং আপনি দাম বলুন।' সা'ঈদ বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি কখনোই তার দাম গ্রহণ করবো না। সে (পালানোর কারণে) জাহান্নামে গেলেও আমি (মালিক হিসেবে তার জিহাদের) সাওয়াব পাবো।'

❁ খলীফা 'উমার ইবনু 'আবদুল আযীয র. বলতেন, 'আমার কাছে মাদীনার আলিমগণ আসেন। আর সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের 'ইলম আসে (তিনি আসেন না)।' [১৮]

❁ হাম্মাদ আল খাইয়াত বলেন, 'শাসকের বিপক্ষে অবিচলতার ক্ষেত্রে ইবনু আবী যি'বকে সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের সঙ্গে তুলনা করা হতো।' মাররূযী বলেন, 'আমি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলকে বললাম, সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবকে তো তারা (শাসকরা) মেরেছে।' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, মেরেছে। তবে তারা তাকে একবার হাদিয়াও দিয়েছিলো। কিন্তু তিনি বললেন, 'যতক্ষণ না এটা হালাল, না হারাম, সেটা জানবো—

[১৮] সত্য ও সততা, ন্যায় ও নীতির পরম আদর্শ খলীফায়ে রাশিদ 'উমার ইবনু 'আবদিল 'আযীয র.। এমন বুযুর্গ খলীফার দরবারে যেতেও যদি আমাদের সালাফের আপত্তি থাকে, তবে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর কাছে যাওয়ার ব্যাপারে কিছু বলার থাকে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ততক্ষণ পর্যন্ত এটা গ্রহণ করবো না।' শেষমেশ সালিম ও কাসিমের সহায়তায় ওটা গ্রহণ করা থেকে রেহাই পান।'

ইবনু হাম্বল বলেন, 'ফিতনার সময় মসজিদে নববীতে সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ছাড়া আর কারও (তালীমী ও তরবিয়তী) মজলিস অব্যাহত ছিলো না।'

উমার ইবনু 'আবদিল আযীযের তাকওয়া

✡ এক ব্যক্তি 'উমার ইবনু 'আবদিল আযীয র.-এর সামনে এসে তার গুণকীর্তন করতে লাগলেন। 'উমার তাকে বললেন, 'আমি আমার ব্যাপারে যা জানি, তুমিও যদি তা জানতে, তবে আমার দিকে তাকাতেও না।'

✡ 'উমার ইবনু 'আবদিল আযীয র. বলতেন: রাজ-বাদশারা হলেন বাজারের মতো। এখানে সে-ই আসে যে নিজেকে পণ্য মনে করে। অথবা এখানে যে-ই আসে, বিকে যায়।

✡ একবার 'উমার ইবনু 'আবদিল 'আযীয র. লোকদের মাঝে কিছু জিনিস বিতরণ করলেন। ইবনু সিরীন র.-এর কাছেও পাঠালেন; কিন্তু তিনি সেটা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। বললেন, ''উমারের ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমার দরকার নেই (তাই নিইনি)।'

হাসান বসরীর তাকওয়া

✡ হাসান বসরী র. এভাবে দু'আ করতেন—'হে আল্লাহ, সকল প্রশংসা আপনার জন্য। আপনি আমাদের রিযিককে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। আমাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। আমাদেরকে সুস্থ-সবল রেখেছেন। আমরা যা চেয়েছি, আমাদেরকে সব কিছু থেকে দান করেছেন।'

✡ হাসান বসরী র. বলেছেন, 'যে-ব্যক্তি কামাই নিয়ে পেরেশান থাকে, কোথায় কোথায় সে ব্যয় করবে, সেটা নিয়েও সে পেরেশান হয়।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by LLM Infosoft

✡ এক ব্যক্তি এসে হাসান বসরী র.-কে জিজ্ঞাসা করলো, 'কেমন আছেন?' তিনি বললেন, 'দুটো নিয়ামতের মাঝে ডুবে আছি। একটি নিয়ামত আমার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রেখেছে। আরেকটি নিয়ামতের কারণে লোকেরা আমার প্রশংসা করে, অথচ আমার ভেতরের খবর তারা জানে না।'

✡ এক ব্যক্তি হাসান বসরী র.-এর কাছে এসে বললো, 'আবূ সা'ঈদ, কেমন আছেন?' তিনি বললেন, 'ভালো।' লোকটি বললো, 'আপনার অবস্থা কেমন যাচ্ছে?' হাসান বসরী হাসলেন। বললেন, 'আমাকে আমার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো? ধরো, একদল লোক একটি নৌকায় উঠেছে। মাঝ-সমুদ্রে যাওয়ার পরে তুফানের আঘাতে নৌকাটি ভেঙে চৌচির হয়ে গেলো। যাত্রীদের প্রত্যেকে একেকটি কাষ্ঠখণ্ড জড়িয়ে ধরে সমুদ্রের পানিতে ভাসতে লাগলো। তাদের অবস্থা কেমন হবে?' লোকটি বললো, 'মারাত্মক ভয়াবহ অবস্থা!' তিনি বললেন, 'আমার অবস্থা তাদের চেয়েও খারাপ।'

✡ হাসান বসরী 'উমার ইবনু আব্দিল আযীয র.-এর কাছে চিঠি লিখলেন :

> "জেনে রাখুন, আপনার সামনে বড় বড় বিপদ অপেক্ষা করছে। এখনো সে পর্যন্ত পৌঁছোননি; কিন্তু একদিন সেগুলোর মুখামুখি হতে হবে। হয়তো মুক্তি মিলবে, নয়তো দুর্ভাগ্য ও ধ্বংস। আর মুমিনের সর্বশেষ ফিতনা হলো কবরের ফিতনা।"

ফুযাইল ইবনু ইয়ায ও রাজ-দরবার

✡ ফুযাইল ইবনু 'ইয়ায [১৯] র. বলতেন, 'আমাদের জন্য তাদের দরবারে যাওয়া নিষেধ। আর যদি যেতেই হয়, তবে হক কথা বলা আবশ্যক।'

✡ ফুযাইল ইবনু 'ইয়ায বলেন, 'প্রকৃত মুজাহিদ আলিম সে নয়, যে শাসকের দরবারে গিয়ে ভালো-মন্দ কিছু কথা বলে। পরে যখন শাহি ভোজের দাওয়াত পায় সোজা, দস্তরখানে গিয়ে শরীক হয়। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী

[১৯] বিখ্যাত বুযুর্গ ও তাসাওউফের ইমাম (১০৭-১৮৭ হি.)। অত্যধিক ইবাদতের কারণে তার উপাধি ছিলো 'আবিদুল হারামাইন'। তার শাইখদের মাঝে প্রসিদ্ধ হলেন—সুলাইমান ইবনু আ'মাশ ও সুফিয়ান সাওরী র.। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক র.-সহ অনেক ইমাম তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রকৃত আলিম তো সেই ব্যক্তি, যে শাসক থেকে দূরে থাকে।'

✡ ফুযাইল আরও বলেন, 'কত আলিম রাজদরবারে দ্বীন ও ঈমান নিয়ে প্রবেশ করে আর শূন্য-হাতে বেরিয়ে আসে। আল্লাহ যেন আমাদেরকে দ্বীনী পরীক্ষা ও ঈমানের মুসীবত থেকে রক্ষা করেন।'

✡ আরও বলেন, 'অনেক সময় রাজদরবারে গমনকারী আলিমের মাঝে কিছুটা দ্বীনদারি থাকে। কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসে রিক্ত হস্তে, নিঃস্ব হয়ে।' লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন—'কীভাবে?' তিনি বললেন, 'রাজার মিথ্যাচারকে সত্য বলে মাথা নাড়ায়। তার চাটুকারিতা ও মোসাহেবিতে মত্ত হয়।'

✡ ফুযাইল ইবনু 'ইয়ায বলেন, 'যে-ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে সম্মান (তথা পালন) করবে, আল্লাহও তাকে সম্মানিত করবেন। এর জন্য আত্মীয়-স্বজন, বংশ-গৌরবের দরকার হবে না।'

সুফিয়ান সাওরীর দরবারবিমুখতা

✡ মুহাম্মাদ ইবনু শাযান বলেন, 'আমি ইয়াহইয়া আল-কাত্তানকে বলতে শুনেছি, একবার ইমাম সুফিয়ান সাওরী [২০] র.-এর কাছে খলীফা মাহদীর পক্ষ থেকে একটি চিঠি আসে। ফিরতি চিঠিতে ইমাম নিজের নাম আগে লেখেন, খলীফার নাম পরে লেখেন। তখন আমরা তাকে বললাম—'খলীফার এটা সহ্য হবে না।' ইমাম বললেন,

[২০] আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস লকবধারী মুসলিম জাহানের জগদ্বিখ্যাত ইমাম আবু 'আবদুল্লাহ সুফিয়ান ইবনু সা'ঈদ আস-সাওরী (৯৭-১৬১ হি.)। কুফার ফকীহ ও মুফাসসির। বিখ্যাত যাহিদ। প্রথম সারির তাবি'অ-তাবি'ঈনদের একজন। তার শাইখগণের মাঝে প্রসিদ্ধ হলেন—ইমাম মালিক ইবনু আনাস, আইউব সাখতিয়ানী, শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ, জা'ফর সাদিক। আর তার ছাত্রদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন—'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, সুফিয়ান ইবনু 'উয়াইনা র.। এই বিখ্যাত ইমামও শাসকদের থেকে সর্বোচ্চ দূরত্ব রেখে চলতেন। শিকার যেমন হিংস্র ব্যাঘ্র থেকে পলায়ন করে তিনি শাসকদের থেকে সেভাবে পলায়ন করতেন। ফলে উমাইয়া খলীফা আবু জা'ফর মানসূরের জেলে ইমাম আবু হানীফা র.-এর মৃত্যু হলে আবু জা'ফর তাকে কাযীর পদ দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি এ-সংবাদ পেয়ে গোপনে কুফা থেকে মাক্কায় চলে যান। বিভিন্ন জায়গায় তাকে খুঁজে না-পেলে রাজকীয় ঘোষণা দেওয়া হয়—'যে তাকে ধরে আনতে পারবে, তাকে দশ হাজার মুদ্রা দেওয়া হবে।' তখন সুফিয়ান মাক্কা থেকে বসরাতে পালিয়ে যান। সেখান থেকে ইয়ামানে যান। এভাবে জীবনভর এক শহর থেকে আরেক শহরে পালিয়ে বেড়ান। কোনো অন্যায়ের কারণে নয়, শাসকের দেওয়া সর্বোচ্চ রাজকীয় পদ থেকে বাঁচার জন্য! এই ছিলেন আমাদের সালাফে সালিহীন। বিপরীতে আজ আমরা শাসকের একটু কৃপাদৃষ্টির জন্য নিজের আদর্শ, ঐতিহ্য বিকিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করি না।

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আমি নিজের হাতে লিখলে এটাই লিখবো। অন্য কিছু লিখতে পারবো না।' তখন আমরা চিঠিটি নিয়ে নিলাম এবং তার মুখে বলা কথাগুলো লিখলাম।'

✡ সুআইর ইবনু খিমস বর্ণনা করেন, মাক্কায় ইমাম সুফিয়ান সাওরীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। তাঁর সঙ্গে একজন বৃদ্ধ ছিলো। আমাকে দেখে ইমাম বললেন, 'আমাকে তার (অর্থাৎ মাক্কার আমীরের) কাছে নিয়ে চলো। সে এই মুরব্বীকে উত্যক্ত করছে।' আমি বললাম, 'আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। আমি আমীরের কাছে যাচ্ছি তাকে সালাম দিতে। আর তার ছেলের মৃত্যুতে সমবেদনা জানাতে। আপনি তাকে সালামও দেবেন না?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর ক্ষমা চাই।'

এরপর আমরা সবাই আমীরের কাছে গেলাম। আমি তাকে সালাম দিলাম। সমবেদনা জানালাম। কিন্তু সুফিয়ান সাওরী সালাম দিলেন না, সমবেদনাও জানালেন না; বরং আমীরকে লক্ষ করে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম, যদি পারো ছেলের চলে যাওয়া থেকে শিক্ষাগ্রহণ করো। এই বয়স্ক মানুষটিকে কষ্ট দেওয়ার কী দরকার?' আমীর বললেন, 'আমি তো তাকে কাযীর পদ দিতে চেয়েছিলাম আর কিছু না।' তিনি বললেন, 'তার সেটা প্রয়োজন নেই।' আমীর বললেন, 'ঠিক আছে, তাকে অব্যাহতি দিলাম।'

✡ ইমাম সুফিয়ান সাওরী র.-কে বলা হলো—'আপনি কেন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করেন না?' তিনি বললেন, 'সমুদ্রই যখন উত্তাল হয়, তাকে থামানোর সাধ্য কার!' [২১]

✡ হাসান ইবনু 'ঈসা বলেন, 'আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক র.-কে বললাম, যখন সুফিয়ান সাওরী র. খলীফা আবূ জা'ফরের পক্ষ থেকে আসা কাযী হওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে গোপনে বসরায় চলে যান, তখন হাম্মাদ ইবনু যায়দ তাকে বলেন, 'যদি আপনি তাদের কাছ থেকে না-পালিয়ে তাদের দরবারে যেতেন, তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতেন, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতেন—তাতে কি আপনার বেশি সাওয়াব হতো না?' তিনি বললেন, 'তারা আমাকে বশীভূত করতে চেয়েছে। তাই আমি রাজি হইনি।'

হাসান বলেন, 'আমার এ-কথা শুনে ইবনু মুবারক বললেন, 'তুমি এটা কোত্থেকে

[২১] অর্থাৎ শাসকের মাঝে বদদ্বীনী তৈরি হলে সেটা পুরো সমাজে ছড়িয়ে পড়ে; তখন সেটা থামানো সম্ভব হয় না। এটা ইতিহাসের চিরসত্য বিষয়। শাসক হলো একটি দেশ ও জাতির মাথার মতো; সেটা পচে গেলে পুরো জাতি পচে যায়।

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জানলে?' আমি বললাম, 'নিশাপুরের কয়েকজন আমাকে এটা জানিয়েছে।' তিনি বললেন, 'সুফিয়ান এমন কিছু বলেননি।' আমি বললাম, 'তা হলে তিনি কেন তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন?' ইবনু মুবারক বললেন, 'সুফিয়ান সব সময় বলতেন—'এ-সব (রাজা-বাদশা) লোকদেরকে দুনিয়া ঢেলে দেওয়া হয়েছে; যখন তুমি তাদের দরবারে যাওয়া শুরু করবে, এখানে-ওখানে সম্মান ও সমাদর পেতে থাকবে; যেখানে যাবে, আদর-খাতির পাবে—বসার গদি পাবে; সব জায়গায় সারাক্ষণ লোকদের ভক্তি-শ্রদ্ধা পাবে; বলো, এত কিছুর পরেও এমন কোন হৃদয় আছে, যেটা তাদের প্রতি দুর্বল না হয়ে পারে!' [২২]

۞ খলীফা মাহদী বিখ্যাত ইমাম ও বুযুর্গ ইবনু আবী যি'ব [২৩] র.-কে এক হাজার দীনার হাদিয়া প্রদান করেন। ইমামও সেটা গ্রহণ করেন। এটা যখন ইমাম সুফিয়ান সাওরী র. জানতে পারেন, তখন বলে ওঠেন—'আহারে, এক হাজার দীনারের কারণে পাকড়াও হয়ে গেলো! তার বিবেক শেষ হয়ে গেলো!'

বস্তুত খলীফার এই এক হাজার দীনারের প্রস্তাব সুফিয়ান সাওরীর কাছেও আসে; কিন্তু তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান করেন। তাকে বলা হলো—'আপনি ওটা গ্রহণ করুন। তা হলে আর খলীফা আপনাকে ডাকাডাকি করবেন না। তা ছাড়া আপনার ও আপনার পরিবারের আর্থিক অবস্থাও এখন ভালো না।' তখন সুফিয়ান বললেন, 'তাদের এই দীনারকেই তো ভয় পাই। এটা ছাড়া তাদেরকে আর ভয় পাওয়ার কী আছে?' [২৪]

۞ সুফিয়ান সাওরী র.-কে যখনই শাসকের সঙ্গে তার সম্পর্কটা সুন্দর করার কথা বলা হতো, তিনি বনী ইসরাঈলের একটি ঘটনা বলতেন। ঘটনাটি হলো—একদা

---

[২২] আল্লাহ তাআলা সালাফে সালিহীনকে রহম করুন। তারা কতটা দূরদর্শী ছিলেন। রাজদরবারে যাওয়ার শুরুটা শুভ ও বাহ্যত কল্যাণকর দেখালেও পরিণতি যে কতটা অশুভ ও ভয়ংকর, সেটা তারা অনুধাবন করে এগুলো থেকে পালিয়ে বেড়াতেন। আমরা তো আজ সেই জালেই ফেঁসে গেছি। না দ্বীন, না দুনিয়া—দুটোই বরবাদ হচ্ছে।

[২৩] শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনু আবী যি'ব (৮০-১৫৯)। ইকরিমা, শু'বা ইবনু দীনার, শুরাহবীল ইবনু সা'দ, যুহরী প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তার শাগরিদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন—'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক, ইয়াহইয়া আল কাত্তান প্রমুখ। বড় বড় ইমামগণ ইবনু আবী যি'বের প্রশংসা করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের মন্তব্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইবনু আবী যি'ব ইমাম মালিক র.-এর সমকালীন ছিলেন। আহমাদ র. বলেন, 'তিনি হক প্রকাশে, শাসকের সামনে সত্য বলার ক্ষেত্রে মালিকের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। আবু জা'ফর মানসূরসহ বিভিন্ন শাসকের সঙ্গে তার প্রেরণাদায়ক বিভিন্ন ঘটনা রয়েছে। সত্য প্রকাশে, অন্যায়ের প্রতিবাদে তিনি ছিলেন অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

[২৪] সুতরাং দেখা যাচ্ছে অতীব প্রয়োজনের সময়, এমনকি আপাত কল্যাণকর কিছু দেখলেও শাসকের দয়া-দাক্ষিণ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকাই সালাফের নীতি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইয়াহুদীদের মাঝে একজন বাদশা, আরেকজন 'আবিদ (তথা বুযুর্গ) ছিলো। একদিন বাদশা 'আবিদ লোকটিকে ডেকে পাঠালেন। হাজির হওয়ার পরে তাকে কোনো এক বদ্ধ কক্ষে তিন দিন পর্যন্ত আটকে রাখলেন। তৃতীয় দিন বাদশা যখন আহার সম্পন্ন করলেন, দস্তরখানে রয়ে-যাওয়া অবশিষ্ট খাবার 'আবিদের কাছে পাঠাতে বললেন। কিন্তু 'আবিদ সেই খাবার প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন বাদশার নির্দেশে আবারও তার ঘরের দরজা তিন দিন বন্ধ রাখা হলো। তৃতীয় দিন বাদশার খাবারের অবশিষ্ট অংশ 'আবিদের ঘরে পাঠানো হলো। 'আবিদ এবার সেই খাবার গ্রহণ করলেন এবং পেট পুরে খেলেন। এরপরে তার ঘরে বাদশা একজন সুন্দরী ক্রীতদাসী পাঠালেন। 'আবিদ তাকে দেখে নিজের প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন এবং দাসীটির সঙ্গে জৈবিক চাহিদা পূরণ করলেন।

এই ঘটনার পরে বাদশা 'আবিদকে তার দরবারে ডেকে পাঠালেন। উপস্থিত হলে তাকে লক্ষ করে বললেন, 'তুমিই তো সেই লোক, যে আমার ধন-সম্পদকে হারাম বলতে! এগুলো থেকে দূরে থাকতে বলতে! এখন তোমাকে জনগণের সামনে আমার পক্ষে কথা বলতে হবে।' সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যের সাধারণ মানুষকে সমবেত করা হলো। 'আবিদ লোক সবার সামনে দাঁড়িয়ে বাদশার পক্ষে সাফাই গাইলো। তার দোষ-ত্রুটির পক্ষে যুক্তি দেখালো। তখন বাদশা তাকে বললেন, 'আমি বনী ইসরাঈলের বাদশা। তারা সবাই আমার অধীনস্থ প্রজা। আমি তো তোমার চেয়ে বেশি ইনসাফগার দেখছি। আমি তোমার কাছে আমার দস্তরখানের উচ্ছিষ্ট পাঠালাম, সেটা দিয়ে তুমি উদরপূর্তি করলে। এরপর তোমার কাছে আমার সবচেয়ে সুন্দরী দাসী পাঠালাম, তাকে দিয়ে তুমি তোমার কামবৃত্তি চরিতার্থ করলে। যা পেলে, সেটাই ভোগ করলে; নিজেকে এতটুকু নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে না। আমি তো (সব কিছুর ওপর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও) তোমার তুলনায় নিজের ওপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণশীল।' এরপর বাদশার নির্দেশে 'আবিদের মুণ্ডপাত করা হলো।

۞ এক ব্যক্তি সুফিয়ান সাওরী র.-এর কাছে এসে বললো, 'আপনি যদি বাদশার দরবারে যান এবং কিছু অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করেন—ক্ষতি কী?' তিনি বললেন, 'যদি তোমাকে আমি একটি হাদীস বর্ণনা করি, এরপর সারা বছর তোমার সঙ্গে কথা না বলি—ক্ষতি কী?'

ইবরাহীম থেকে বর্ণিত—সুফিয়ান সাওরী র. ঐ ব্যক্তির জবাবে বললেন, 'জান্নাতের

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হূরদের জানো? তাদের কেউ কোনো জায়গা থেকে হেঁটে গেলেও চতুর্পার্শ্ব উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভরে যায়। তুমি আমাকে এমন মূল্যবান সম্পদ দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পত্তির বিনিময়ে ছেড়ে দিতে বলছো? তোমার সঙ্গে এক বছর আমার কথা বন্ধ থাকবে।'

✡ সুফিয়ান সাওরী ও 'আবদুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ তাদের কিছু ব্যবসার পণ্য রেখেছিলেন সেকালের প্রখ্যাত ব্যবসায়ী আবূ জা'ফরের কাছে। আবূ জা'ফর চল্লিশবারের অধিক হাজ্জ ও উমরাহ পালন করেছিলেন। একদিন আবূ জা'ফরের বাড়ির সামনে কিছু বৃদ্ধ লোক এসে উপস্থিত হলো। তাদের ভাতার দায়িত্বে-থাকা লোকটি ছিলো অসাধু। ফলে তারা আবূ জা'ফরকে অনুরোধ জানালো—তিনি যেন খলীফার সঙ্গে সেই লোকটিকে অপসারণের ব্যাপারে কথা বলেন; কিন্তু আবূ জা'ফর অস্বীকৃতি জানালেন।

পরের দিন সে-সব বৃদ্ধের সঙ্গে অনেক নারী ও শিশুও এলো। সকলে মিলে কান্নাকাটি করে আবূ জা'ফরকে অনুরোধ করলো। একপর্যায়ে আবূ জা'ফরের মন গলে গেলো এবং তিনি খলীফা মাহদীর সঙ্গে কথা বললেন। খলীফা তাকে বললেন, 'আমি তো এই ব্যাপারে কিছুই জানি না। যা-ই হোক, তারা তাদের পছন্দের লোককে এ-পদে নিয়োগ দিক।' অতঃপর খলীফা দায়িত্বে-থাকা লোকটিকে অব্যাহতি দিলেন। পাশাপাশি আবূ জা'ফরকেও তিনি অনেক সম্মান করলেন এবং নিজের ঘনিষ্ঠ বানালেন; তাকে ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করলেন। কিন্তু আবূ জা'ফর তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন সেগুলো উপস্থিত লোকদেরকে দেওয়া হলো। তারা আবূ জা'ফরকে বললো, 'আমরা এগুলো দিয়ে কী করবো?' তিনি বললেন, 'তোমাদের যার যার দরকার, তাকে তাকে দিয়ে দাও।' তখন পুরো অর্থ বণ্টন করে দেওয়া হলো।

এরপর আবূ জা'ফর কুফায় এলেন। সুফিয়ান সাওরী রহ. তার আসার কথা শুনতে পেলেন। আগে যখনই আবূ জা'ফর আসতেন, সুফিয়ান এগিয়ে গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাতেন; বিদায়ের সময়ও অনেক দূর এগিয়ে দিয়ে আসতেন। কিন্তু এবার আবূ জা'ফর তাকে দেখতে পেলেন না। ফলে মনক্ষুণ্ণ হলেন।

একপর্যায়ে আবূ জা'ফর নিজেই সুফিয়ান সাওরীর কাছে গেলে, তাকে সালাম দিলেন; কিন্তু তিনি সালামের জবাব দিলেন না। মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুখে টু শব্দটি পর্যন্ত করলেন না। একপর্যায়ে তিনি রেগে উঠে গেলেন এবং দ্রুত নিজের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঘরে প্রবেশ করলেন। আবূ জা'ফর তখন চলে গেলেন। পরে সুফিয়ান সাওরীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে একটি চিঠি লিখলেন।

চিঠিটি সুফিয়ান সাওরীর খাদেম মিহরানের কাছে দিলেন। মিহরান বলেন, 'আমি চিঠিটি সুফিয়ানের হাতে দিলে তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করলেন। বললেন, 'তোমাকে এটা কে আনতে বলেছে?' আমি বললাম, 'আবূ 'আবদুল্লাহ! সে আমার প্রতিবেশী। আর আমার এলাকার লোক।' তখন সুফিয়ান চিঠিটি খুলে পড়লেন। এরপর কালি-কলম নিয়ে চিঠির নিচের অংশেই জবাব লিখলেন। তার জবাব ছিলো এ-কথাগুলো :

﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴾

> *বনী-ইসলাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাঊদ ও মরিয়ম-তনয় 'ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা এ-কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করতো এব সীমালঙ্ঘন করতো। [সূরা মায়িদা ৭৮]*

এরপর তিনি আরও লিখলেন—'আমাদের পণ্য আমাদেরকে ফেরত দিন; তাতে যা লাভ হয়েছে, সেটা আপনার। মূলধন আমাদেরকে দিয়ে দিন।'

মিহরান বলেন, 'আমার ধারণা, লাভের অঙ্কটা অনেক বড় ছিলো।' মিহরান আরও বলেন, 'আবূ জা'ফরের সঙ্গে সুফিয়ানের আচরণ দেখে ইবনু আবী রাওয়াদ তার সঙ্গে কী করেন, সেটাও আমার দেখতে ইচ্ছা হলো। ফলে আমি হাজ্জের নিয়ত করলাম।' সুফিয়ানের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি আমাকে হাজ্জের অনুমতি দিয়ে দিলেন। আমি দ্রুত তার আগেই 'আবদুল আযীযের কাছে পৌঁছে গেলাম। দেখলাম—আবূ জা'ফরও এসেছেন। তাকে সালাম দিলেন। কিন্তু আমি সালামের উত্তর শুনলাম না। হয়তো নিচু স্বরে উত্তর দিয়েছেন অথবা দেনইনি। তবে সুফিয়ানের মতো তিনি রাগ দেখালেন না। উভয়ে শান্ত হয়ে বসার পরে আবূ জা'ফর বললেন, 'তার (সুফিয়ান) চিঠির জবাব দেখবেন না?' 'আবদুল আযীয চিঠিটা পড়লেন। এরপর তাকে লক্ষ করে বললেন, 'এটা একজন মজবুত ঈমানদার মানুষের চিঠি। 'ঈসা (আবূ জা'ফর), তোমার উদাহরণ কীসের মতো জানো? তোমার উদাহরণ হলো একটা শূকরের মতো।

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যে ছোটবেলা দুধ খেতো আর বড় হয়ে গু খায়!' [২৫]

আবূ সা'ঈদ সাফফার বলেন, 'আমি এই চিঠির টুকরোটি বিশর ইবনুল হারিসকেও দেখালাম।' তিনি বললেন, 'সুফিয়ান যা করেছেন, তার জায়গায় থাকলে আমিও তা-ই করতাম।'

✡ ইয়াহইয়া ইবনু আব্দিল মালিক ইবনু আবী গানিয়্যাহ বলেন, 'আমরা সুফিয়ান সাওরীর মজলিসে ছিলাম। হঠাৎ সেখানে এক ব্যক্তি আগমন করেন এবং সুফিয়ানকে সালাম দেন। কিন্তু সুফিয়ান মুখ ফিরিয়ে নেন। তখন লোকটি বলেন, 'আবূ 'আবদুল্লাহ, আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি আপনার অমুক সঙ্গী।' সুফিয়ান এবারও কথা বললেন না। অন্যমনস্ক হয়েই থাকলেন। বারবার চেষ্টার পরেও যখন তিনি নীরব থাকলেন, লোকটি চলে গেলো। এরপর সুফিয়ান বললেন, 'এর কাহিনি জানো? সে আমাদের সঙ্গেই বসতো। আমরা তাকে কাছে টেনে নিয়েছিলাম। ভালোবাসা দিয়েছিলাম। কিন্তু একসময় সে রাজদরবারে আসা-যাওয়া শুরু করে। তার ধারণা, আমরা এখনো তার সঙ্গে সেই আগের মতোই আচরণ করবো। এটা কি কখনো সম্ভব!'

✡ বিশর ইবনু হারিস বলতেন—'সুফিয়ান (সাওরী) এমন একটি কাজ করেছেন, যে-ক্ষেত্রে তিনি চিরকাল আদর্শ হয়ে থাকবেন। সেটা হলো, শাসকগোষ্ঠীকে এড়িয়ে চলা।

✡ সুফিয়ান সাওরী বলেন, 'মুতাররিফের [২৬] সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি তখন গাধার পিঠে ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, 'আপনি আমাদের কাছে আর আসেন না কেন?' আমি বললাম, 'কিছু সাদাকার দায়িত্ব পেয়েছো তাই!' এ-কথা শুনে তিনি কাঁদলেন। বললেন, 'মাফ করে দিন!'

✡ সুফিয়ান সাওরী একবার মাক্কাতে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মাক্কার গভর্নর তাকে দেখতে এসে সালাম দিলেন; কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। তাকে বলা হলো—'মানুষ

---

[২৫] শাসকের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে, শাসকপ্রদত্ত হাদিয়া-তোহফার সঙ্গে তার নিজের সম্পত্তি মিশ্রিত হয়ে সেটার অংশ তাদের কাছে এসে যাওয়ার আশঙ্কা ছিলো। তাই তারা এতটা কঠোরতার সঙ্গে ব্যাবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন।

[২৬] মুতাররিফ ইবনু তরীফ র.। ইমাম ও মুহাদ্দিস। সুফিয়ান ইবনু 'উয়াইনা র. তাকে অত্যধিক পছন্দ করতেন। তার বর্ণিত বিভিন্ন হাদীস কুতুবে সিত্তাহতে রয়েছে। এত বড় 'আলিম ও মুহাদ্দিস হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসনের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ার কারণে সুফিয়ান তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আপনার কাছে তাদের নিকট সুপারিশের জন্য আসে... (সুতরাং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখা দরকার)।' তিনি বললেন, 'এটা ছুটানোর জন্যই তো আমি এমন করেছি।'

۞ সুফিয়ান সাওরী র. যখন ইয়ামানে গেলেন, তখন মা'ন ইবনু যায়িদার একজন আত্মীয় এসে তাকে সালাম দিলেন; কিন্তু তিনি সালামের উত্তর দিলেন না। উল্টো মুখের ওপর চাদর টেনে নিলেন। তখন তাঁর একজন সঙ্গী বললেন, 'সালামের উত্তরটা নিতেন। আপনার ব্যাপারে ভয় হয়।' তিনি বললেন, 'হায়াত যত দিন আছে, তত দিন থাকবো। কীসের ভয়?'

সেই আত্মীয় মা'নের কাছে গিয়ে বললেন, 'সুফিয়ানকে আপনি কিছু করবেন না?' তখন মা'ন তার কাছে নিজের ছেলেকে পাঠালেন। সে এসে মা'নের পক্ষ থেকে তাকে সালাম জানালো, অভয় দিলো। নিজেদের প্রয়োজনের কথা বললো।

۞ সুফিয়ান সাওরী র. (খলীফা) মাহদীর দরবারে গেলেন; কিন্তু তাকে সালাম দিলেন না। খলীফা তাঁকে বললেন, 'আবূ 'আবদুল্লাহ, আমাদের সঙ্গে থাকুন। আল্লাহর শপথ, আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাব ও 'উমার ইবনু 'আবদিল আযীযের পথেই চলবো।' সাওরী র. বললেন, 'এ-সব মন্ত্রী-সান্ত্রী নিয়ে সেটা পারবে না।' তখন (খলীফার মন্ত্রী) আবূ 'উবাইদুল্লাহ বললেন, আবূ 'আবদুল্লাহ, কেন সম্ভব নয়? আপনি বিভিন্ন সময়ে আমাদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন, আমরা আপনার প্রয়োজন পূর্ণ করেছি।' সাওরী বললেন, 'আমি আজ পর্যন্ত আপনার কাছে কোনো চিঠি লিখিনি।'

۞ হাজ্জের সময় সুফিয়ান সাওরী র. মাক্কা ও মীনার মাঝামাঝি অবস্থিত মাহদীর রাজদরবারে যান, কিন্তু তাকে 'আমীরুল মুমিনীন' বলে সালাম দেননি। এতে খলীফা কিছু একটা বলেন। তখন সুফিয়ান বলেন, ''উমার ﷺ হাজ্জ করেছেন। পুরো হাজ্জে ব্যয় করেছেন মাত্র ষোলোটি স্বর্ণমুদ্রা। আল্লাহকে ভয় করুন।' মাহদী বললেন, 'এরা আমাকে কোথাও ছাড়বে না।' এরপর তাকে বললেন, 'আপনি চলে যান।' মাহদী আবূ 'উবাইদুল্লাহকে বললেন, 'আপনি না তার সঙ্গে পত্রযোগাযোগ করেন?' সুফিয়ান বললেন, 'আমি এর কাছে কখনো চিঠি লিখিনি। সেও আমার কাছে কখনো লেখেনি।'

۞ সুফিয়ান সাওরী এবং সুলাইমান খাওয়াস মীনাতে ছিলেন। সুফিয়ান সুলাইমানকে খলীফা মাহদীর তাঁবুতে পাঠালেন, নিজে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিছুক্ষণ পরে সুলাইমান বের হয়ে বললেন, 'আমি তার সঙ্গে কথা বলেছি। তাকে উপদেশ দিয়েছি। সে মানুক আর না মানুক, আমাদের কাঁধে যে-দায়িত্ব ছিলো, আমরা সেটা পালন করেছি। এরপর সে আমাকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করেছিলো। আমি সেটার জবাব দিয়েছি।' সুফিয়ান বললেন, 'কিছুই করতে পারেননি।'

এবার তিনি খলীফার তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। তাকে আদেশ-উপদেশ দিলেন। খলীফা তাকে কাছে বসতে বললেন। তিনি বললেন, 'যেটা আপনার নয়, সেটা আমি মাড়াতে পারবো না।' তখন খলীফা ভৃত্যকে বললেন, 'এটা উঠিয়ে নাও।' গালিচা উঠিয়ে নেওয়ার পরে সুফিয়ান খলীফার একেবারে কাছে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বললেন, নসীহত করলেন।

একপর্যায়ে খলীফা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'অমুক মাসআলাতে আপনার মতামত কী?' সুফিয়ান বললেন, 'এই হাজ্জের সফরে বিনা অনুমতিতে আপনি নবীজীর উম্মতের যত সম্পদ ব্যয় করেছেন, সে-ব্যাপারে আপনার মতামত কী?' 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ নিজে ও তার সকল সঙ্গীরা হাজ্জ করেছেন মাত্র ষোলোটি স্বর্ণমুদ্রা খরচ করে। এরপরেও তিনি বলেছেন, 'আমরা বাইতুল মাল থেকে কতগুলো টাকা খরচ করে ফেললাম!'

সুফিয়ান সাওরী র.-এর এ-কথা শুনে মন্ত্রী আবূ 'উবাইদুল্লাহ বলে উঠলো, 'আপনি আমীরুল মুমিনীনের সঙ্গে এভাবে কথা বলছেন?' তিনি বললেন, 'ফেরাউনকে তো হামানই ধ্বংস করেছে (কিংবা বললেন, হামানকে তো ফেরাউনই ধ্বংস করেছে)।' সুফিয়ান সাওরী র. বেরিয়ে আসার পরে আবূ 'উবাইদুল্লাহ হারূনুর রশীদকে বললো, 'আমীরুল মুমিনীন, আপনার সঙ্গে সে এভাবে কথা বললো?' হারূন বললেন, 'চুপ থাকো! আল্লাহর শপথ, যাকে দেখলে লজ্জা লাগে, এমন এই একজন মানুষই পৃথিবীতে আছে...'

۞ সুফিয়ান সাওরী র.-কে একবার মাক্কাতে খলীফা আবূ জা'ফরের ছেলে মাহদীর তাঁবুতে ডাকা হলো। যুবরাজের সঙ্গে আরও একজন লোক ছিলো। সুফিয়ান সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আল্লাহকে ভয় করুন। আমীরুল মুমিনীন 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ সম্পূর্ণ হাজ্জ আদায় করেছেন মাত্র ষোলোটি স্বর্ণমুদ্রা খরচ করে। আর আপনি তো এখনো সে-পর্যন্ত যেতেই পারেননি (অর্থাৎ এখনো খলীফা হননি)। তার ভেতরেই এত পাইক-পেয়াদা নিয়ে এসে তাদের জন্য মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় কোষ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থেকে পয়সা খরচ করছেন! এভাবে আপনার দ্বীনকেই বরবাদ করছেন।' এ-সময় যুবরাজ সুফিয়ান সাওরীকে লক্ষ করে বললেন, ''আবূ 'আবদুল্লাহ, আমি তাদের কাউকে আসতে বলিনি। তারা সবাই আমীরুল মুমিনীনের অনুসরণ করেছে। আমার এখানে কিছুই করার নেই।' সুফিয়ান বললেন, 'যদি আপনার কিছুই করার না থাকে, তবে ঘরে থাকলেই তো পারেন; সেটাই আপনার জন্য ভালো।' এ-কথা শুনে যুবরাজ চটে গেলেন। বললেন, 'সুফিয়ান, আপনি তো এটাই চান, যেন আমরাও আপনার মতো জুব্বার ভেতরে থাকি।' সুফিয়ান সাওরীর গায়ে তখন মোটা একটি জুব্বা ছিলো। তিনি বললেন, 'আমার জুব্বার মতো হওয়ার দরকার নেই। আপনারটার চেয়ে ছোট আর আমারটার চেয়ে বড় হলেই হবে।'

তখন যুবজরাজের সঙ্গে-থাকা মন্ত্রী কথা বলতে শুরু করলো। বললো, 'আবূ 'আবদুল্লাহ, হাজ্জের অমুক মাসআলাতে আপনার কী মতামত?' কিন্তু তিনি জবাব দিলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কে?' যুবরাজ বললেন, 'তিনি আবূ 'উবাইদুল্লাহ।' আবূ 'উবাইদুল্লাহ তখন সুফিয়ানকে লক্ষ করে বললেন, 'আবূ 'আবদুল্লাহ, আপনি আমার কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন; আমি আপনার প্রয়োজন পূর্ণ করেছিলাম।' সুফিয়ান বললেন, 'আমি আপনার কাছে কখনো কোনো চিঠি পাঠাইনি।' অতঃপর তিনি প্রস্রাবের কারণ দেখিয়ে বের হয়ে এলেন।[২৬]

✡ হাজ্জের মৌসুমে সুফিয়ান সাওরী মাহদীকে বললেন, 'হাজ্জে কত টাকা ব্যয় করেছেন আপনি?' মাহদী বললেন, 'জানা নেই।' সুফিয়ান বললেন, 'কিন্তু 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ মাত্র ষোলোটি দীনার ব্যয় করেছেন। তিনি গাছের ছায়াতে বিশ্রাম নিতেন। আর আপনি মানুষকে কষ্ট দিচ্ছেন। এ-সব তাঁবু, শামিয়ানা—এগুলো কী?' তখন মাহদী তাকে বললেন, 'সুফিয়ান, আপনি কি চান জগতের সকল মানুষ আপনার মতো পোশাক পরবে?' সুফিয়ান বললেন, 'আমারটার চেয়ে বড় পরুন, আপনারটার চেয়ে ছোট পরুন।'

✡ 'আব্বাস ইবনু কাসীর সুফিয়ান সাওরী র.-এর সঙ্গে কথা বলছিলেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি (খলীফা) আবূ জা'ফরের দরবারে গিয়ে বলেছি—'আপনি আবূ 'উবাইদুল্লার মতো লোকদেরকে মুসলমানদের নেতৃত্বে বসান?

[২৬] এটা মিথ্যা কিংবা প্রতারণা নয়; প্রকৃত অর্থেই প্রস্রাবের প্রয়োজন থাকা এবং সেই ছুতোতে শাসক থেকে দূরে থাকার কৌশল। প্রশংসনীয় কাজ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমাদেরকে বললে আমরা সুফিয়ান সাওরীকে আপনার কাছে নিয়ে আসতাম। আওযা'ঈর কাছে চিঠি লিখতাম, তিনি চলে আসতেন। এ-সবের কোনো বিনিময় লাগতো না। আপনার কাছে আমরা রিযিক চাই না।' তখন খলীফা বললেন, 'আমি যখন বসরাতে আসবো, আমাকে মনে করিয়ে দেবেন।' এ-সব কথা শুনে সুফিয়ান 'আব্বাদকে লক্ষ করে বললেন, 'আবূ জা'ফরের মতো মানুষের সামনে আমার কথা তুলেছেন!' 'আব্বাদ বললেন, 'আমি তো ভালোর জন্য করেছি।' তখন তার অশ্রুতে মুখ ভিজে যাচ্ছিল!

۞ সুফিয়ান সাওরী র. খলীফা ইবনু আবী জা'ফরের দরবারে গেলেন। প্রথাগত শ্রদ্ধপ্রদর্শন না-করে কেবল বললেন, 'আস-সালামু আলাইকুম।' এতে খলীফা মুচকি হেসে বললেন, 'আপনার প্রয়োজন বলুন।' সুফিয়ান বললেন, 'পুরো দুনিয়া তো যুলুম দিয়ে ভরিয়ে ফেলেছেন! আল্লাহকে ভয় করুন। সময় থাকতে এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন।' খলীফা বললেন, 'কীভাবে করবো?' সুফিয়ান বললেন, 'আপনি ঘরে বসে থাকবেন আর অন্য মানুষকে দিয়ে বাইরের সব কাজ করাবেন, তাতে হবে কীভাবে?' খলীফা বললেন, 'আমি সেটা পারবো না। আপনার প্রয়োজন বলুন।' সুফিয়ান বললেন, 'মুহাজির, আনসার ও তাবে'ঈদের পরিবার আপনার প্রাসাদের দরজায় অপেক্ষমাণ। তারা যুলুমের শিকার। আল্লাহকে ভয় করুন। তাদের অভিযোগ-আপত্তি শুনুন। তাদের সমস্যার সমাধান করুন।' সুফিয়ান বলেন— এরপর আমি বসলাম। আমার মনে হলো, তখন আমি চলে গেলেও খলীফা নিষেধ করবেন না। ফলে আমি উঠে বেরিয়ে আসতে লাগলাম। আবূ 'উবাইদুল্লাহ (মন্ত্রী) আমার পেছনে পেছনে আসতে লাগলেন। বললেন, 'আমীরুল মুমিনীনের কাছে আপনার প্রয়োজন পেশ করুন।' আমি বললাম, 'আমার কোনো প্রয়োজন নেই। যা ছিলো, বলে দিয়েছি।'

۞ ইয়াহইয়া ইবনু ইয়ামান বলেন, 'সুফিয়ান সাওরী র. যখন ইবরাহীম ইবনু আদহামের সঙ্গে বসতেন, কথা বলতে সংকোচ করতেন। বিশর বলেন—'কারণ, তিনি তার মর্তবা জানতেন।'

۞ সুফিয়ান সাওরী র. বলেন, 'কত দিন তোমাদেরকে এভাবে উটের মতো টানতে হবে? ওয়ায়িযীনদের ক্লান্ত বানিয়ে ফেলেছো। তোমাদের অবস্থা কানা উটের মতো, যার কোনো কিছুতে ভ্রুক্ষেপ নেই।'

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

❂ সুফিয়ান বলেন, 'মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি' এবং মালিক ইবনু দীনার এক জায়গায় একত্র হলেন। মালিক বললেন—'আমার এমন ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা হয়, যার কাছে মাত্র একদিনের খাবার আছে।' ইবনু ওয়াসি' বললেন— 'তারচেয়েও আমার ঈর্ষা হয় এমন ব্যক্তির প্রতি, যে সকালে ক্ষুধার্ত, সন্ধ্যায়ও ক্ষুধার্ত—অথচ আল্লাহ তাআলা তার ওপর সন্তুষ্ট।'

❂ সুফিয়ান সাওরী র. 'আব্বাদের কাছে চিঠি লিখলেন :

'সুফিয়ান ইবনু সা'ঈদ থেকে 'আব্বাদ ইবনু 'আব্বাদ বরাবর।

পরকথা—আমরা এমন একটি যুগে অবস্থান করছি, যে-যুগ থেকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবীরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন। অথচ তাদের যে-জ্ঞান ছিলো, আমাদের সেটা নেই। দ্বীনের প্রতি তাদের যে-নিবেদন ছিলো, আমাদের সেটা নেই। এই জ্ঞান, বিচক্ষণতা ও সবরের স্বল্পতা নিয়েই, ভালো কাজে সহায়তাকারীর অভাব নিয়েই, মানুষের চারিত্রিক বিচ্যুতি ও বিশৃঙ্খলা, দুনিয়ার আবিলতা ও পঙ্কিলতা নিয়েই আমরা সে-যুগে চলে এসেছি! তা হলে আমাদের কী অবস্থা হতে পারে! তাই ঈমানের ওপর অটল থাকুন। প্রসিদ্ধি থেকে দূরে থাকুন। কারণ, এটা প্রসিদ্ধির আলো থেকে দূরে থাকার যুগ।

আর নির্জনতা অবলম্বন করুন। একা থাকুন। তাদের (অর্থাৎ শাসক) থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করুন। 'উমার ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه বলতেন, 'তোমরা লোভ-লালসা থেকে দূরে থাকো। কেননা, লোভ হলো দারিদ্র্য। আর লোভহীনতা হলো সমৃদ্ধি। আর একাকীত্বের মাঝে রয়েছে অসৎসঙ্গ থেকে মুক্তি।' সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব র. বলতেন—'নির্জনতা হলো ইবাদত।'

আগের দিনে মানুষ পারস্পরিক ওঠাবসা ও সংস্পর্শের মাধ্যমে উপকৃত হতো। আর এখন সেই দিন চলে গেছে। আমার মতে, এখন মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার মাঝেই মুক্তি।

আমীর-উমরাদের ধারে-কাছেও যাবেন না। কোনো কিছুতে তাদের সঙ্গে মিশবেন না। এই ধোঁকায় পড়বেন না যে, তাদের কাছে গেলে সুপারিশ করে কোনো মযলূমকে সহায়তা করবেন। কেননা, ওটা শয়তাদের ধোঁকা। এটাকে অসৎ আলিমরা (শাসকের কাছে যাবার) সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছে। বলা হতো—'মূর্খ 'আবিদ

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর অসৎ আলিমের ফিতনা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, তাদের ফিতনা হলো বড় ফিতনা।' আর মাসআলা-মাসায়েল যা শিখেছেন ও দিয়েছেন, তা-ই যথেষ্ট। এ-ব্যাপারে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবেন না।

আর এমন ব্যক্তি হবার খায়েশ করবেন না, যে চায়—মানুষ তার কথার ওপর 'আমাল করুক, তার কথা প্রচারিত হোক, তার বক্তব্য মানুষ শুনুক। কারণ, ওগুলো না-করা হলেই তার প্রকৃত পরিচয় ফুটে ওঠে।

নেতৃত্বের লোভ পরিত্যাগ করুন। কেননা, নেতৃত্বের লোভ স্বর্ণ-রৌপ্যের লোভের চেয়েও মারাত্মক। এটা এমন এক গোপন ফাঁদ, যা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আলিম ব্যতীত কেউ ধরতে সক্ষম হয় না। একবার এ-ফাঁদে পা দিলে নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন। আর সব সময় নিয়তের প্রতি যত্নবান থেকে কাজ করুন। হাসান বসরী র. বলতেন—'আল্লাহ তাআলা ঐ বান্দাকে রহম করুন, যে তার নিয়তের প্রতি যত্নবান। কারণ, নিয়ত ছাড়া বান্দা কোনো কাজ করে না। যদি তার জন্য কল্যাণকর হয়, তবে সেটা করে। আর যদি ক্ষতিকর হয়, তবে সেটা থেকে বিরত থাকে।'

আর মানুষের প্রশংসায় প্রতারিত হবেন না। কারণ, নিয়ত সব সময় সমান থাকে না। একবার তাঊসকে বলা হলো—'আমাদের জন্য দু'আ করুন।' তিনি বললেন, 'এখন আমি সেটার জন্য ইখলাস অনুভব করছি না।'

রিয়া ও লৌকিকতা থেকে বেঁচে থাকুন। কারণ, রিয়া পিঁপড়ার চেয়েও সঙ্গোপনে হৃদয়ে প্রবেশ করে।

হুযাইফা ﷺ বলতেন, 'এমন একটি যুগ আসবে, যে-যুগে কেবল সে-ব্যক্তিই রেহাই পাবে, যে ডুবন্ত ব্যক্তির মতো (পূর্ণ নিষ্ঠা, নিবেদন ও কায়মনোবাক্যে) দু'আ করবে।' হুযাইফা ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো—'কোন ফিতনা অধিক ভয়ংকর?' তিনি বললেন, 'তোমাকে ভালো ও মন্দ দু'টি প্রস্তাব দেওয়া হবে, অথচ তুমি কোনটা গ্রহণ করবে, সেটাই বুঝতে পারবে না।'

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে—তিনি বলেন, "এই উম্মতের ওপর তত দিন পর্যন্ত আল্লাহর হাত ও নিরাপত্তা থাকবে, যত দিন তাদের ভালো লোকেরা খারাপ লোক থেকে দূরে থাকবে; যত দিন তাদের সৎ মানুষগুলো অসৎ মানুষগুলিকে সম্মান করা থেকে বিরত থাকবে; যত দিন তাদের আলিমরা শাসকগোষ্ঠী থেকে বিমুখ থাকবে। কিন্তু যখন তারা এগুলোতে লিপ্ত হবে, আল্লাহ তাদের থেকে নিজের হাত

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ও নিরাপত্তা উঠিয়ে নেবেন। তাদের ওপর যালিম লোকদেরকে চাপিয়ে দেবেন, যারা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবে। আর তিনি তাদেরকে দারিদ্র্য ও অভাবের মাঝে ফেলবেন। তাদের হৃদয়ে ভয় ঢেলে দেবেন।" [২৮]

হুযাইফা ﷺ বলেন, 'তোমাদের ওপর ফিতনা ধারাবাহিকভাবে আসতে থাকবে। একটা শেষ না-হতেই আরেকটা এসে ব্যস্ত করে ফেলবে। তাই মৃত্যুই যেন হয় তোমার মন ও ধ্যানের কেন্দ্রবিন্দু। আশা কমিয়ে ফেলো। মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করো। কেননা, যখন মৃত্যুকে স্মরণ করবে, দুনিয়ার সব কিছু গুরুত্বহীন হয়ে যাবে।' উমার ﷺ বলতেন, 'মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো। কারণ, সেটা বেশিকে কমিয়ে দেয় আর কমকে বাড়িয়ে দেয়।[২৯] মৃত্যু মানুষের কাছাকাছি চলে এসেছে। এমন অনেক বিষয় সামনে আসবে, যখন মানুষ মৃত্যুকেই কামনা করবে।

আসসালামু আলাইকুম।

✡ শু'আইব ইবনু হারব বলেন, আমি সুফিয়ান সাওরীকে আমার পিতার মীরাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি আমাকে বললেন, 'ওটা গ্রহণ কোরো না।'

✡ শুবাইব ইবনু হারব বলেন, 'আমি সুফিয়ান সাওরীকে বললাম, 'তাদের (শাসকদের) সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। আমি কি (মুদারাবা) ব্যবসার জন্য তাদের কাছ থেকে সম্পদ গ্রহণ করতে পারবো?' তিনি আমাকে বললেন, 'তাদের সম্পদের পাহারাদার হোয়ো না।'

✡ আহমাদ ইবনু হাম্বল র. সুফিয়ান সাওরী র.-এর নাম উল্লেখ করে বললেন, 'আমার হৃদয়ে তার উপরে কেউ নেই!'

✡ মাহমূদ ইবনু গাইলান বলেন, 'আমি মুআম্মাল ইবনু ইসমাঈলকে সালাম দিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন না। আমি দ্বিতীয়বার সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি এবারও উত্তর দিলেন না। আমি বললাম, 'কী হয়েছে?' তখন তার পাশে-থাকা এক ব্যক্তি বললেন, 'জানো, সুফিয়ান কী বলেছেন? তার কাছে যখনই কোনো ব্যক্তির

[২৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক র.-এর যুহদ (৮২১); হাদীসটি মুরসাল

[২৯] গোনাহ বেশি হলে সেটা কমিয়ে দেয়। পুণ্য কম থাকলে সেটা বাড়িয়ে দেয়। অন্য ব্যাখ্যায়, মৃত্যু সব কিছু উল্টে দেয়। প্রাচুর্যপূর্ণ জীবনে মৃত্যুকে স্মরণ করলে কষ্ট বাড়ে। আর দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনে মৃত্যুকে স্মরণ করলে প্রশান্তি বাড়ে।

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ব্যাপারে সংবাদ আসতো যে, সে শাসকের দরবারে গিয়েছে, তিনি তাকে উপদেশ দিতেন, সতর্ক করতেন। যদি না শুনতো, তার সঙ্গ ত্যাগ করতেন।'

✡ একবার আয়েজ ইবনু 'আমর যালিম শাসক আবূ মুসলিম খুরাসানীর [৩০] রাজকীয় ভোজসভায় শরীক হলেন। খাবারের পরে তিনি আবূ মুসলিমকে বিভিন্ন উপদেশ দিলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক র. এ-ঘটনা জানতে পেরে বললেন, 'সুফিয়ান সাওরীর (শাসককে) এড়িয়ে চলা আমাদের কাছে (শাসকদের সংস্পর্শে যাওয়া এবং তাদেরকে উপদেশ-দানকারী) ইবরাহীম আস-সায়েগের উপদেশ থেকে অধিক প্রিয়।'

✡ আহমাদ ইবনু ইউনুস বর্ণনা করেন—আমাকে আবূ শিহাব বলেছেন যে, তিনি সুফিয়ান সাওরীকে বলতে শুনেছেন—'যদি সে তোমাকে সূরা ইখলাস পড়তে ডাকে, তাও যাবে না।' আমি আবূ শিহাবকে জিজ্ঞাসা করলাম, ''সে' বলতে কে?' তিনি বললেন, 'বাদশা!'

✡ আবূ হাম্মাম বলেন, 'আমি সা'ঈদ ইবনু 'আবদুল আযীয আত-তানূখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। কথাপ্রসঙ্গে তিনি সুফিয়ান সাওরী র.-এর আলোচনা করলেন। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি জানো, সুফিয়ান আমাকে কী বলেছেন? তিনি বলেছেন—'যদি তারা তোমাকে কুরআন পড়তে ডাকে, তাও তাদের কাছে যাবে না।'

আবূ হাম্মাম বলেন, 'পরবর্তীতে মাক্কা গেলে সুফিয়ান সাওরী র.-এর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করি। সুফিয়ান আমাকে বলেন, 'যে-ব্যক্তি রাজা-বাদশার সংস্পর্শে যায়, তার সংস্পর্শে যেয়ো না।'

✡ 'আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন—'আমি সুফিয়ান সাওরীকে বলতে শুনেছি যে, তিনি (খলীফা) আবূ জা'ফরের দরবারে যান; কিন্তু তাকে সালাম দেননি।'

✡ 'আবদুর রাযযাক থেকে আরও বর্ণিত—সুফিয়ান সাওরী র. বলেন, 'আমি (খলীফা) আবূ জা'ফরের দরবারে যাই; কিন্তু তাকে সালাম দিইনি।' তিনি আমাকে বললেন, 'আপনার প্রয়োজন পেশ করুন।' আমি বললাম, 'যুলুম-নির্যাতন দিয়ে দুনিয়া ভরিয়ে ফেলেছেন। আল্লাহকে ভয় করুন।'

[৩০] রক্তপাত ও নৃশংসতার ক্ষেত্রে সে হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

✡ হুসাইন ইবনু মু'আযের ভ্রাতুষ্পুত্র (ইবনু খুলাইফ বসরী) বর্ণনা করেন—একবার আমি মাক্কাতে চাচার সঙ্গে ছিলাম। আমরা সুফিয়ান সাওরী র.-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার চাচা সাধারণ পোশাক খুলে দামি পোশাক পরলেন। সুফিয়ান র.-এর কাছে গিয়ে চাচা তাকে সালাম দিলেন। তিনি চাচার দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নিচু করে ফেললেন, কিন্তু সালামের জবাব দিলেন না। শুধু এটুকু বললেন, 'সালামের বিনিময়ে সালাম।' এরপর বেশ কিছু সময় আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন না, আমাদের দিকে তাকালেন না—এমনকি বসতেও বললেন না! তখন চাচা বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! আবূ 'আবদুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তো কুরআনে বলেছেন—"যখন তোমাদেরকে সালাম দেওয়া হয়, তখন আরও উত্তমভাবে কিংবা সমানভাবে তোমরা সালামের জবাব দাও।"' সুফিয়ান র. কেবল এতটুকু বললেন, 'সালামের বিনিময়ে সালাম।' তখন আমি চাচার গায়ে-থাকা চাদর, লুঙ্গি ও জুতা হিসাব করে দেখলাম—সাত কিংবা পাঁচটি রৌপ্যমুদ্রার সমান হবে। ফিরে আসার পরে আমি চাচাকে বললাম, 'উনার কাছে কেন গেলেন?' তিনি বললেন, 'চুপ থাকো। এ মানুষটি দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ফলে দুনিয়াদাররা তার কাছে মূল্যহীন হয়ে গেছে।'

✡ ফযল ইবনু দুকাইন বর্ণনা করেন—আমাদের এখানে বনু 'আমর ইবনু মুররার একজন লোক ছিলো। ডাক-বিভাগের একজন লোক তার ওপর যুলুম করে। তখন সে সুফিয়ান সাওরী র.-এর কাছে গিয়ে নালিশ করে। ফযল বলেন— সুফিয়ান লোকটিকে বললেন, 'যখন সে এখানে আসবে, আমাকে খবর দেবে। আমি তার সঙ্গে কথা বলবো।' পরে কোনো একদিন। সুফিয়ান জামে মসজিদে ছিলেন, তখন লোকটি ওখানে আসে। অভিযোগকারী তাকে বলে, 'আবূ 'আবদুল্লাহ মসজিদে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।' লোকটি মসজিদে গেলে সুফিয়ান সাওরী র. তাকে বলেন, 'তার অধিকার তাকে ফিরিয়ে দাও। যুলুম কোরো না।' লোকটি বললো, 'সুফিয়ান চাওয়ার পরেও দিইনি'—মানুষের এ-কথা বলার ভয় যদি না থাকতো, তবে আমি আপনাকেও ফিরিয়ে দিতাম। কারণ, আপনি এভাবে চাইতে পারেন না।' এ-কথা শুনে সুফিয়ান লোকটিকে বিদায় দিলেন। সে অভিযোগকারীর পাওনা আদায় করে বিদায় নিলো।

✡ ওয়াকী র. বলেন, 'একবার এক বাইয়াতের প্রেক্ষিতে সুফিয়ান সাওরীকে আটক করে রাখা হয়েছিলো। কিন্তু তিনি শপথ দিতে অস্বীকৃতি জানান।'

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

۞ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল র. বলেন, 'সুফিয়ান সাওরী র. মাহদীর দরবারে গিয়েছিলেন। পরে প্রস্রাবের কথা বলে বেরিয়ে এলেন।'

۞ 'আবদুর রহমান ইবনু মাহদী বলেন, 'সুফিয়ান সাওরীকে বলতে শুনেছি—'আমি একবার আবূ জা'ফরের ছেলে যুবরাজ মাহদীর কাছে যাই; কিন্তু তাকে সালাম দিইনি। এ দেখে আবূ 'উবাইদুল্লাহ আমাকে বললো, 'আমরা যখনই আপনার চিঠি পাই, আপনার প্রয়োজন পুরো করি।' আমি বললাম, 'আমি কখনোই তোমাকে কোনো চিঠি পাঠাইনি। তা হলে তুমি ওগুলো কই পেলে?''

۞ সুফিয়ান সাওরী বলতেন—'যদি আমার জানাশোনা কম থাকতো, আমার দুঃখও কম হতো।' [৩১]

۞ সুফিয়ান ইবনু ওয়াকী বলেন, 'আমি আমার পিতাকে (ইমাম ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ র.) বলতে শুনেছি—'সুফিয়ান সাওরী র. বলতেন, 'আমরা এখনো মাঝপথে অটল রয়েছি। যখন দেখবে মাঝপথ ছেড়ে ডানে-বামে সরে যাচ্ছি, তখন থেকে আমাদের অনুসরণ ছেড়ে দেবে।' ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞাসা করা হলো—'ডান-বামে যাওয়ার অর্থ কী?' তিনি বললেন, 'শাসক।''

۞ বিখ্যাত 'আবিদ ও যাহিদ শু'আইব ইবনু হারব [৩২] বলেন, 'আমার বিশ্বাস, কিয়ামতের দিন সুফিয়ান সাওরী আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হবেন। মানুষকে বলা হবে—তোমরা নবীকে পাওনি, কিন্তু সুফিয়ান সাওরীকে তো পেয়েছো!'

۞ আহমাদ ইবনু সাদাকা ওয়াসিতের এক ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন—'আমি এক রাতে ইউসুফ ﷺ-কে স্বপ্নে দেখলাম। বললাম, 'হে আল্লাহর নবী, সুফিয়ান

---

[৩১] কয়েকভাবে এ-মন্তব্যের ব্যাখ্যা করা হয়। এক. নিজ যুগের বড় ইমাম হওয়ার কারণে স্বভাবতই শাসকের নজরে পড়ে যান। খলীফাদের পক্ষ থেকে তাকে বারবার বড় বড় পদ প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। দেশে-বিদেশে পালিয়ে বেড়ান। তার মাথা রাজদরবারে এনে দিতে পারলে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। জীবনের অধিকাংশ সময় দুঃখ-ক্লেশে কাটে। দুই. শাসকের সঙ্গে আলেমের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, এটা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। ফলে সেই অনুযায়ী 'আমাল করতে হয়েছে। জটিলতাও তৈরি হয়েছে। যদি না জানতেন, তবে এ-পথে চলাও লাগতো না, পেরেশানিও তৈরি হতো না। তিন. আখিরাত প্রসঙ্গে বলেছেন। কারণ, সেদিন প্রত্যেককে তার 'ইলম অনুযায়ী হিসাব দিতে হবে।

[৩২] শাইখুল ইসলাম ইমাম শু'আইব ইবনু হারব। ইকরিমা, মিসআর, শু'বা, সুফিয়ান-সহ বড় বড় ইমাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তার শিষ্যদের মাঝে আহমাদ ইবনু হাম্বল, হাসান ইবনু জুনাইদ (বাদগাদী) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাওরীর কী অবস্থা?' ইউসুফ ﷺ বললেন, 'তিনি আমাদের নবীদের সঙ্গে রয়েছেন।'[৩৩]

✡ আবূ মুআবিয়া র. বলেন, 'আমি সুফিয়ান সাওরীকে স্বপ্নে দেখেছি—তিনি একটি বাগানে ছিলেন। তার মুখে ছিলো কুরআনের এই আয়াত :

﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾ ﴾

> *তারা বলবে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এই ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই চমৎকার!' [সূরা যুমার ৭৪]*

✡ ইবনু আবী যি'ব সুফিয়ান সাওরী র.-কে বলেন, 'আমি (খলীফা) আবূ জা'ফরকে বলেছি, 'আমি আপনার ছেলে মাহদীর চেয়ে উত্তম।' এ-কথা শুনে সুফিয়ান বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! আপনি কীভাবে তাকে 'মাহদী' (হিদায়াতপ্রাপ্ত) বললেন?' ইবনু আবী যি'ব বলেন, 'সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ চান তো, আমরা সবাই 'মাহদী'।'

✡ সুফিয়ান সাওরী (খলীফা) আবূ জা'ফরের দরবারে এলেন। তখন খলীফা তাকে হাদীস বর্ণনা করতে বললেন। সুফিয়ান দু'টি হাদীস বর্ণনা করলেন। একটি বনী ইসরাঈলের হাদীস, দ্বিতীয়টি সুমদ্র-সংক্রান্ত হাদীস।

তিনি চলে যাওয়ার পরে খলীফা উপস্থিত লোকদেরকে বলরেন, 'তোমরা জানো, তিনি কেন এই দুটি হাদীস বর্ণনা করলেন?' সবাই বললো, 'না।' খলীফা বললেন, 'প্রথম হাদীসটিতে এসেছে—"তোমরা বনী ইসরাঈলের ঘটনা বর্ণনা করো; তাতে অসুবিধা নেই।" আর দ্বিতীয় হাদীসটিতে এসেছে—"তোমরা সমুদ্র সম্পর্কে কথা বলো; তাতে কোনো অসুবিধা নেই।" তাই তিনি আমাদেরকে এমন দুটি হাদীস বর্ণনা করলেন, যাতে

---

[৩৩] স্বপ্ন শারী'আতের দলীল নয়। স্বপ্নের দ্বারা দ্বীনী ও দুনিয়াবী কোনো বিধান সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু ইসলাম স্বপ্নের গুরুত্ব দিয়েছে; এটিকে ওহীর অংশ বলে সাব্যস্ত করেছে। ফলে স্বপ্নের মাধ্যমে ইসতিনাস তথা মানসিক প্রশান্তি লাভ সম্ভব এবং শারী'আতে গৃহীত। স্বপ্নে মৃত ব্যক্তিকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে ভালো-মন্দ জানার বিষয়টি সালাফের যুগ থেকেই প্রমাণিত। ইমাম যাহাবী র. তার *মানাকিবে আবী হানীফা* গ্রন্থে এমন অনেক স্বপ্নের কথাই উল্লেখ করেছেন। এগুলো দ্বারা মূলত অকাট্যরূপে গায়িব জানা উদ্দেশ্য নয়, বরং ইসতিহসান কিংবা ইতমিনান (আত্মিক স্বস্তি) উদ্দেশ্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তার অসুবিধা না হয়।[৩৪]

✡ মাররূযী বলেন, 'আমি ইমাম আহমাদ র.-কে বললাম, ''আব্বাদ ইবনু কাসীর একবার ইমাম সুফিয়ান সাওরী র.-কে বললেন, 'আমি (খলীফা) আবূ জা'ফরের কাছে আপনার ব্যাপারে আলোচনা করেছি।' সুফিয়ান বললেন, 'কেন তুমি আমার ব্যাপারে তার সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে?' ইমাম আহমাদ এ-কথা শুনে বললেন, 'সুফিয়ান ঠিকই বলেছেন। সে কেন তার কথা আলোচনা করতে গেলো?'

✡ সুফিয়ান সাওরী র. বলেন, 'যখন কোনো আলিমকে শাসকের দরবারে যেতে দেখবে, ধরে নেবে, সে একটা চোর। আর যখন কোনো আলিমকে ধনীদের কাছে যেতে দেখবে, ধরে নেবে, সে রিয়াকার (ধর্মব্যবসায়ী)।'

সুফিয়ান আরও বলেন, ''(সেখানে গিয়ে) যুলুমের প্রতিকার করবে কিংবা মাজলুমের সহায়তা করবে'—এই ধোঁকায় পোড়ো না। এটা ইবলীসের কৌশল। শাসকের পদলেহী আলিমরা এগুলোকেই তাদের সান্নিধ্যে যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে।'

✡ সুফিয়ান সাওরী র. বলেন, 'ইয়াহইয়া ইবনু আবী গানিয়্যাহ বলেন—'আমি সুফিয়ান সাওরীর সঙ্গে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে সালাম দিয়ে সুফিয়ানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। সুফিয়ান তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আবার নামিয়ে ফেললেন, কিন্তু হাত বাড়ালেন না। এ-অবস্থা দেখে লোকটি না-বসেই চলে গেলো। সুফিয়ান বললেন, 'সে আমাদের সঙ্গেই বসতো। পরে শুনলাম, সে তাদের (অর্থাৎ শাসকের) সঙ্গেও বসে। সে ভাবছিলো, দুই দিকই ঠিক রাখবে। যে-কেউ এমন করবে, তোমরা তার সঙ্গেও ঠিক এটাই করবে।'

✡ সুফিয়ান সাওরী র. বলেন, 'অনেক সময় আমার এমন কিছু মানুষের সঙ্গে দেখা হয়, যাদেরকে পছন্দ হয় না। কিন্তু যখন তাদের কেউ বলে, 'কেমন আছেন?', তখন মনটা গলে যায়। এই যদি হয় সামান্য খোঁজখবর নেওয়ার ফল, তা হলে এই শরীর

---

[৩৪] 'তোমরা বনু ইসরাঈলের ঘটনা বর্ণনা করো, তাতে কোনো অসুবিধা নেই'—এটি সহীহ হাদীস (আবূ দাউদ ৩৬৬২; আহমাদ ২/৪৭৪)। কিন্তু সমুদ্র-সম্পর্কিত বর্ণনাটি আজলূনী কাশফুল খাফাতে বর্ণনা করেছেন (১/৪২১); এটা হাদীস নয়। সুফিয়ান সাওরী মনে করতেন—শাসকদেরকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার ফলাফল কম। ফলে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকতেন। অনিচ্ছায় কখনো সামনে পড়ে গেলেও কীভাবে দ্রুত বেরিয়ে আসবেন, সেই কৌশল অবলম্বন করতেন। শাসকরাও যে সেটা বুঝতেন, উপরের ঘটনাটি এরই প্রমাণ। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও সুফিয়ান সাওরীর 'ইলমী ও দ্বীনী অবস্থান এতই সমুন্নত ছিলো যে, শাসকরা তার পিছু ছাড়তেন না।

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যাদের দস্তরখানে খাবে, যাদের গালিচা মাড়াবে (অর্থাৎ শাসক ও ধনী), তাদের প্রতি হৃদয়ের কী অবস্থা হবে!'

۞ আসসাম বলেন, 'আমি সুফিয়ান সাওরীকে বললাম, '(ইরাকের) সাওয়াদে আমার কিছু আত্মীয়-স্বজন আছেন। আমি তাদেরকে আমার জমিতে কৃষিকাজ করার কথা বলতে চাচ্ছিলাম।' সুফিয়ান বললেন, 'আবূ 'আলী, এটা কোরো না। আজকে এটা করলে কালকে তোমাকে কর দিতে হবে। কর-উসুলকারীর দরজায় গেলে ভেতরে ঢুকতে পারবে না। পরে সে যখন তোমার কাছে আসবে, তুমি কথা বলার সাহস পাবে না। তখন বলবে, যদি একটা গাধা কিনতাম, তবে সেটা দিয়ে তার কাছে যেতে পারতাম। গাধা কিনবে, কিন্তু তার নাগাল পাবে না। তখন বলবে, যদি একটা তুর্কি ঘোড়া কিনতাম! ঘোড়া কিনবে, তত দিনে তুমি কর-উসুলকারীর অনুগত ভৃত্যে পরিণত হবে।'

۞ 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'উবাইদুর রহমান আল-আশজাঈ ছিলেন সুফিয়ান সাওরীর ঘনিষ্ঠ শাগরেদ। একবার তিনি কয়েকজন হাদীস বর্ণনাকারীকে শাসক-সম্পর্কিত কিছু হাদীস বলেন। যখন সুফিয়ান হাদীসগুলো দেখলেন, বুঝতে পারলেন, কোত্থেকে এগুলো এসেছে! তখন আশজাঈ থেকে তিনি দূরত্ব অবলম্বন করলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের দরবারমিবুখতা

✡ 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক র. বলেন, 'তোমরা 'ইলম অর্জন করো। অতঃপর ওটা ছড়িয়ে দাও। কেননা, 'ইলমের মাধ্যমেই তোমরা নিয়ামতের মূল্য বুঝবে। আর যখন নিয়ামতের মূল্য বুঝবে, তখন শুকরিয়া আদায় করবে। আর যখন শুকরিয়া আদায় করবে, তখন নিয়ামত আরও বাড়বে। আর মনে মনে শক্ত করে এই পণ করো—যুহদের তালা দিয়ে তোমরা প্রবৃত্তির দরজা বন্ধ করে দেবে। বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা বিতরণ করবে। কারণ, প্রকৃত বন্ধুত্বের বড়ই অভাব। শত্রুতা—সে তো সবখানে বিদ্যমান।'

✡ ইবনু মুবারক র. বলেন, 'একদিন একজন খোদাভীরু বুযুর্গ ব্যক্তি জনৈক কাযীর দরবারে গেলেন। দরবারে তখন কাযীর সামনে বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত আসামীদের পেশ করা হচ্ছিলো। যখনই কাযী কারও ব্যাপারে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিচ্ছিলেন, বুযুর্গ তার ব্যাপারে সুপারিশ করছিলেন। এভাবে পাঁচ থেকে ছয়জন ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেলো। তখন বুযুর্গ সুপারিশ করতে লজ্জা পেলেন। সপ্তম ব্যক্তির ব্যাপারেও কাযী মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন এবং সে-আদেশ কার্যকর হলো। অতঃপর কাযী বুযুর্গকে লক্ষ করে বললেন, 'আপনি জানেন, আমি কেন তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি?' বুযুর্গ বললেন, 'না।' আমীর বললেন, 'তার ব্যাপারে রায় ঘোষণার সময় আপনি নীরব ছিলেন। কিছুই বলেননি। তাই আমি ভাবলাম, হয়তো সে আপনার সঙ্গে বড় কোনো অন্যায় করে থাকবে। সে-কারণে মৃত্যুদণ্ড দিলাম।'

ইবনু মুবারক র. বলেন, 'এ-কথা শোনার পরে বুযুর্গ মাথায় হাত দিলেন। বলতে লাগলেন—'আফসোস, তাদের সামনে চুপ থাকাও ক্ষতিকর। তা হলে কথা বলা কতটা ভয়ংকর! আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, আজ থেকে আর কোনো দিন তাদের দরবারে আসবো না।'

✡ সাকান ইবনু হাকীম মাররূযী একবার হাজ্জের সংকল্প করলেন। বের হওয়ার আগে 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক র.-এর কাছে গিয়ে বললেন, 'অমুক (শাসক) বরাবর আমার জন্য একখানা সুপারিশপত্র লিখে দিন।' ইবনু মুবারক বললেন, 'তার বরাবর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নয়, সুফিয়ান সাওরী বরাবর একখানা পত্র লিখে দিচ্ছি।' পত্র নিয়ে সুফিয়ান সাওরী র.-এর কাছে গেলে সাকান তার কাছ থেকে অনেক উপকৃত হন।

ফেরার সময় সুফিয়ান সাওরীর কাছে বিদায় নিতে গেলে তিনি বলেন, 'আবূ 'আবদুর রহমানকে (অর্থাৎ ইবনু মুবারককে) আমার সালাম বলবে। আর তাকে এই ওসীয়তনামাটা দেবে।' সাকান ইবনু মুবারকের কাছে যথারীতি ওসীয়তনামাটা পৌঁছে দিলেন। সুফিয়ান র.-এর মৃত্যুর পরে ইবনু মুবারক র. সাকানকে ডেকে বললেন, 'ওসীয়তনামায় কী লেখা ছিলো, জানো?' সাকান বললেন, 'না।' ইবনু মুবারক আঙুলের ইশারা দিয়ে বললেন, 'তাদের ধারে-কাছেও যেয়ো না।' [৩৫]

✡ দাউদ ইবনু রুশাইদ বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক র. রাজদরবারে গমন নিয়ে কিছু পঙ্‌ক্তি রচনা করেন—

خُذ من الجاروش والأ رُزّ والخبز والشعير

واجعلن ذاك حلالا تنجُ من حرّ السعير

وانْأ ما استطعتَ هدا ك الله عن دار الأمير

لا تَزُرْها واجتنبها إنها شرّ مَزور

تُوهن الدِّين وتُدْ نيكَ من الحَوْب الكبير

চাল-ডাল যা পাও, সেটা খেয়েই বেঁচে থাকো। হালালভাবে এগুলো খেয়ে বেঁচে থাকতে পারলেও পরকালের আগুন থেকে বাঁচতে পারবে। কিন্তু কখনোই রাজদরবারে যেয়ো না। সেখান থেকে সাধ্যমতো দূরে থাকো। কারণ, এর চেয়ে নিকৃষ্ট দর্শনস্থল আর নেই। এটা তোমার দ্বীনকে শেষ করে দেবে। তোমাকে নিয়ে যাবে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে।

✡ সালামা ইবনু সুলাইমান মারওয়াযী "আবদুল্লাহ'র কিতাব পড়ছিলেন।

---

[৩৫] প্রথম সারির তাবি'অ-তাবি'ঈন ইমাম 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক র. (১১৮-১৮১ হি.)। বড় বড় তাবি'ঈদের কাছে 'ইলম অর্জন করেন। ইমাম আ'যম আবু হানিফা র.-এর কাছে 'ইলম ও 'আমাল শেখেন। ইমাম আ'যমের ব্যাপারে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা রয়েছে। তার অন্য কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শাইখ হচ্ছেন—হিশাম ইবনু 'উরওয়া, আ'মাশ, সুলাইমান আত-তাইমী, ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ আনসারী। তার কয়েকজন শাগরিদ হচ্ছেন মা'মার ইবনু রাশিদ, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন, ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ। ইবনু মুবারকের উল্লেখযোগ্য একটি কিতাব—*আয-যুহদ।*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লোকেরা বললো—'শুধু 'আবদুল্লাহ না-বলে 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (পুরো নাম) বলুন।' তিনি বললেন, 'মাক্কাতে যখন 'আবদুল্লাহ বলা হয়, তখন তিনি ইবনু 'আব্বাস।' মাদীনাতে যখন 'আবদুল্লাহ বলা হয়, তখন তিনি ইবনু 'উমার। কুফাতে যখন 'আবদুল্লাহ বলা হয়, তখন তিনি ইবনু মাসঊদ। আর খোরাসানে যখন 'আবদুল্লাহ বলা হয়, তখন তিনি ইবনুল মুবারক।'

۞ সুফিয়ান সাওরী র. বলতেন—'আমি পূর্ণ একটি বছর 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারকের মতো জীবন যাপনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারিনি!' [৩৬]

۞ নু'আইম ইবনু হাম্মাদ বলেন, 'আমি 'আবদুর রহমান ইবনু মাহদীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সুফিয়ান সাওরী আর 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মাঝে আপনার কাছে কে উত্তম?' তিনি বললেন, 'ইবনুল মুবারক।' আমি বললাম, 'মানুষ তো আপনার বিপরীত কথা বলে।' তিনি বললেন, 'মানুষ নিশ্চিত হয়ে দেখেনি।' এই কথা পরে আমি বিশর ইবনুল হারেসকে বললাম। তিনি বললেন, 'আপনার কিতাব থেকে এটা মুছে ফেলুন।'

۞ মাররূযী বলেন, 'আমি ইমাম আহমাদকে বলতে শুনেছি—খোরাসানে 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মতো আর কারও জন্ম হয়নি।'

তিনি আরও বলেন, 'তাকওয়ার কারণেই আল্লাহ তাঁর মর্যাদা বুলন্দ করেছেন।'

তিনি আরও বলেন, 'আবূ তুমাইলা ইবনুল মুবারকের শানে এই পঙ্‌ক্তি পাঠ করতেন :

كنتَ فخرا لمرو إذ كنتَ فيها ثم صارت كسائر البلدان

> *আপনি যত দিন মারও-তে ছিলেন, তত দিন আপনি ছিলেন তার গর্ব। এরপর সেটা অন্যান্য শহরের মতোই হয়ে গেছে।*

۞ হাসান ইবনু 'ঈসা বলেন, 'আমি কূফাতে ইবনুল মুবারক র.-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। এমন সময় সেখানে একজন বৃদ্ধ লোক এলেন। তার গায়ে ছিলো দামি পোশাক। চোখে-মুখে আভিজাত্যের ছাপ। সঙ্গে ছিলো একটি তুর্কি ঘোড়া। লোকটি ইবনুল মুবারকের কাছে এসে তার সঙ্গে অনেক সময় ধরে উসমান ইবনুল আসওয়াদের হাদীস নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করলেন। আমি ভাবলাম—তিনি ওটা উসমান থেকে শুনে

[৩৬] যাহাবীর *সিয়ার* ৮/৩৮৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থাকবেন। কারণ, তিনি বয়সে ইবনুল মুবারকের সমবয়সী কিংবা তার চেয়ে বড় ছিলেন। অতঃপর তিনি ইবনুল মুবারককে লক্ষ করে বললেন, 'আবূ 'আবদুর রহমান, আল্লাহ্ জানেন, আপনার এই অবস্থার কারণেই আমি আপনাকে মুহাব্বত করি।' এরপর তিনি আরও বললেন, 'আপনাকে মুহাব্বতের যদি কোনো কারণই না থাকতো, তবুও শাসকগোষ্ঠী থেকে দূরে থাকার কারণে আপনাকে আমি মুহাব্বত করতাম।'

ইবনুল মুবারক প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বললেন, 'ঘোড়াটি আমার ভালো লাগেনি।' লোকটি বললেন, 'আমি মাত্রই আমীরুল মুমিনীনের আস্তাবল-তত্ত্বাবধায়কের কাছ থেকে এলাম। এটা দেখে তিনি আমাকে দুই হাজার দিরহাম দিয়েছেন।' তখন ইবনুল মুবারক মাথা নিচু করে চুপ রইলেন। কোনো কথা বললেন না। একপর্যায়ে লোকটি চলে গেলো। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'তোমার আশ্চর্য লাগে না, তাকে দেখে! আমি শাসক থেকে দূরে থাকি বিধায় সে নাকি আমাকে মুহাব্বত করে। অথচ সে এখন তাদের দরবার থেকেই এসেছে!'

۞ ইসমা'ঈল ইবনু আবুল 'আব্বাস বর্ণনা করেন, 'আমি কুফাতে ইবনুল মুবারক র.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আরবরা যখন খোরাসানে আসতে শুরু করে, প্রথমে তারা সেখানকার ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদের কাছে (তাদের বাড়ি ও জায়গাতে) থাকে। পরে ধীরে ধীরে তারা তাদের ধন-সম্পদ, জায়গা-জমি দখল করে নেয়। যুক্তি দিয়ে বলে, এগুলো আমাদের অর্জন। পরে তাদের মধ্যে কেউ কেউ খোরাসানীদেরকে এক তৃতীয়াংশ সম্পদ ফিরিয়ে দেয়। বাকি সম্পদ আরবদের হাতেই থেকে যায়। একপর্যায়ে আবূ মুসলিম খোরাসানী আসে এবং আরবদেরকে হত্যা করে তাদের সেই সম্পদ নিয়ে নেয়। সে-সব সম্পদের ভাগ এমন কিছু মানুষের হাতে আসে, যারা সেটা ফিরিয়ে দিতে চায়। কিন্তু কাদেরকে দেবে—আরবদেরকে দেবে, যাদের হাত থেকে আবূ মুসলিম নিয়েছিলো? নাকি খোরাসানীদেরকে দেবে, যাদের হাত থেকে আরবরা নিয়েছিলো?' ইবুনল মুবারক আমার প্রশ্ন শুনে বললেন, 'এ-প্রশ্ন কুফার কাউকে করেছো?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, শারীক ইবনু 'আবদুল্লাহকে করেছি।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'শারীক কী বলেছে?' আমি বললাম, 'তিনি বলেছেন, সেগুলো খোরাসানীদেরকে ফিরিয়ে দেবে, যাদের থেকে আরবরা ছিনিয়ে নিয়েছিলো।' তখন ইবনুল মুবারক চুপ থাকলেন। কিছু দিন পরে দেখা হলে আমাকে বললেন, 'আবুল 'আব্বাস, শারীক তোমাকে যে-ফাতওয়া দিয়েছেন, আমারও সেটাই সঠিক মনে হয়।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

۞ আহমাদ ইবনু 'ইমরান বলেন, 'আমি ইবনুল মুবারক র.-কে জিজ্ঞাসা করলাম—'আমাদেরকে জায়গাজমির কর দিতে হয়। কর-উসুলকারীদেরকে ঘুষ দিয়ে যদি কর কমিয়ে দিই, তা হলে?' তিনি বললেন, 'না, এমন কোরো না। এই কর মুসলমানদের সম্পদ। এটা দিয়ে ইসলামী রাজ্যের সীমান্ত রক্ষা করা হয়। এটা দ্বারা তোমাদেরকে শত্রুদের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখা হয়। এটা নিয়মিত প্রদান করো।' আমি বললাম, 'কিন্তু তারা (শাসকরা) তো আমাদেরকে যুলুম করে।' তিনি বললেন, 'যদি তুমি যুলুমের শিকার হও, তবে সাধ্যমতো সেটা প্রতিহত করো। অন্য কিছু করার সুযোগ নেই।'

আহমাদ ইবনু হাম্বল র. এর দরবারবিমুখতা

۞ ইমাম আবূ বাকর মাররূযী র. বলেন : আমরা (সামাররা) শিবিরে ছিলাম। তখন ইসহাক ইবনু হাম্বল ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল র.-কে খলীফার দরবারে গমনের জন্য অনুরোধ করছিলেন। তিনি বলছিলেন, 'আপনি গিয়ে খলীফাকে আদেশ-উপদেশ দিলে তিনি আপনার কথা শুনবেন, আশা করি। কারণ, ইসহাক ইবনু রাহওয়াই [৩৭] ও তো খোরাসানের শাসক ইবনু তাহিরের দরবারে যান। তাকে আদেশ-উপদেশ দেন।' ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল র. জবাবে বলেন, 'ইসহাককে দিয়ে আমার সামনে যুক্তি দিচ্ছো? কিন্তু আমি তো তার কাজে সন্তুষ্ট নই। আমাকে দেখার মাঝে তার কোনো কল্যাণ নেই। তাকে দেখার মাঝেও আমার কোনো কল্যাণ নেই।'

۞ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল র. বলতেন, 'খলীফার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেলে তাকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা আবশ্যক (কিন্তু সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার জন্য শাসকের দরবারে যাওয়া আবশ্যক নয়)।'

۞ 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক র.-এর ভাগিনা ইসমাঈল ইমাম আহমাদ র.-কে খলীফার দরবারে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন যুক্তি পেশ করলেন। তিনি প্রতিউত্তরে বললেন,

---

[৩৭] খোরাসানের হাফিযে হাদীস ইমাম ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ (১৬১-২৩৮ হি.)। ফুযাইল ইবনু 'ইয়ায, সুফিয়ান ইবনু 'উয়াইনা, 'আবদুর রহমান ইবনু মাহদী প্রমুখের মতো মনীষীর কাছ থেকে 'ইলম অর্জন করেন। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসা'ঈ প্রমুখ ইমামের উসতায। দুনিয়াবিরাগতা, খোদাভীতি ও পরহেযগারিতার ক্ষেত্রে তার জুড়ি ছিলো না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'তোমার মামা ('আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক) বলতেন, খলীফাদের ধারে-কাছেও যেয়ো না। যদি একান্তই যেতে হয়, তবে তাদের সঙ্গে সত্য কথা বলো। আমার আশঙ্কা, যদি আমি তাদের কাছে যাই, তবে সত্য বলতে পারবো না!' [৩৮]

✡ আহমাদ ইবনু হাম্বল র. বলেন, 'শাসকের কাছে যাওয়া ফিতনা। তাদের সঙ্গে ওঠাবসা করা ফিতনা। আমরা দূরে থেকেও নিজেদেরকে নিরাপদ ভাবতে পারছি না। কাছে গেলে কী হবে!'

✡ ইবরাহীম ইবনু শাম্মাস বলেন, 'আমরা 'আবদুর রহমান ইবনু মাহদীর [৩৯] কাছে ছিলাম। এমন সময় আহমাদ র. আগমন করলেন। ইবনু মাহদী তার দিকে ইশারা করে বললেন—যে-ব্যক্তি সুফিয়ান সাওরীর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান (তার মতো কাউকে) দেখতে চায়, তবে সে যেন ইনার দিকে তাকায়।'

✡ মাররূযী বলেন, 'আমি ইমাম আহমাদ র.-কে বলতে শুনেছি—'যদি কুফার কোনো ব্যক্তিকে হাদীসে বিশেষজ্ঞ ও দরিদ্র জীবন-যাপন করতে দ্যাখো, তবে ভেবে নিয়ো, সে শ্রেষ্ঠ মানুষ।' এরপর তিনি বললেন, 'তারা আসহাবে কুরআন।'

✡ মাররূযী বলেন, 'আমি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলকে বললাম, 'এক (ক্ষমতাশালী) লোক জবরদখল করা একটি বাড়ি আমার বাবাকে দিয়েছে। ওটা কি আমি ওয়াকফ করে দেবো?' তিনি বললেন, 'না। যার বাড়ি তাকে ফেরত দাও।' [৪০]

✡ মাররূযী বলেন, 'আমি ইমাম আহমাদ র.-কে বললাম, 'কারও যদি জায়গাজমি থাকে, সরকারি কর-উসুলকারী ব্যক্তি এলে তাকে আপ্যায়ন করা যাবে কি?' তিনি বললেন, 'যদি যুলুমের ভয় থাকে, তবে যাবে।' আমি জানতে চাইলাম, 'এটা কি ঘুষের ভেতরে পড়বে না?' তিনি বললেন, 'যদি যুলুম প্রতিহত করতে করা হয়, তবে সমস্যা নেই।'

---

[৩৮] এটি তিনি বিনয়ের কারণে এবং শাসকের দরবারে না-যাওয়ার জন্য বলেছেন; নতুবা শাসকের সামনে সত্য উচ্চারণে, হকের ঝাণ্ডা বুলন্দ রাখার জন্য শাসকের অমানবিক দমন-পীড়ন সহ্য করার ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ র. হলেন মুসলিম-উম্মাহর চির আদর্শপুরুষ।

[৩৯] মুসলিম-উম্মাহর বিখ্যাত ইমাম ও মুহাদ্দিস। একটি অতি সাধারণ ঘর থেকে ও সাধারণ একজন মানুষের ঔরসে জন্ম নিয়ে তিনি পরবর্তীতে আহলুস সুন্নাহর ইমাম হয়ে গেছেন। তার প্রসিদ্ধ শাইখদের মাঝে একজন হলেন ইমাম সুফিয়ান সাওরী। 'ইবাদাত ও যুহদের ক্ষেত্রে তিনি অনন্য ছিলেন। ১৯৮ হিজরীতে ওফাত পান।

[৪০] কারণ, সম্পদটি ছিলো হারাম পন্থায় অর্জিত। উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করলেও সেটা হারামই থাকবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

✡ ইমাম আহমাদ র.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো—'কাযী সাওয়ারের মতো ব্যক্তিকে 'আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করুন'—এই কথা বলা যাবে কি?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাকে সংশোধন করলে তোমার আমার ক্ষতি কী?'

✡ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল র. বলতেন—'যদি আমি খলীফার দরবারে যেতাম, তবে মুহাজির ও আনসারদের পরিবার-পরিজনের আগে অন্য কোনো প্রসঙ্গ তুলতাম না।'

✡ যুহাইর ইবনু মুহাম্মাদ বলেন, 'আমি ইমাম আহমাদকে (নির্যাতন পরবর্তী সময়ে) নৌকা থেকে বের হওয়ার পরে সর্বপ্রথম স্বাগত জানিয়েছি। তাঁর গায়ে তখন (খলীফাপ্রদত্ত) পোশাকটা ছিলো। সেটা পড়ে গেলো। তিনি সেটা টানতে লাগলেন। ওটা ছাড়া আর কিছুই তার গায়ে ছিলো না।'

✡ একবার (খলীফা মুতাওয়াক্কিলের) গভর্নর ইয়াহইয়া ইবনু খাকান ইমাম আহমাদ র.-এর কাছে এলেন। তার সঙ্গে সামান্য কিছু জিনিস ছিলো। ইমাম আহমাদের সেগুলোকে খুব কম মনে হলো। তখন আমি তাকে বললাম, 'মানুষ বলে, এগুলোর দাম এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা।' তিনি বললেন, 'তাই?' এরপর তিনি সেগুলো ইয়াহইয়ার হাতে তুলে দিলেন। ইয়াহইয়া দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদি আপনার কাছে আপনার সঙ্গী-সাথিদের জন্য কিছু আসে, আপনি সেটা গ্রহণ করবেন?' তিনি বললেন, 'না।' ইয়াহইয়া বললেন, 'ঠিক আছে, আমি এ-সব কথা খলীফাকে জানাবো।'

✡ ইমাম মাররূযী র. বলেন, 'আমি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলকে বললাম, 'আপনি ওগুলো গ্রহণ করে বণ্টন করে দিলে কী হতো?' তখন তার চেহারা মলিন হয়ে গেলো। তিনি বললেন, 'আমি কেন সেগুলো বণ্টন করবো? আমি কি বাদশার-উযির!'

✡ খলীফার দূত ইয়াকুব ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল র.-এর কাছে এসে বললেন, 'আমার পুত্র আপনার কাছে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে আসবে, আপনি তাকে এক-দুটো হাদীস বর্ণনা করবেন।' তিনি বললেন, 'না, সে আসবে না।' ইয়াকুব বেরিয়ে যাওয়ার পরে ইমাম বললেন, 'তার নাক তো আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তাকে কীসের হাদীস বর্ণনা করবো! আমি হাদীস বর্ণনা করে আমার গলায় রশি পরাবো?'

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাঊস ইবনু কাইসান র. এর দরবারবিমুখতা

❁ ইমাম তাঊস র.-এর ছেলে বর্ণনা করেন—'একবার আমি আমার পিতাকে বললাম, 'আপনারা সবাই একত্র হয়ে বাদশার দরবারে গিয়ে তাকে নসীহত করলে সমস্যা কী?' কয়েকদিন পরে আমরা এক জায়গাতে ছিলাম। হঠাৎ সেখানে গভর্নর সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। তিনি আমাদের কক্ষে এলেন এবং সালাম দিলেন, কিন্তু আব্বাজান তার সঙ্গে কোনো কথা বললেন না। মাথা উঁচু করে তার দিকে তাকালেনও না। গভর্নর বের হয়ে গেলে আমি তার পেছনে পেছনে বের হলাম; বলতে লাগলাম—'আব্বাজান আপনাকে চিনতে পারেননি।' তিনি জবাবে বললেন, 'তোমার আব্বাজান আমাকে চিনেছেন বলেই এমন আচরণ করেছেন।' এরপর আমি যখন আব্বাজানের কাছে ফিরে এলাম তিনি বললেন, 'বেটা, সে-দিন তুমি আমাকে কী বলেছিলে আর আজকে নিজে কী করলে! নিজের জিহ্বাটাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে না! সামনে পেয়ে তোষামোদি করলে!'

❁ শাসকের প্রতি তাঊস র.[৪১] অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। কিন্তু একসময় তারা তাঁকে একটি দায়িত্ব দেয়। তিনি এটি সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করলেন। ধনীদের কাছ থেকে সম্পদ নিয়ে দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করতে লাগলেন। শাসক-সম্প্রদায় এটা জানতে পেরে তাকে সম্পদের হিসাব দিতে বললো। তিনি তাদেরকে একটি চিঠি ধরিয়ে দিলেন। তাতে লেখা ছিলো—'বণ্টন করে দিয়েছি।'

❁ তাঊস র. মাক্কা থেকে এলেন। তখন সেখানে নতুন একজন আমীর এলো। তাঊসের সঙ্গীগণ আমীরের ব্যাপারে তার কাছে অনেক প্রশংসা করে বললেন, 'যদি তাকে একটু দেখতে যেতেন!' তিনি বললেন, 'তার কাছে আমার কোনো প্রয়োজন

---

[৪১] তিনি প্রথম সারির তাবি'ঈ তাঊস ইবনু কাইসান র.। ইবনু 'আব্বাস ﷺ-এর ঘনিষ্ঠ শাগরিদ। ইবনু 'আব্বাস ছাড়াও অন্যান্য প্রায় অর্ধশত সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। ইসলামের বড় বড় অনেক ইমাম তার শিষ্য। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য—মুজাহিদ, 'আতা, যুহরী, যাহহাক প্রমুখ। তিনি ছিলেন বড় মাপের দুনিয়াবিরাগ ব্যক্তিত্ব—ফলে শাসককে পাত্তা দিতেন না। নিজে তাদের দরবারে যেতেন না। তাদের কেউ এলে ভ্রুক্ষেপ করতেন না। উপরের ঘটনাগুলো এর স্পষ্ট প্রমাণ। (বিস্তারিত দেখুন—*আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* ৫/২৪৪; *তাবাকাতে কুবরা* ৫/৫৪০; *সিফাতুস সাফওয়াহ* ২/১৮৮)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নেই।' তারা বললেন, 'আপনার ব্যাপারে তার পক্ষ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা করছি।' তিনি বললেন, 'তা হলে এতক্ষণ তার ব্যাপারে তোমরা যা বলেছো, সে তো তেমন নয়!'

✡ তাউস র. একটি 'ইলমী মজলিসে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় সেখানে খলীফা সুলাইমান ইবনু 'আবদিল মালিক এলেন; কিন্তু তিনি ভ্রুক্ষেপই করলেন না। দারস শেষ করে উঠে দাঁড়ালে তাকে বলা হলো—'আমীরুল মুমিনীন এসেছেন।' তিনি বললেন, 'আমি ইচ্ছা করেই এমন করেছি; যাতে সে বুঝতে পারে, আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে এমন লোক রয়েছে, যে তার দুনিয়ার দিকে ফিরেও তাকায় না।'

✡ রজা ইবনু হাইওয়া একদিন মসজিদে ইমাম তাউস ইবনু কাইসান র.-কে দেখতে পেলেন। তাকে দেখে তিনি সোজা সুলাইমান ইবনু 'আবদিল মালিকের কাছে গেলেন। সুলাইমান তখন ভাবী-সম্রাট। রজা তাকে বললেন, 'তাউসকে মসজিদে দেখেছি। আপনি তাকে ডেকে পাঠাবেন?' সুলাইমান তাউসকে ডেকে পাঠালেন। তাউস এলে রজা সুলাইমানকে বললেন, 'তিনি কথা বলার আগ পর্যন্ত আপনি কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।'

তাউস অনেক সময় বসে থাকলেন। এরপর নিজেই আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম কী সৃষ্টি করেছেন?' আমরা বললাম, 'জানি না।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন।' অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা জানো, সবশেষে কার মৃত্যু হবে?' আমরা বললাম, 'না।' তিনি বললেন, 'সবশেষে মৃত্যুর মৃত্যু হবে।' অতঃপর তিনি বললেন, 'তোমরা জানো, আল্লাহর কাছে গোটা সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে ঘৃণিত কে?' আমরা বললাম, 'না।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কাছে তাঁর সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে ঘৃণিত হলো ঐ বান্দা, যাকে তিনি রাজত্ব দিয়েছেন; কিন্তু সে তা আল্লাহর অবাধ্যতায় ব্যবহার করে।' এরপর তিনি উঠে চলে গেলেন। রজা বলেন, 'তখন আমি লক্ষ করলাম, সুলাইমান তার হাত দিয়ে অনবরত মাথা চুলকাচ্ছিলেন। আমার ভয় হলো, নখের আঘাতে তার মাথা থেকে রক্ত বের হয় কি না।'

✡ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল তাউস র.-এর ব্যাপারে আলোচনা-প্রসঙ্গে বললেন, 'তিনি তাদের (শাসকদের) বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। একবার তাউসের ছেলে তার নাম জাল করে 'উমার ইবনু আবদুল আযীয র.-এর কাছে একটি চিঠি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাঠালো। 'উমার র. তাকে তিনশো স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। যখন তাঊসের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলো, তখন তিনি নিজের জমি বিক্রি করে 'উমার ইবনু আবদুল আযীযের কাছে অর্থ ফেরত পাঠালেন। পরে সেই ছেলের মুমূর্ষ অবস্থায় যখন তাকে ছেলেকে দেখতে যেতে বলা হলো, তিনি অস্বীকার করলেন।'

✡ তাঊস র. এক মেঘময় কনকনে শীতের সকালের নামায পড়ছিলেন। তার পাশ দিয়ে মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ (অথবা) আইউব ইবনু ইয়াহইয়া দলবল নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঊস তখন সিজদায় ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফের নির্দেশে তাঊসের মাথার ওপর একটি শাল ছুড়ে মারা হলো। কিন্তু তিনি স্বাভাবিকভাবেই দু'আ শেষ করে সিজদা থেকে মাথা তুললেন। সালাম ফেরানোর পরে তাকিয়ে কাঁধের ওপর শাল দেখে ঝেড়ে ফেলে দিলেন। এরপর বাড়ির পথে পা বাড়ালেন। দ্বিতীয়বার সেটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন না।

✡ নু'মান (ইবনু আবী শাইবা) বর্ণনা করেন, 'তাঊস র. মাঝেমাঝে লোকালয়ের বাইরে চলে যেতেন। সেখানে গিয়ে একাকী নামায পড়তেন। এমন এক মেঘময় দিনে তিনি বের হন। নামাযে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ সিজদায় পড়ে থাকেন। এমন সময় মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ (হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের ভাই) সেখান থেকে তার দলবল নিয়ে যাচ্ছিলো। মুহাম্মাদ দেখলো, তিনি ঠাণ্ডায় কাঁপছেন। তখন সে তার ওপর একটি শাল ছুড়ে ফেলার নির্দেশ দেয়। কিন্তু তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠালেন না। পরে যখন মাথা উঠিয়ে, সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করলেন, শালটি দেখতে পেলেন। তিনি দাঁড়িয়ে সেটাকে শরীর থেকে ঝেড়ে ফেললেন। অতঃপর চলে গেলেন।

মুহাম্মাদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে সে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয় এবং ইমামকে ডেকে পাঠায়। ইমাম সেখানে যাওয়ার পরে জিজ্ঞাসা করা হয়—'আপনার (যাকাত-হিসাব করার) নথি কোথায়?' তিনি বললেন, 'কীসের নথি? আপনি কি আমাকে কর বা জিযয়া ওঠানোর জন্য পাঠিয়েছেন? আমি তো বরং বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে সেখানের ধনী লোকদের সাদাকাগুলো সংগ্রহ করতাম। এরপর গরিবদের মাঝে সেটা বিতরণ করতাম। আমার কাছে কোনো নথি বা সম্পদ নেই।' তখন মুহাম্মাদ তাকে জেলে বন্দি করে রাখলো এবং (তার ভাই) হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফকে চিঠি লিখে জানালো। হাজ্জাজ জবাবি চিঠিতে লিখলেন—'আহম্মক কোথাকার, তাঊসকে চেনো না! তাকে তার পরিবারের কাছে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেতে দাও। তাদের সঙ্গে আগে সবাই যেভাবে আচরণ করেছে, সেভাবে আচরণ করো।' নু'মান বলেন, তখন আমি জানতে পারলাম যে, তিনি বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদেরকে সমবেত করে বলেন—'আল্লাহ তোমাদের রহম করুন। সাদাকা করো।' তখন একটা ফলকে সাদাকা বাবদ পাওয়া সম্পদগুলো লিখে রাখতেন। অতঃপর মিসকীনদেরকে ডেকে অন্য ফলকে তাদের মাঝে সম্পদ বিতরণের তথ্য লিখে রাখতেন। এভাবেই তিনি কারও কাছ থেকে গ্রহণ করতেন আর কারও কাছে বিতরণ করতেন। যখন কাজ শেষ হতো, ফলকটি মুছে নিজের গন্তব্যে যাত্রা শুরু করতেন।'

✡ মুহাম্মদ ইবনু ইউসুফ ইয়ামানের গভর্নর ছিলেন। একবার তিনি তাউস ও ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহকে ডেকে পাঠালেন। তারা উভয়ে এলেন। সে-দিন ছিলো কনকনে শীতের দিন। মুহাম্মাদ তাউসের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তিনি কাঁপছেন। ভাবলেন, শীতে কাঁপুনি এসেছে। তখন তাকে এক হাজার দিরহামের একটি মূল্যবান শাল প্রদানের নির্দেশ দিলেন। শালটি তার কাঁধে রাখা হলো। কিন্তু তিনি এমনভাবে কাঁপতে থাকলেন যে, একপর্যায়ে শালটি পড়ে গেলো। তখন মুহাম্মাদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তারা দু'জনে বেরিয়ে এলেন। ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ তাকে বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। শুধু শুধু তাকে রাগিয়ে লাভ কী? আপনি সেটা নিয়ে আসতেন, এরপর কাউকে সাদাকা করে দিতেন!' তাউস বললেন, 'এটা তখন সম্ভব হতো, যদি সব মানুষ আমার মাথা দিয়ে চিন্তা করতো। ঘটনার শুরু ও শেষ তাদের জানা থাকতো। শাসকের কাছ থেকে পুরস্কার নেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ আমাকে আদর্শ মেনে অনুসরণ করবে। অথচ তাদের কেউ জানবে না, আমি ওটা গ্রহণ করে সাদাকা করে দিয়েছি।'

✡ এক ব্যক্তি তাউসের কাছে কিছু চাইলো।[৪২] তিনি বললেন, 'তুমি কি আমার গলায় রশি দিয়ে ঘোরাতে চাও?'

✡ ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ তাউস র.-কে বললেন, 'আবূ 'আবদুর রহমান, খুব বেশি কঠোরতা করে ফেলছেন।' তিনি ইবনু মুনাব্বিহকে বললেন, 'আর তুমি খুব বেশি উদার হয়ে যাচ্ছো!'

✡ তাউস র.-এর ছেলে থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, 'আমি এক নারীকে বিয়ের

[৪২] খুব সম্ভব তাকে শাসকদের সঙ্গে কাজ করার অনুরোধ করা হয়েছিলো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রস্তাব দিলাম। পিতার কাছে এসে বললাম, 'আমার সঙ্গে চলুন।' এরপর আমি গিয়ে জামাকাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করলাম। যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়ে পিতার কাছে এলাম। তিনি বললেন—যাবেন না।' [৪৩]

✡ তাউস র.-এর ছেলে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন—রাসূল ﷺ বলেছেন, "এত দিন নবীগণ ছিলেন। এরপর আসবে আমীর-উমারা। তারা (দ্বীনের) কিছু মানবে আর কিছু ছাড়বে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা (পরকালে) মুক্তি পাবে। আর যাদের তাদের কাছ থেকে দূরে থাকবে, তারাও হয়তো নিরাপদে থাকবে। কিন্তু যারা তাদের সঙ্গে তাদের দুনিয়ায় মিশে যাবে, তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে।" [৪৪]

কাযীর পদ গ্রহণ থেকে সালাফের দূরাবস্থান

✡ 'ইমরান ইবনু হাত্তান বলেন, 'আমি আয়েশা ﷺ-এর কাছে গিয়ে কাযীদের ব্যাপারে কথা বললাম। তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারকদেরও এমন অবস্থা তৈরি হবে যে, সে সুরাইয়া-তারকায় ঝুলে থাকার কষ্ট সহ্য করতে রাজি হবে, কিন্তু দুই ব্যক্তির মাঝে একটি খেজুরের ব্যাপারে ফয়সালা দিতেও রাজি হবে না।"' [৪৫]

✡ লাইস ইবনু আবী সুলাইম সূত্রে আয়েশা ﷺ থেকে বর্ণিত—নবীজী সা. ইরশাদ করেন, "কিয়ামতের দিন কাযীদের এমন অবস্থা তৈরি হবে যে, পৃথিবীতে দুইজনের মাঝে ফয়সালার পরিবর্তে যদি তারকার সঙ্গে ঝুলে থাকার প্রস্তাবও দেওয়া হতো, সেটাও গ্রহণ করে নিতো।" [৪৬]

✡ আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত—নবীজী সা. বলেছেন, "কিয়ামতের দিন এমন একটি সম্প্রদায় থাকবে, যারা কামনা করবে, যদি তাদের চুলের মুঠি ধরে

---

[৪৩] পিতার আজ্ঞাবহ ছিলেন। রহিমাহুল্লাহ।

[৪৪] *জামি'উ মা'মার ইবনু রাশিদ* (১১/৩২৯); *মুসান্নাফে ইবনু আবী শাইবা* (১৫/২৩৪)

[৪৫] *মুসনাদু আবু দাউদ ত্বায়ালিসী* ৩/১৩২; *মুসনাদু আহমাদ* ৬/৭৫; *বাইহাকী* ১০/৯৬। তবে হাদীসটি যঈফ (দুর্বল)। রয়েছে।

[৪৬] *মুসনাদু আবী ইয়া'লা* ৮/১৮৮; তাবারানীর *মু'জামুল আওসাত* ৪/১৬৭। তবে হাদীসটির শুদ্ধতা নিয়ে আপত্তি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুরাইয়া-তারকার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হতো আর তারা আসমান ও যমিনের মাঝে দুলতে থাকতো, তাও গ্রহণ করে নিতো—বিনিময়ে যদি পৃথিবীতে (শাসকের সঙ্গে) কোনো কাজে জড়িত না হতো।" [৪৭]

✡ মু'আয ইবনু জাবাল ﷺ থেকে বর্ণিত—নবীজী সা. বলেছেন, "কাযী জাহান্নামের এমন একটি গহ্বরে পতিত হবে, যা (এখান থেকে) এডেন (ইয়ামান) থেকেও দূরে।" [৪৮]

✡ উসমান ﷺ ইবনু 'উমার ﷺ-কে বললেন, 'যাও, গিয়ে মানুষের মাঝে বিচারকার্য করো।' ইবনু 'উমার বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন, আমাকে অব্যাহতি দিন।' উসমান ﷺ বললেন, 'না, তোমাকে করতেই হবে।' ইবনু 'উমার বললেন, 'আমার ওপর এত দ্রুত ফয়সালা দেবেন না। আপনি কি আল্লাহর নবীকে বলতে শোনেননি—"যে-ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয় নিলো, সে সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় নিলো—?" তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, শুনেছি।' ইবনু 'উমার বললেন, 'আমি কাযী হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।' উসমান ﷺ বললেন, 'কেন কাযী হতে চাচ্ছো না? তোমার পিতাও তো ('উমার) মানুষের মাঝে ফয়সালা করতেন।' ইবনু 'উমার বললেন, 'আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—"যে-কাযী বিচারকার্যে যুলুম করবে, সে জাহান্নামে যাবে। যে-কাযী না-জেনে বিচার করবে, সেও জাহান্নামে যাবে। আর যে-কাযী জেনে-শুনে ইনসাফের সঙ্গে বিচার করবে, সে হয়তো কোনোমতে পার পাবে (সাওয়াবও নেই, গুনাহও নেই)। এরপরে আর কোন আশায় কাযী হতে যাবো?' [৪৯]

---

[৪৭] *মুসনাদু আহমাদ* ২/৩৫২; *মুসনাদু আবী 'ইয়ালা* ১১/৮৪; *হাকিম* ৪/৯১; *বাইহাকী* ১০/৯৭। হাদীসটির সনদ নিয়ে আপত্তি রয়েছে। তবে একাধিক সনদে কাছাকাছি অর্থের বক্তব্য বিদ্যমান থাকা হাদীসটির মূল বক্তব্যকে শক্তিশালী করছে।

[৪৮] *মুসনাদু 'আবদ ইবনু হুমাইদ* (১০৮); ওয়াকী'র *আখবারুল কুযাত* (১/১৯); তাবারানীর *মুসনাদু শামিয়্যীন* ২/৯৫। হাদীসটির সনদ যঈফ।

[৪৯] এটি ইবনু 'উমার ﷺ-এর নিজস্ব চিন্তা ও মানহাজ। নতুবা কেউ যদি ইনসাফ ও ইখলাসের সঙ্গে কাযীর দায়িত্ব পালন করেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন অবশ্যই এর বিনিময় প্রদান করবেন। এ-ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহতে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। বিভিন্ন নবী-রাসূল, সাহাবীদের মাঝে শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণ বিচারের কাজ করেছেন; বরং সৎ মানুষগণ এ-কাজ না করলে অসৎ লোকেরা এটা দখল করবে। কিন্তু এটা একটি ভয়ংকর দায়িত্ব! অসংখ্য সহীহ হাদীসে এই দায়িত্বের ঝুঁকি ও ভয়ংকর পরিণতির কথা এসেছে। সে-কারণে অধিকাংশ সাহাবী ও সালাফে সালিহীন এমন ভয়ংকর দায়িত্ব থেকে দূরে থাকতেন। ইবনু 'উমারও ﷺ তার স্বভাবত বিনয় ও যুহদের কারণে এটা পরিত্যাগ করেছেন। এটা ছিলো সেই সোনালি যুগের কথা। বর্তমান সময়ে এ-দায়িত্ব কতটা ঝুঁকিপূর্ণ, সেটা বলা বাহুল্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

۞ ফুযাইল ইবনু 'ইয়ায র. বলেন, 'কাযীদেরকে ওপর ঈর্ষা কোরো না। সাধারণ মানুষকে দয়া করো। যে-ব্যক্তি কাযী র দায়িত্ব নিলো, সে ছুরিবিহীন যবাই হয়ে গেলো। যে-ব্যক্তি কাযীর দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছে, তার উচিত হলো একদিন বিচারকার্যে অন্য দিন কান্নাকাটিতে কাটানো। কারণ, কিয়ামতের দিন তাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে।'

۞ ইবনু শুবরুমা [৫০] র. বলেন, 'তরবারির নিচে যাওয়া আর কাযীর পদ গ্রহণ করা একই কথা।'

۞ ইবনু হুসাইন বলেন, 'আমি ইমাম শা'বী র.-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় তার কাছে দু'জন ব্যক্তি অভিযোগ নিয়ে এলো। তিনি আমাকে বললেন, 'আপনি কথা বলুন।' আমি বললাম, 'আমার দ্বারা সম্ভব নয়।' অতঃপর তিনি তাদের মাঝে ফয়সালা করে দিলেন। তারা চলে যাওয়া পরে বললেন, 'জানি না, ঠিক করলাম, নাকি ভুল করলাম! কিন্তু আমি (সরকারী বিচারক হিসেবে) ফয়সালা করিনি। ইবনু হুসাইন বলেন, 'অতঃপর তিনি সে-সব লোকদের অভিশাপ দিলেন, যারা স্বেচ্ছায় কাযী হতে চায়।'

আবু হামেদ খোরাসানী বলেন, 'খোরাসানের পথে কোনো এক শহরে একবার শাকীক বলখী [৫১] র. আগমন করেন। সেখানকার কাযী তার কাছে এলে তিনি তাকে বললেন, 'তুমি কুরআন পড়ো?' কাযী বললেন, 'হ্যাঁ।' শাকীক বললেন, 'তাবারাকা' (সূরা মুলক) থেকে পড়ো। কাযী পড়তে পড়তে যখন আল্লাহর বাণী :

﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴾

> *যাতে তিনি পরীক্ষা করেন, তোমাদের মাঝে কে সর্বোত্তম 'আমালকারী। [সূরা মুলক ২]*

পর্যন্ত পৌঁছলেন, শাকীক তার গলা ধরে বললেন, 'তোমাদের মাঝে কার সওয়ারী সর্বোত্তম? তোমাদের মাঝে কার কাপড় সর্বোত্তম? তোমাদের মাঝে কার চেহারা

---

[৫০] ইরাকের ফকীহ। তাবি'ঈদের অন্তর্ভুক্ত। আনাস ইবনু মালিক ﷺ-সহ কয়েকজন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারকের মতো ইমামরা তার শাগরিদ। পরবর্তীতে তিনি কুফার কাযী হয়েছিলেন। সম্ভবত কাযীর পদের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই উপরের মন্তব্যটা করে থাকবেন। এমনও আরও কিছু ঘটনা তার থেকে বর্ণিত আছে।

[৫১] খোরাসানের বলখের অধিবাসী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর ইমাম। ইবরাহীম ইবনু আদহাম র.-এর সান্নিধ্য লাভ করেন এবং যুহদ শেখেন। ধনীর দুলাল হয়েও একসময় যাহিদদের ইমাম হয়ে যান। ১৯৪ হিজরীতে তিনি এক জিহাদে শাহাদাত বরণ করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সবচেয়ে সুন্দর? তোমাদের মাঝে কার বাড়ি সবচেয়ে সুন্দর? তখন কাযী শাকীক র.-কে লক্ষ করে বললেন, 'আমি আল্লাহকে ওয়াদা দিচ্ছি, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ পর্যন্ত আর এই কাজ (বিচার) করবো না।'

۞ দাউদ ইবনু 'আলী খাল্লাদ ইবনু 'আবদুর রহমানকে [৫২] ইয়ামানে বিচারক নিয়োগ করার জন্য ডেকে পাঠালেন। খবর শুনে খাল্লাদের মাথা নষ্ট হওয়ার উপক্রম হলো! ইমাম আহমাদ বলেন, 'তিনি ফারেসী তথা অনারব ছিলেন।'

۞ আবূ আঊন [৫৩] মিসরে এলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুন-খারাবির পরে মিসর দখল করে নিলেন। অতঃপর হাইওয়াহ ইবনু শুরাইহকে [৫৪] ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে আবূ আঊন তাকে বললেন, 'আমরা রাজা-বাদশাগণ যা বলি, তা-ই হয়। যে-ব্যক্তি আমাদের অবাধ্যতা করে, তাকে হত্যা করে ফেলি।' আমি তোমাকে কাযী হিসেবে নিয়োগ করলাম। হাইওয়াহ বললেন, 'আমি একটু বাড়িতে গিয়ে কথা বলে আসতে পারি?' তিনি বললেন, 'যাও।'

হাইওয়াহ ইবনু শুরাইহ বাড়িতে এসে মাথা ও দাড়ি ধৌত করলেন। সুগন্ধি লাগালেন। সবেচেয়ে পরিচ্ছন্ন পোশাক পরলেন। এরপর আবূ আঊনের কাছে ফিরে গেলেন। গিয়ে বললেন, 'আমি আপনার জবাবে সেটাই বলবো, যেটা বলেছিলেন ফিরাউনের যাদুকররা:

﴿فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾﴾

(*অর্থাৎ, আপনি যা করার করুন*)। আমি আপনার দেওয়া কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবো না। আবূ আঊন তাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তিনি চলে গেলেন।

۞ এক ব্যক্তি কাযীর দায়িত্বে নিয়োজিত হলো। ইবনুল মুবারক র. তার সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে বললেন, 'তার জন্য যথেষ্ট যে, সে বিশাল বিপদের মুখোমুখি হবে'।

---

[৫২] মুহাদ্দিস। ইমাম আবূ দাউদ, নাসা'ঈ প্রমুখ তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[৫৩] বনু আব্বাসের বীর 'আবদুল মালিক ইবনু ইয়াযীদ। খোরাসান ও মিসরের গভর্নর।

[৫৪] মিসরের ফকীহ ইমাম হাইওয়াহ ইবনু শুরাইহ। তিনি মুস্তাজাবুদ দা'ওয়াহ ছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক, ইবনু ওয়াহব প্রমুখ ইমামগণ তার ছাত্র। যুহদ ও ইবাদতে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

✡ আবূশ শা'সা [৫৫] বলেন, 'হাকাম ইবনু আইউব বসরার কয়েকজনের নিকট কাযী নির্বাজনের জন্য চিঠি লিখলেন। তাদের মাঝে আমিও ছিলাম। যদি (শেষমেশ) আমাকেও কাযীর দায়িত্ব দেওয়া হতো, তবে আমি সওয়ারী নিয়ে বের হয়ে যেতাম। (বসরা থেকে দূরে) পৃথিবীর কোনো প্রান্তে পালিয়ে যেতাম।'

✡ ইবনুল মুবারক র.-কে বলা হলো—''আবূ 'আবদুর রহমান, সুফিয়ান সাওরী তো শাসকদের মাঝে সংস্কারের কাজ করতেন না।' তিনি বললেন, 'আল্লাহু আকবার। (তাদের দরবার থেকে) পলায়নের চেয়ে বীরত্বের কাজ আর কী হতে পারে?'

✡ শরীক কাযীর দায়িত্ব গ্রহণের পরে সুফিয়ান সাওরী র. বলতেন—'বন্দি হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি সবর করতে পারতেন।'

✡ হাসান ইবনু 'ঈসা বর্ণনা করেন, 'খোরাসানের গভর্নর ফযল ইবনু ইয়াহইয়া ইমাম খালেদ ইবনু সবীহের নিকট খোরাসানের কাযী পদ গ্রহণের প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। ফলে গভর্নর তাকে বন্দি করলো। তিনি ছিলেন খোরাসানের সবচেয়ে বড় আলিম, সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও ফযল তাকে এ-ছুতোয় জেলে বন্দি করে রাখে।'

হাসান বলেন, 'আমি ইবনুল মুবারক র.-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। এমন সময় সেখানে আবূ ইয়াহইয়া আকসাম ইবনু মুহাম্মাদ আসেন। ইবনুল মুবারক তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আবূ ইয়াহইয়া, কোত্থেকে এসেছেন?' তিনি বললেন, 'জেল থেকে। সেখানে খালেদ ইবনু সবীহকেও দেখেছি।' ইবনুল মুবারক র. বললেন, 'তাকে কেমন দেখলেন?' আবূ ইয়াহইয়া বললেন, 'আমি এমন একজন মানুষকে দেখেছি, যাকে তরবারি দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেও কাযীর পদ গ্রহণ করবেন না। এর কারণ হলো, তাকে আমি বলতে শুনেছি—'ধরে নিলাম, এ-ব্যাপারে আমিই সবেচেয়ে অভিজ্ঞ মানুষ। কিন্তু রাসূলুল্লাহর সাহাবগণ যে-সব বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন, সে-সব বিষয়ে আমি কী করবো? তা ছাড়া কোনো বিষয় না-জানার কারণে ভুল সিদ্ধান্ত দিয়ে দিতে পারি! ফলে দেখা যাবে, একজনের সম্পত্তি আরেকজনকে দিয়ে দেবো। জানতেও পারবো না যে,

---

[৫৫] ইবসে 'আব্বাস ﷺ-এর প্রথম সারির শাগরিদ। হাসান বসরী ও ইবনু সীরীনের সমপর্যায়ের তাবি'ঈ। বসরার বিখ্যাত ইমাম। 'আমর ইবনু দীনার, আইউব সাখতিয়ানী প্রমুখ ছিলেন তার শিষ্য। তিনি কাযীর দায়িত্ব গ্রহণ পছন্দ করতেন না। ৯৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি ঠিক করলাম, নাকি বেঠিক করলাম!' এ-কথা শুনে আনন্দে ইবনুল মুবারক র.-এর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, 'আবুল হাইসাম, আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দিন।'

✡ ইবনুল মুবারক র.-কে বলা হলো—''মারও' অঞ্চলের গভর্নর একজন কাযী নিয়োগ করতে চান। এ-ব্যাপারে তিনি কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করতে আগ্রহী। মানুষ গভর্নরের কাছে যাদের নাম পেশ করেছে, তাদের মাঝে নজর ইবনু মুহাম্মাদ, খালেদ ইবনু সবীহ, মারও'র কয়েকজন মাশায়েখসহ আপনার নামও রয়েছে।' এ-কথা শুনে ইবনুল মুবারক র. বললেন, 'তারা কি মনে করেছেন, আমি কারও ব্যাপারে পরামর্শ দেবো? কখনো না। আমার কাছে যদি ফুযাইল ইবনু 'ইয়াযের নাম পেশ করা হয়, তাকে নিয়োগের ব্যাপারেও পরামর্শ দেবো না।'

✡ ইয়াহইয়া ইবনু ইয়ামান তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন—'সুফিয়ান সাওরীর সঙ্গে আমার একদিন সাক্ষাৎ হলো। আমি বললাম, 'কোথায় যাচ্ছেন?' তিনি বললেন, 'হাম্মাদ ইবনু মূসার কাছে।' আমি বললাম, '(আপনার যাওয়ার দরকার নেই) আমি তাকে আপনার কাছে নিয়ে আসছি।' তখন তিনি মসজিদে চলে গেলেন। আমি হাম্মাদের কাছে গিয়ে বললাম, 'সুফিয়ান আপনাকে ডাকছেন।' তিনি আমার সঙ্গে এলেন। সুফিয়ান তাকে দেখে বললেন, 'তুমি শাসকের দরবারে উপস্থিত হও। আমরা উপস্থিত হই না। তারপরেও সেখানে আমাদের কথা ওঠে কী করে? সামনে থেকে যদি আমার নাম আসে, বলে দিয়ো, সে 'বিপদাক্রান্ত'।'

✡ মা'মার বলেন, 'যখন ইবনু শুবরুমাকে (গভর্নরের পদ থেকে) অপসারিত করা হলো, তখন (অন্যান্যদের সঙ্গে) আমি তাকে বিদায় জানাতে গেলাম। একপর্যায়ে যখন সবাই চলে গেলো এবং তিনি আর আমি ছাড়া অন্য কেউ রইলাম না, তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আবূ উরওয়া, সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। এখানে আমি আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমার এই জামা পরিবর্তন করে অন্য কোনো জামা পরিনি।' অতঃপর অনেক্ষণ চুপ থাকেন। এরপর বলেন, 'আমি হালালের কথা বলছি। আর হারামের পথ তো বন্ধ।'

✡ ইমাম ওয়াকী' বলেন, 'কাযী আবূ ইউসুফ র.-এর ওফাতের পরে খলীফা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হারূনুর রশীদ আমাদেরকে ডেকে পাঠালেন। তখন আমি, ইবনু ইদরীস ও হাফস ইবনু গিয়াস রওয়ানা হলাম। একটি জাহাজে করে আমরা বাগদাদে পৌঁছুলাম। যখন খলীফার দরবারে ঢুকলাম, ইবনু ইদরীস কাঁপতে লাগলেন। দরজার কাছাকাছি গিয়ে তার কাঁপুনি আরও বেড়ে গেলো। একপর্যায়ে তিনি হাত ঝাঁকাতে লাগলেন। খলীফা হারূনুর রশীদ তখন একটি কুরসীতে বসা ছিলেন। তার পাশে ছিলো বিশালদেহী এক তুর্কি লোক। ওয়াকী' বলেন—তখন আমি বললাম, 'খলীফা তার পাশে বসানোর জন্য এই তুর্কি ছাড়া আর কাউকে পেলেন না!'

অতঃপর খলীফা কথা বলা শুরু করলেন। ইবনু ইদরীসের অবস্থা দেখে বললেন, তাকে দিয়ে হবে না। এরপর হাফসের দিকে মনোযোগী হলেন। তাকে প্রধান বিচারপতি বানাতে চাইলেন। কিন্তু হাফস অস্বীকৃতি জানালেন। খলীফা বারবার তাকে বোঝাচ্ছিলেন, মানাতে চেষ্টা করছিলেন, আর তিনি প্রত্যাখ্যান করছিলেন। ওয়াকী' বলেন—এভাবে তিনি বারবার আমাদেরকে অনুরোধ করছিলেন আর আমরা প্রত্যাখ্যান করছিলাম। তিনি পীড়াপীড়ি করছিলেন আর আমরাও আমাদের সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম; তখন তুর্কি লোকটি কথা বলে উঠলো। তার কথা শুনে দেখলাম, তার ভাষা কুরাইশের চেয়েও বিশুদ্ধ। সে বললো, 'আমীরুল মুমিনীন যদি আবূ সারায়া, আবূ র'দ, হাম্মাদ বারবারীর মতো ব্যক্তিদেরকে প্রশাসনে নিয়োগ দিতেন, তবে তোমরাই বলতে তিনি যালিম। আমাদের ওপর এমন লোকদেরকে নিয়োগ দিয়েছেন, যাদেরকে নিয়োগ দেওয়া উচিত হয়নি। আবার এখন যখন তোমাদেরকে নিয়োগ দিতে ডেকেছেন, তখন সেটাও অস্বীকার করছো। খলীফা হারূন তখনো হাফসকে মানাতে চেষ্টা করছিলেন। শেষমেশ বললেন, 'যদি (বাগদাদে দায়িত্ব পালন) না-ই করতে চান, তবে কুফার দায়িত্ব নিন। ঘরে বসে দায়িত্ব পালন করুন!' [৫৬]

ওয়াকী' বলেন—আমি তুর্কি লোকটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। সবাই জানালো—'সে 'ঈসা ইবনু জা'ফর।'

❁ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেন, 'ওয়াকী'কে এখানে—বাগদাদে নিয়ে এসে কাযীর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিলো, কিন্তু তিনি অব্যাহতি চাইলেন। পরে তাকে অব্যাহতি

[৫৬] 'ঈসা ইবনু জা'ফরের যুক্তি ফেলে দেওয়ার মতো নয়। ভালো লোকেরা দায়িত্ব না-নিলে অনেক সময় সে-জায়গাতে খারাপ লোক আসে; তখন আরও জটিলতা তৈরি হয়। মোটকথা, কাযীর দায়িত্ব গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান দু'টির ক্ষেত্রেই যুক্তি রয়েছে। তবে সালাফে সালিহীন তাদের ঈমান, আখিরাত, তাকওয়া এ-সব চিন্তা করে এ-সব দায়িত্ব থেকে দূরে থাকতেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেওয়া হলো।'

ইবনু হুবাইরা কাসিম ইবনুল ওয়ালীদকে [৫৭] ডেকে পাঠালেন। তিনি দূতকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন ডেকেছেন?' দূত বললো, 'কুফার কাযী নিয়োগের জন্য।' তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, এখানে অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।' তিনি ঘরে ঢুকে দাসীকে ডেকে বললেন, 'আমার চুল এলোমেলো করে (কিছু অংশ) কেটে দাও।' দাসী করে দিলো। এরপর তিনি পুরনো ছেঁড়াখোঁড়া একটা কাপড় পরে বের হলেন। আমীর তার এমন জবুথবু অবস্থা দেখে বললেন, 'এই তার অবস্থা? যাও বেরিয়ে যাও।' এরপর তাকে বের করে দেওয়া হলো। তার জায়গাতে অন্য একজনকে ডেকে পাঠানো হলো। 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক র. বলেন, 'সেই লোকটি ছিলেন ইবনু আবী লাইলা। [৫৮] দূত তাকে ডাকতে এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন ডেকেছেন?' দূত বললো, 'আপনাকে কাযী নিয়োগের জন্য।' তিনি বললেন, 'অপেক্ষা করো।' এরপর ঘরে ঢুকে সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটি পরলেন। সুন্দর করে পাগড়ি বাঁধলেন। সুগন্ধি লাগালেন। এরপর দূতের সঙ্গে বের হলেন। আমীর তাকে দেখে বললেন, 'এমন লোককেই নিয়োগ দেওয়া যায়। আমি আপনাকে কুফার কাযী হিসেবে মনোনীত করলাম।' এভাবেই তিনি কাযী হয়ে গেলেন।'

ইবনু মুবারক র. বলেন, 'উনি অমন করেছেন দ্বীনের জন্য, আর ইনি এমন করেছেন দুনিয়ার জন্য।'

এক ব্যক্তি হাসান ইবনু সালিহের কাছে এসে ইবনু আবী লাইলা-প্রদত্ত ফাতওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি কোনো জবাব দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। কারণ, ইবনু আবী লাইলা তখন কাযীর দায়িত্বে ছিলেন।

একবার রাস্তায় (কাযী) শুরাইহের সঙ্গে এক লোকের সাক্ষাৎ হলো। লোকটি তাকে বললো, ''আবূ উমাইয়া, আপনার বয়স হয়েছে। শরীর নরম হয়ে গেছে। আর ওদিকে আপনার পরিবার ঘুষ খাচ্ছে।' তিনি বললেন, 'সত্যি!' লোকটি বললো, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'আজকের পর থেকে আপনি কিংবা অন্য কেউ আর এমন কথা বলার

[৫৭] কুফার মুহাদ্দিস। ইবনু মাজাহ র.-এর উসতায।

[৫৮] মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনু আবী লাইলা (৭৬-১৪৮ হি.)। কুফার কাযী, মুফতী ও ফকীহ। প্রায় ৪০ বছর কাযীর দায়িত্ব পালন করেছেন। তার ব্যাপারে ইবনু মুবারক র.-এর মন্তব্য যুহদ ও অপার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে।

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুযোগ পাবে না।'

অতঃপর শুরাইহ হাজ্জাজের কাছে গিয়ে নিজের বয়স ও শারীরীক দুর্বলতার কথা তুলে ধরে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করলেন। হাজ্জাজ বললেন, 'তোমার জায়গায় যোগ্য কোনো লোক দিতে পারলেই তবে তোমাকে অব্যাহতি দেবো, এর আগে না।' তিনি বললেন, 'এমন লোক আমি দিতে পারবো।' হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে?' তিনি বললেন, 'আবূ বুরদা ইবনু আবী মূসা।' তখন হাজ্জাজ তাকে কাযী হিসেবে নিয়োগ দিলেন। শুরাইহকে অব্যাহতি দিলেন। পরবর্তীতে শা'বীর সঙ্গে তার দেখা হলে শা'বী তাকে বললেন, 'আমার নামটা বলতে পারলেন না!' তিনি বললেন, 'আপনার ভালোর জন্যই আপনার নাম বলিনি।' [৫৯]

✡ যখন ইমাম ও কাযী আবূ ইউসুফ র. ইন্তেকাল করলেন, ফুযাইল ইবনু 'ইয়ায র. বললেন, 'তোমাদের মাঝে এমন কেউ কি আছে, যে তাকে ঈর্ষা করে?'

✡ ইমাম মাকহূল [৬০] বলেন, 'আমার দুই হাত কেটে ফেললেও আমি কাযী হতে পারবো না। আমার মাথা ছিন্ন করে ফেললেও আমি বাইতুল মালের দায়িত্ব নিতে পারবো না।'

ইয়াযীদ ইবনু হারূন [৬১] বলেন, 'আমি চল্লিশ বছরের অধিক সময় ধরে তার মুখ থেকে এটা শুনেছি।'

✡ হাফস ইবনু গিয়াসকে কেউ বললো—'যদি আপনি কাযীর দায়িত্ব না নিতেন!' তিনি বললেন, 'অন্তরে নেই, অথচ মুখে বলবো, এটা আমার পছন্দ নয়।'

✡ হাফস ইবনু গিয়াস শারকিয়্যাহ পূর্বাঞ্চলের কাযী ছিলেন। তিনি একটি বিচার করছিলেন, এমন সময় খলীফা হারূনুর রশীদের চিঠি এলো। দূত এসে দাঁড়িয়ে রইলো। বিচার শেষ করার আগ পর্যন্ত তিনি চিঠি গ্রহণ করলেন না। পরে চিঠি খুলে দেখলেন,

---

[৫৯] উক্ত ঘটনাতে দেখা যাচ্ছে, কাযীর দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে সালাফে সালিহীনের কারও কারও দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক ছিলো, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচকই ছিলো। এর অন্যতম কারণ তাদের তাকওয়া, ইখলাস, আখিরাতের প্রতি অনুরাগ, দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি, পাশাপাশি কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার চিন্তা ও সমকালীনর যুলুমবাজ শাসকদের চিত্র।

[৬০] শামের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ। প্রথম সারির তাবি'ঈদের একজন। ইবনু শিহাব যুহরীর সমপর্যায়ের।

[৬১] তাবি'অ-তাবি'ঈন শাইখুল ইসলাম ইয়াযীদ ইবনু হারূন (১১৮-২০৬ হি.)। ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন, 'আলী ইবনুল মাদীনী, আহমাদ ইবনু হাম্বল প্রমুখ ইমামগণ তার ছাত্র ছিলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাতে লেখা রয়েছে—'বিচারটি না করা হোক।' বললেন, 'করা হয়ে গেছে।' [৬২]

✡ 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক র. থেকে বর্ণিত—বনী ইসরাঈলের এক কাযী মারা গেলো। তখন বাদশা তাদের মাঝে সবচেয়ে ভালো লোকদেরকে সমবেত করলেন। অতঃপর বললেন, 'তোমাদের মাঝ থেকে একশো জন মানুষকে বাছাই করো।' তারা একশো জনকে বাছাই করলো। বাদশা সেই একশো জনকে বললেন, 'তোমরা তোমাদের সেরা দশ জনকে বাছাই করো।' তারা বাছাই করলো। বাদশা সেই দশজনকে বললেন, 'তোমরা তোমাদের সেরা তিনজনকে বাছাই করো।' তারা করলেন। অতঃপর বাদশা সেই তিনজনকে বললেন, 'তোমরা তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম কে, সেটা নির্ধারণ করো।' তারা একজনকে নির্বাচন করলেন। তখন বাদশা তাকে কাযী হওয়ার প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন তার কাছে ওহী এলো—'কেন তুমি বনী ইসরাঈলের কাযী হতে চাচ্ছো না?' তিনি বললেন, 'অজ্ঞাতসারে যুলুম করে ফেলার ভয়ে।' তাকে বলা হলো—'তোমার জন্য একটি নিদর্শন দেওয়া হবে, যার মাধ্যমে ইনসাফ ও যুলুম বুঝতে পারবে। তোমার ঘরের এমন জায়গায় একটি লোহা স্থাপন করো, যেটা সচরাচর হাত দিয়ে নাগাল পাও। যদি ইনসাফের সঙ্গে ফয়সালা করো, তখন ঘরে এসে সেটা ছুঁতে পারবে। আর যদি যুলুম করে ফেলো, তবে সে-দিন সেটার নাগাল পাবে না।' তখন তিনি রাজি হলেন এবং কাযীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। কাজ শেষ করে ঘরে এসে লোহাটা ছুঁয়ে দেখলেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন।

একদিন বিচারকার্য শেষ করে ঘরে এসে দেখলেন, লোহাটি নাগাল পাচ্ছেন না। তখন প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। বুঝতে পারছিলেন না, কী হয়ে গেলো! তখন তার কাছে ওহী এলো—'দু'জন লোক তোমার কাছে বিচার নিয়ে এসেছিলো। তুমি মনে মনে কামনা করেছিলে, যেন ফয়সালা তাদের একজনের পক্ষে যায়, অন্যজনের পক্ষে না-যায়।' এ-কথা শুনে তিনি বললেন, 'প্রভু, এটা আমার কেবল মনে এসেছিলো। কাজে বাস্তবায়ন করিনি!' কেবল মনে আসার কারণেই যদি এই দশা হয়, কাজে পরিণত করলে কী হতো! এরপর তিনি কাযীর দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন। [৬৩]

---

[৬২] কারণ, তার আশঙ্কা ছিলো, চিঠিটি ন্যায়বিচারে বাধা হতে পারে। সে-কারণে বিচার শেষ না-করে খোলেননি। এটা দ্বারা হাফস ইবনু গিয়াসের ইনসাফ ও খোদাভীতিরই প্রমাণ পাওয়া যায়।

[৬৩] এটির সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। ঘটনা সত্য হোক না হোক, বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব যে যথেষ্ট গুরুতর ও ভয়ংকর, সেটা প্রতিষ্ঠিত সত্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

✡ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল র. বলেন, 'হাসান ইবনু রবী' [৬৪] সীমান্ত এলাকার দিকে যাচ্ছিলেন। আমি তাকে আনবার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম। ইতিমধ্যে রবী' নাখখাস এলো। সে হাসানের কাছে একটি চিঠি দিলো। চিঠির শিরোনাম ছিলো—'বরবার, মূসা ইবনু দাউদ, তারাসূসের কাযী।' হাসান চিঠিটি মাঠিতে রেখে চলে গেলেন।'

✡ এক লোক আবূ ওয়ায়িলের [৬৫] কাছে এসে বললো, 'আপনার ভাতিজা বাজারের দায়িত্বে নিয়োগ পেয়েছে।' তিনি বললেন, 'এরচেয়ে যদি তার মৃত্যুসংবাদ নিয়ে আসতে, সেটা বেশি ভালো লাগতো। আমি চাই না তাদের কামাইয়ের কোনো কিছু আমার রক্ত ও মাংসে প্রবেশ করুক।'

✡ যখন ওয়ায়িল কাযীর দায়িত্ব পেলেন, আবূ ওয়ায়িল বললেন, 'ভালো। তবে ওয়ায়িলের আনা কোনো কিছু আমাকে খাওয়াবে না।'

✡ আবূ নু'আইম বলেন, 'আমি সুফিয়ান সাওরী র.-কে বলতে শুনেছি—'আমি এমন এক লোককে চিনি, যদি তার পায়ের রগ আকাশের সঙ্গে বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়, তবুও শাসকদের কাছে যাবে না।' আবূ নু'আইম বলেন, 'আমাদের সবার বিশ্বাস ছিলো, উনি নিজের কথাই বলছেন।'

✡ আবূ দাউদ আল-হাফারী [৬৬] বলেন, 'যদি আমি নাস্তার সময় দু' টুকরো রুটি পাই, তবে আবূ জা'ফরের রাজত্বের মাটি পড়ুক।'

✡ মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি'র [৬৭] স্ত্রী তাকে বললেন, 'খলীফা আপনার মর্যাদা জানেন। যদি তার কাছে যেতেন!' মুহাম্মাদ স্ত্রীকে বললেন, 'যত দিন পর্যন্ত আমাকে সিরকা আর কলাইয়ের ওপর সন্তুষ্ট দেখবে, তত দিন পর্যন্ত ওটা (শাসকের কাছে

---

[৬৪] কুফার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ইমাম হাসান ইবনুর রবী' (মৃ. ২২১ হি.)। বুখারী, মুসলিম, দারেমীসহ বড় বড় ইমামগণ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[৬৫] শাকীক ইবনু সালামা কুফী (১-৮২ হি.)। তিনি প্রথম সারির তাবি'ঈ ছিলেন। নবীজী ﷺ-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু তাঁকে দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হন। যুবক হওয়ার পরে মাদীনাতে আসেন এবং সাহাবীদের কাছ থেকে 'ইলম শেখেন। কিছু দিন কুফার বাইতুল মালের দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু সততা ও তাকওয়ার কারণে বেশি দিন থাকা সম্ভব হয়নি। ফলে ভাতিজার ব্যাপারে তার মন্তব্য অভিজ্ঞতাপ্রসূত ছিলো, অতিরঞ্জন ছিলো না।

[৬৬] কুফার ইমাম ও মুহাদ্দিস। মুসলিমসহ অন্যান্য ইমামগণ তার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[৬৭] বসরার ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি' (মৃ. ১২৩ হি.)। আনাস ইবনু মালিক, উবাইদ আল-লাইসীসহ অনেক তাবি'ঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যাওয়া) দেখবে না।'

۞ মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি' র. বলতেন—'বাদশার কাছে যাওয়ার চেয়ে লতাগুল্ম আর মাটি খেয়ে বেঁচে থাকাও অনেক ভালো।'

۞ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল র. বলতেন—'ভালো খাবারের শেষ নেই। উৎকৃষ্ট পোশাকেরও সীমা নেই। জীবন তো মাত্র কয়েক দিন।'

۞ কাসিম ইবনু 'আবদুর রহমান তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, 'উমার ﷺ বলতেন—'মুসলমানদের প্রশাসনের কাজে কোনো বিনিময় নেওয়া যাবে না।"' [৬৮]

۞ ইমাম মাসরূক বিচারকের পদে থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ করতেন না। তিনি বলতেন—'"(আল্লাহর বাণী) নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মুমিনদের কাছ থেকে (জান্নাতের বিনিময়ে) তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন"; পরে আবার সেটা তাদেরকেই দিয়ে দিয়েছেন।'

۞ আবূ রাহহাল আনসারী বলেন, 'আমি হাসানকে দেখেছি, তার কাছে বিচারক হিসেবে বেতন এলো। তিনি সেটা নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। বললেন, 'আমরা আল্লাহর ফয়সালার ক্ষেত্রে বিনিময় গ্রহণ করি না।'

۞ খাইসামা থেকে বর্ণিত—রাসূল ﷺ একজন আনসারী সাহাবীকে একটি যুদ্ধে আমীর বানিয়ে পাঠালেন। ফিরে আসার পরে রাসূল সা. তার কাছ থেকে যুদ্ধের সব খবর নিলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নেতৃত্ব কেমন লাগলো?' তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, যখন আমি আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন অন্য সবার মতো একজন ছিলাম। এরপর দেখতে লাগলাম, তারা আমার আগে ঘোড়ায় চরে না। যখন নামাযে দাঁড়াই, তখন আমি হই ইমাম আর সবাই আমার পেছনে মুক্তাদী হয়। যখন আমি কোথাও থামি, তারাও সেখানে থামে। এভাবে ধীরে ধীরে সব জিনিস বদলে গেলো। একপর্যায়ে আমার কাছে নিজের চেয়ে কাউকে উত্তম মনে হলো না।' রাসূল

[৬৮] ইমাম শাফি'ঈসহ অনেক ফকীহের মত এমনই। কিন্তু অধিকাংশ 'আলিমদের মতে প্রয়োজনের পরিমাণ গ্রহণে সমস্যা নেই। তা ছাড়া আবু বকর ﷺ নিজে গ্রহণ করেছেন। সাহাবীদের মাঝে 'আম্মার ইবনু ইয়াসির, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ, উসমান ইবনু আফফান রা. বিনিময় গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। তবে বর্তমানে এ-সব মাসআলা পাঠকের কাছে অদ্ভুত লাগতে পারে। কারণ, মূল বেতন পরের কথা, এখনকার প্রশাসনের লোকজন হালাল-হারামের পরোয়া করে কে কবে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বললেন, 'নেতৃত্ব অনেক ভয়ংকর বস্তু—তবে আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন। তখন সাহাবী বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আপনি সত্য বলেছেন। আজ থেকে আমি আপনার কিংবা অন্য কারও (নির্দেশে নেতা হয়ে) কাজ করবো না।' [৬৯]

সালাফের অন্যান্য ইমামদের তাকওয়া ও দরবারবিমুখতা

✡ আহমাদ ইবনু হাম্বল র. বলেন, 'আমি মুহাম্মাদ ইবনু 'উয়াইনাকে দেখতাম, সুফিয়ান ইবনু 'উয়াইনার কাছে এসে তাকে ওয়ায করতেন। তার গায়ে থাকতো পশমের জুব্বা।'

✡ সুফিয়ান ইবনু 'উয়াইনা মীনার তাঁবুতে মানুষের উদ্দেশ্যে কথা বলছিলেন। এমন সময় সেখানে মুহাম্মাদ ইবনু 'উয়াইনা আসেন। একটা গদির ওপর মাথা রেখে আবেগ-মথিত কণ্ঠে এ-পঙ্‌ক্তিটি আবৃত্তি করেন :

إني وزنتُ الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فلا (والله ما اتزنا)

> *স্থায়ী বিষয়ের (আখিরাত) সঙ্গে আমি ক্ষণস্থায়ী বিষয়কে (দুনিয়া) তুলনা করে মেলাতে চেয়েছি। আল্লাহর শপথ, আমি হিসাবে ভুল করেছি।*

✡ (খোরাসানের আমীর) ইবনু তাহির ইমাম ফিরইয়াবীর [৭০] কাছে এলেন। ভেতরে আসার অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন না। বললেন, 'তাকে বলে দাও, আমি বাথরুমে যাচ্ছি।' ফিরইয়াবীর ছেলে বাইরে এসে তাকে জানালো। ইবনু তাহির বললেন, 'এই লোক আমার ওপর বাথরুমকে প্রাধান্য দিলো!'

✡ আবূ 'আবদিল মালিক ফারেসী বলেন, 'আমি ইবনু তাহিরের সঙ্গে ছিলাম। আমরা ফিরইয়াবীর কাছে এলাম। আমি ও ফিরইয়াবীর ছেলে তার বাবার কাছে গেলাম। ফিরইয়াবীর ছেলে তার বাবাকে বললেন, 'আব্বাজান, এখানে আমাদের

---

[৬৯] *মুসান্নাফে ইবনু আবী শাইবা* ১২/২১৮; তাবারানীর *মু'জামুল কাবীর* ৪/৪৮; তবে হাদীসটির সনদ যঈফ

[৭০] আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আল-ফিরইয়াবী (১২০-২১২ হি.)। সুফিয়ান সাওরী র.-এর সান্নিধ্যে থেকে 'ইলম অর্জন করেন। ইমাম আহমাদসহ বড় বড় ইমামগণ তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইমাম বুখারীর প্রথম সারির শাইখ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিছু জমিজমা আছে। আর এই লোকটি অনেক শহর জয় করেছে। তিনি এখন আপনার দরজায় এসেছেন আপনাকে সালাম দেবেন বলে।' কিন্তু তিনি (ফিরইয়াবী) সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। বললেন, 'তাকে বলে দাও, আমার প্রস্রাবে সমস্যা—ফলে বারবার বাথরুমে যেতে হয়।' ইবনু তাহিরকে সেটাই জানানো হলো। তিনি বললেন, 'আমি শুধু দু'আ চাওয়ার জন্য এসেছিলাম।' তারপর তিনি দেখা না-করেই চলে গেলেন।'

✡ 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাইরীয [৭১] র. বলতেন, 'শাসকের দরবারে উপস্থিত হলে তাকে নসীহত করা ওয়াজিব।'

✡ মুহাম্মাদ ইবনু মুকাতিল 'আব্বাদানী [৭২] বলেন, 'শাসকের সামনে হক কথা বলা ফরয।'

✡ 'উবাইদ ইবনু 'উমাইর [৭৩] বলেন, 'কোনো ব্যক্তি তাদের (শাসকের) যত কাছে যায়, আল্লাহ তার থেকে তত দূরে চলে যান। সম্পদ যত বাড়ে, তার হিসাবও তত বাড়ে। যার অনুসারী যত বেশি থাকে, তার পেছনে শয়তানও তত বেশি লাগে।'

✡ আমাশ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, 'শাকীক আমাকে বললেন, 'সুলাইমান, আমাদের শাসকদের না আছে মুসলমানদের তাওকয়া, না আছে জাহেলি যুগের লোকদের বুদ্ধি-বিচক্ষণতা। দুটোর একটাও নেই।'

✡ সাহল ইবনু আবী খাদ্দাওয়াইহ [৭৪] র. বলেন, 'আলিমদের ত্রুটির জায়গাটা আমি চিনেছি। কোনো এক প্রয়োজনে আমি ওদের (শাসকদের) দরবারে গিয়েছি। তারপরেও তাদের (আলিমদের) কেউই এ-কারণে আমার সঙ্গে রাগ দেখাননি; দূরত্ব

---

[৭১] 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাইরীয জুমাহী মাক্কী (মৃ. ৯৯ হি.)। তিনি একজন তাবি'ঈ ছিলেন। 'উবাদা ইবনু সামিত, আবু সা'ঈদ খুদরী ﷺ-সহ অনেক সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ছয় ইমামসহ বড় বড় ইমামগণ তার হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন।

[৭২] মুহাম্মাদ ইবনু মুকাতিল 'আব্বাদানী। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক র.-এর শিষ্য। মূসা ইবনু হারূন, আবু 'ইয়ালা প্রমুখের উস্তায। ২৩৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৭৩] সাহাবীপুত্র তাবি'ঈ। নবীজী ﷺ-এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাকে দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হন। সাহাবীদের যুগে তিনি ওয়ায করতেন। ৭৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

[৭৪] বসরার হাফিযে হাদীস ও ইমাম। তার ছাত্রদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন—ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, 'আবদুর রহমান ইবনু মাহদী, আহমাদ ইবনু হাম্বল র.।

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অবলম্বন করেননি।

✡ (মাদীনার কাযী) 'উমার ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনু খালদা [৭৫] রবী'আ ইবনু আবী আবদির রহমানকে ডেকে পাঠালেন। রবী'আ এলে তিনি তাকে বললেন, 'আমি দেখছি, তুমি ফাতওয়া দাও। সামনে থেকে যখনই কেউ এসে তোমার কাছে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করবে, আগে নিজেকে দিয়ে শুরু করবে। নিজের নফসকে ফাতওয়া দেবে।'

✡ আবূ জা'ফর বলেন, 'বিশর ইবনুল হারিস একবার রিফায়ী আল-মাওসিলীর কাছে একটি চিঠি লিখে আমার হাতে দিলেন। আমি সেটা রিফায়ীর কাছে পৌঁছে দিলাম। তাতে লেখা ছিলো—'যিনি আপনাকে প্রকাশ্যে দেখেন, তিনি আপনাকে গোপনেও দেখেন। আমি জানতে পেরেছি, আপনি নাকি কাযীর দরবারে গিয়েছেন! যদি আপনি কাযীর দরবারেই যান, তবে আমরা আপনার কীসের ভাই?'

আবূ জা'ফর বলেন—আমৃত্যু তিনি তাকে আর কোনো চিঠি দেননি।'

রিফায়ী বলেন, 'আমার ছেলেকে কাযী বন্দি করেছিলো। তখন মানুষ প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য আমাকে রাতের বেলা কাযীর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিলো। এ-প্রসঙ্গেই বিশরের চিঠি এসেছিলো।'

✡ তাউস র. বলেন, 'আমি (কাবার) হাতীমে ছিলাম, এমন সময় হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ সেখানে এলেন। ঠিক তখন আরেকজন লোক সেখানে এলো। তার চোখে-মুখে সফরের ক্লান্তির ছাপ। হাজ্জাজ তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোত্থেকে এসেছো?' তিনি বললেন, 'ইয়ামান থেকে।' হাজ্জাজ বললেন, 'মুহাম্মদ ইবনু ইউসুফের কী অবস্থা?' তিনি বললেন, 'যেমনটা আপনাকে আনন্দ দেয়। তিনি মোটাতাজাই আছেন।' হাজ্জাজ বললেন, 'আমি এটা জিজ্ঞাসা করিনি। তার চালচরিত্র, জীবনাচরণ কেমন?' লোকটি বললেন, 'বড় যালিম। প্রচণ্ড অত্যাচারী ও নিপীড়ক।' হাজ্জাজ বললেন, 'তুমি কি জানো, আমি তার ভাই?' লোকটি বললেন, 'আল্লাহর শপথ করে বলুন, আপনি কি আপনার ভাইকে আমার চেয়ে সম্মানিত মনে করেন?' তখন হাজ্জাজ চলে গেলেন। তাউস বলেন—আমি সেদিনের চেয়ে আশ্চর্যজনক দৃশ্য আগে কখনো দেখিনি।'

---

[৭৫] 'আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের যুগে মাদীনার কাযী। তিনি মুহাদ্দিস ছিলেন। আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহসহ অনেক ইমাম তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

✿ ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ বলেন, 'যখন আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দার মাঝে সততা দেখতে পান, আকাশ ও মাটি দুটো একসাথে মিশে গেলেও তার জন্য রাস্তা বের করে দেন।' ৭৬

✿ বিশর বলেন, 'আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দাকে অপছন্দ করেন, দুনিয়ার ভোগবিলাসে মত্ত মানুষদের মাঝে ছেড়ে দেন।'

✿ মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন র. বলতেন—'শাসকের কোনো চিঠি বহন কোরো না। যতক্ষণ না জানো, সেটার ভেতরে কী লেখা।'

✿ ইবরাহীম ইবনু আবী সালিহ বলেন, 'আমরা ইউসুফ ইবনু আসবাতের কাছে ছিলাম। সেখান থেকে মিসসীসার দিকে রওনা হলাম। তিনি আমাদের সঙ্গে বের হলেন। অনেকদূর এগিয়ে দিয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। এমন সময় এক লোক একটি চিঠি নিয়ে এলো। বললো, 'এটা মিসসীসাতে পৌঁছে দিন।' ইউসুফ তাকে দেখে আমাদেরকে বললেন, 'তার চিঠি নিয়ো না।' আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন?' বলা হলো—'সে (খলীফা) আবদুল মালিকের লোক।'

✿ মুআবিয়া ইবনু 'আমর বলেন, 'কায়িস নামের একজন ব্যক্তি ছিলেন। একদিন হঠাৎ তিনি ও তার সঙ্গীরা সমুদ্রে ঝড়ের কবলে পড়লেন। তিনি বললেন, 'তোমরা ডুবে যাওয়ার ভয় করছো? আমরা (এত নিকৃষ্ট যে) ডুবে মরারও উপযুক্ত নই।'

✿ মূসা ইবনু 'উবাইদা রাবাযী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মানুষ তাকে দেখতে তার কাছে আসতে লাগলো। লোকেরা (খোরাসানের আমীর) মু'আয ইবনু মুসলিমকে বললো, 'আপনিও যদি তাকে একটু দেখে আসতেন।' তিনি বললেন, 'চলো, সবাই মিলে যাই।'

মু'আয ঘরে ঢুকে সালাম দিলেন। চারদিকে সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়লো। মূসা বললেন, 'কে? আপনি কে?' তিনি বললেন, 'আমি মু'আয ইবনু মুসলিম।' মূসা বললেন, 'আপনি? আপনাকে স্বাগত জানাতে পারছি না। যারা আপনাকে নিয়ে এসেছে, তাদেরও স্বাগত জানাতে পারছি না।' মু'আয বললেন, 'আমি আপনার জন্য দুইশো স্বর্ণমুদ্রা বরাদ্দ দিয়েছি।' এ-কথা শুনে মূসা অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। বললেন, 'আল্লাহর ওয়াস্তে

[৭৬] ইমাম আহমাদের আয-যুহদ ২৯৬

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আপনি চলে যান।' মু'আয বলেন, 'আমি বের হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি আর আমার দিকে তাকালেনই না। আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহর শপথ, এত বড় লাঞ্ছনার শিকার জীবনে আর কখনো হইনি।'

✡ ইমাম আওযা'ঈ র. বলেন, 'যে-আলিম শাসকের দরবারে যায়, আল্লাহর কাছে তার চেয়ে ঘৃণিত আর কিছু নেই।'

✡ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল র. যখন আবূ 'আবদুর রহমান 'উমারীর [৭৭] ব্যাপারে আলোচনা করতেন, তখন বলতেন, 'তিনি তাদের (শাসকের) ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন।'

✡ একবার 'উমারী র. বাগদাদে খলীফা হারূনুর রশীদের দরবারে গিয়ে তাকে উপদেশ দিতে মনস্থ করলেন। খলীফা তখন কুফার গভর্নরের কাছে পত্র লিখে পাঠালেন—'তাকে আমার কাছে আসতে দিয়ো না। মরুভূমির দিকেও যেতে দিয়ো না (কয়েদ করো)।' সুফিয়ান সাওরী র. এ-ব্যাপারে জানতে পেরে তার মুক্তির প্রত্যাশা করলেন। ফলে তিনি ফিরে গেলেন।

✡ মুসাইয়্যিব ইবনু ওয়াজিহ বলেন, 'একবার খলীফা হারূনুর রশীদ অন্দরমহলে ছিলেন। তখন আবূ 'আবদুর রহমান 'উমারী তার দিকে হাতের ইশারা করে লিপিত পঙ্‌ক্তিগুলো আবৃত্তি করলেন :

لله در ذوي العقول ... والحرص في طلب الفضول

سلاب أكسية الأرامل ... واليتامى والكهول

والجامعين المكثرين ... من الخيانة والغلول

وضعوا عقولهم من ... الدنيا بمدرجة السيول

ولهوا بأطراف الفروع ... وأغفلوا علم الأصول

[৭৭] 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ-এর বংশধর বিখ্যাত 'আলিম, যাহিদ ও 'আবিদ ইমাম। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক, সুফিয়ান ইবনু 'উয়াইনা প্রমুখের উসতায। তিনি কম হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক ও কঠোর ছিলেন। শাসকের বিরুদ্ধে মুখের জিহাদে অগ্রগামী ছিলেন। সত্য প্রকাশে কারও পরোয়া করতেন না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ولهوا بأطراف الفروع وأغفلوا علم الأصول

وتتبعوا جمع الحطام وفارقوا أثر الرسول

> *আশ্চর্য লাগে, ও-সব লোকের ব্যাপারে, যাদের আল্লাহ বিবেক দিয়েছেন, সম্মান ও মর্যাদার প্রতি যাদের আগ্রহও আছে, সে-সব লোকেরা কী করে বিধবা, ইয়াতীম ও বৃদ্ধদের পোশাক কেড়ে নেয়? কীভাবে বিভিন্ন প্রতারণা, খেয়ানত ও ঠকবাজিতে লিপ্ত থাকে? আসলে তাদের বিবেকটাকে তারা স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়ে দিয়েছে। প্রকৃত বুদ্ধিত মত্তা ও জ্ঞান পরিত্যাগ করে অর্থহীন বিষয়ে বুঁদ থেকেছে। নবীজীর দেখানো-পথ ছেড়ে পার্থিব জগতের তুচ্ছ সম্পত্তির পেছনে লালায়িত হয়ে ছুটেছে।*

একবার খলীফা হারূনুর রশীদ মাদীনায় এলেন। নবীজী ﷺ-এর মিম্বরে উঠে খুতবা দিতে লাগলেন। তখন 'উমারী দাঁড়িয়ে খলীফার উদ্দেশ্যে বললেন, 'আল্লাহর রাসূলের মিম্বরে উঠে মিথ্যাচার করবেন না।'

۞ ইবনু আওন র. মুহাম্মাদ র. থেকে বর্ণনা করেছেন—'যদি আমীর (শাসক) তোমাকে কুরআন তিলাওয়াত করতে ডাকে, তবে তার ডাকে সাড়া দিয়ো না।

۞ বাকর ইবনু খুনাইস থেকে বর্ণিত—হাসান র. ওয়াসিত অঞ্চলে ইবনু হুবাইরার দরবারের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, অনেক মানুষ সেখানে কাজের সন্ধানে অপেক্ষমাণ। তিনি বললেন, 'তারা মাথায় পাতলা পাগড়ি বেঁধেছে। গায়ে সুন্দর কাপড় পড়েছে। 'আমানত' বিক্রি করে দিয়ে 'ইমারত' (নেতৃত্ব) চাইতে এসেছে। তারা শান্তি ও নিরাপদে ছিলো, অথচ এখানে মুসীবত ডাকতে এসেছে। তারা মৌজমস্তি করার জন্য উন্মত্ত। ফলে তাদের নেক 'আমাল বরবাদ হয়ে গেছে। তাদের উপরের লোকদেরকে তারা ভয় পায় আর নিচের লোকদেরকে যুলুম করে। দ্বীনকে জীর্ণ-শীর্ণ করে ঘোড়াকে মোটাতাজা করে। কবরকে সংকীর্ণ করে সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করে। যে-সব গদিতে তারা হেলান দিয়ে বসে, সেগুলো অন্যায়ের টাকা দিয়ে ভরা; পরিচারকগণ তাদের নিয়ে ঠাট্টা করে। তাদের খাবারদাবার হারাম উৎস থেকে আসে। কখনো টক কখনো মিষ্টি, কখনো গরম কখনো ঠান্ডা, কখনো শুকনো কখনো ভেজ—নানা রকম খাবারে তাদের উদরপূর্তি চলতেই থাকে। ফলে তাদের বদহজম হয়। দাসীকে বলতে থাকে—'হজমের ঔষধ দাও।' অথচ ওই আহমক জানে না, দ্বীনকে তারা কত আগেই হজম

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করে ফেলেছে! সময় ফুরানোর পরে আগামীকাল যখন নিজের কৃতকর্ম দেখবে, নিজেই লজ্জা পাবে। কিন্তু তখন সে-লজ্জা কোনো কাজে আসবে না।'

✡ 'আবদুল্লাহ ইবনু দাউদ বলতেন [৭৮]—'যে-ব্যক্তি শাসকের কাছে যায়, সে লাঞ্ছিত হয়।'

✡ রবাহ ইবনু যায়িদ বলেন, 'হাজ্জাজের যুগে আবূ ওয়ায়িল শাকীক ইবনু সালাম হাতে লাঠি নিয়ে বেড়াতেন। যখন হাজ্জাজ মারা গেলো, লাঠিটি ফেলে দিলেন।' তিনি আরও বলেন, 'আমার কাছে সংবাদ এসেছে—ইবনু আউনও আবূ জা'ফরের যুগে লাঠি বহন করতেন।'

✡ মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন [৭৯] র. বলতেন—'যদি কোনো শাসক তোমাকে কুরআনের একটি সূরা পড়তেও ডাকে, তার ডাকে সাড়া দিয়ো না।'

✡ ইউনুস ইবনু 'উবাইদ র. বলেন, 'আমি তিন ধরনের লোকের সঙ্গে বসতে পছন্দ করি না। এক. শাসক; যদি সে আমাকে কুরআন পড়তেও বলে, তবুও তার সঙ্গে বসতে পছন্দ করি না। দুই. গাইরে মাহরাম নারী। তিন. বিদআতী।

✡ মিহরিয ইবনু ইয়াসার বলেন, 'খলীফা আবূ জা'ফরের যুগে সাওয়ার ইবনু 'আবদুল্লাহ আমাদের অঞ্চলে বিচারক হিসেবে এলেন। অতঃপর সাল্লাম ইবনু আবী মুতীকে খবর দিলেন—'আমার কাছে আসুন। আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে।' সাল্লাম তার কাছে না এসে পরামর্শের জন্য ইউনুস ইবনু 'উবাইদের কাছে গেলেন। গিয়ে দেখলেন তিলাওয়াত শেষ করে তিনি কুরআন গুছিয়ে রাখছিলেন। বললেন, 'সাওয়ার ইবনু 'আবদুল্লাহ আমাকে পরামর্শের জন্য ডেকেছে। এ-ব্যাপারে আপনার কী মত?' তিনি বললেন, 'যদি সে তোমাকে কুরআন পড়তে ডাকে, তাও যেয়ো না!'

---

[৭৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু দাউদ খুরাইবী। বিশর হাফীসহ অসংখ্য ইমামের উসতায। বুখারী তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[৭৯] জগদ্বিখ্যাত ইমাম, তাবি'ঈদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ ইবনু সীরীন র.। উসমান ইবনু আফফান ﷺ-এর খিলাফতের যুগে মাদীনাতে জন্মগ্রহণ করেন। আনাস ইবনু মালিক, যায়িদ ইবনু সাবিত, আবূ হুরাইরা ﷺ-সহ অসংখ্য সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। 'ইলম ও হাদীসের ক্ষেত্রে যেমন তিনি প্রসিদ্ধ, তারচেয়েও বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেন 'ইবাদাত, খোদাভীতি, ইখলাস, দুনিয়া-ত্যাগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে। স্বপ্নের তা'বীর করার ক্ষেত্রে তিনি তাওফীকপ্রাপ্ত ছিলেন। তবে স্বপ্নের তা'বীরের ওপর তার নামে প্রচলিত গ্রন্থটি তার নয়। শাসকদের কাছ থেকে তিনি সর্বাত্মক দূরত্ব অবলম্বন করতেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

✡ আবূ সালামা মূসা ইবনু ইসমাঈল বর্ণনা করেন, 'হাম্মাদ ইবনু সালামা আমাকে বলেছেন—'শাসক যদি তোমাকে কুরআন পড়তে ডাকে, তাও যাবে না।'

✡ মাইমূন ইবনু মিহরান বলেন, 'শাসককে চিনতে যেয়ো না। তাকে যে চেনে, তাকেও চিনো না।'

✡ 'আলী ইবনু শু'আইব বলেন, 'আমি ইবনু হারবকে বলতে শুনেছি—শাসকদের সঙ্গে কোনো কিছুতে জড়িয়ো না।'

✡ খালাফ ইবনু তামীম বলেন, 'আমি 'উবাইদুল্লাহ ওয়াস সাফীকে বললাম, 'আপনি যদি আবূ জা'ফরের দরবারে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলেন, হতে পারে, আল্লাহ তাআলা আপনার কথার মাধ্যমে তাকে উপকৃত করবেন।' তিনি বললেন, 'তাকে যদি আমি বলি—'আল্লাহ আপনাকে ভালো রাখুন', ফেরেশতারা আমাকে বলবেন, 'আল্লাহ তোমাকে ভালো না রাখুন।' এটা কীভাবে করতে পারি?'

✡ আবূ ইসহাক ফাজারী বলেন, 'আমি হারূনুর রশীদের দরবারে গিয়েছিলাম। ঢোকা থেকে বের হওয়ার পর্যন্ত তার জন্য একটি দু'আও করিনি। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো—'আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করুন'—এই দু'আটাও করেননি?' তিনি বললেন, 'না।'

✡ আইয়ূব সাখতিয়ানী র. বর্ণনা করেন—'ইবনু সিরীন র. (আমীর) ইবনু হুবাইরার দরবারে যান; কিন্তু তিনি তাকে সালাম দেননি।'

✡ ইমাম ওয়াকী [৮০] র.-কে বিচারকের পদ দেওয়া হলো, কিন্তু তিনি সেটা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। যুক্তি হিসেবে বললেন, 'আমার এই চোখে ছানি পড়েছে।' অতঃপর হাতের আঙ্গুল দিয়ে দ্বিতীয় চোখের দিকে ইশারা করে বললেন, 'আর 'এটা' দিয়ে কিছুই দেখি না ('এটা' বলতে তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন আঙ্গুল; মানুষ বুঝেছে চোখ)।' তখন তার গায়ে ছিলো তিনটি রৌপ্যমুদ্রার মূল্যের একটি পোশাক।

✡ শু'আইব ইবনু হারব বলেন, 'যখন তাদের (শাসকের) কানে খবর পৌঁছে যে,

[৮০] ইরাকের মুহাদ্দিস ইমাম ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ। ইমাম মালিক, আ'মাশ, আওযা'ঈ, সুফিয়ান সাওরী প্রমুখের কাছে 'ইলম অর্জন করেছেন। তার প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মাঝে রয়েছেন—'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ প্রমুখ। শাসকের কাছ থেকে তিনি দূরে থাকতেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কেউ তাদের সমালোচনা করেছে, তারা তার বাড়িতে বিশেষ সেনা পাঠিয়ে ডেকে নেয়। এমন একটি ঘটনা ঘটেছে বসরাতে। রাজদরবারে খবর গেলো—এক লোক তাদের সমালোচনা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়িতে সৈন্য এলো। তাকে ধরে হারূনুর রশীদের দরবারে নিয়ে যাওয়া হলো। 'উমার ইবনু বাযী তখন বাদশার মাথার কাছে ছিলো। সে লোকটিকে বলতে লাগলো, 'তুমি আমাদের সমালোচনা করো! আমাদের ব্যাপারে এটা-সেটা বলো!' তখন লোকটি বললো, 'আপনার যা করার করে ফেলুন। আল্লাহর শপথ, যদি আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় পেতাম, তবে আপনার সমালোচনা করতাম না।' এ-কথা শুনে খলীফা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'তাকে বের করে দাও। সে আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে!'

✡ একবার 'উমারী র. খলীফা হারূনুর রশীদের কাছে গেলেন। খলীফা পথেই তার জন্য দাঁড়ালেন। 'উমারী তাকে বললেন, 'আপনি এটা করেছেন, আপনি ওটা করেছেন।' খলীফা তাকে বললেন, 'আপনি কী চান এখন?' তিনি বললেন, 'এভাবে করুন, ওভাবে করুন।' হারূনুর রশীদ বললেন, 'ঠিক আছে, চাচাজান; ঠিক আছে।

✡ ইমাম আওযা'ঈ র. বলেন, 'আমি একবার আবূ জা'ফরের দরবারে গিয়ে তাকে কিছু শক্ত কথা শোনালাম।' তিনি আমাকে বললেন, 'আফসোস! সর্বনাশ!'

✡ আওযা'ঈ বলেন, 'আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আলীর দরবারে গেলাম। জল্লাদরা তরবারি হাতে দণ্ডায়মান ছিলো। আমার বসার জন্য একটি চেয়ার দেওয়া হলো। খলীফ আমাকে বললেন, 'বনু উমাইয়ার রক্তের (অর্থাৎ তাদেরকে হত্যার) ব্যাপারে আপনার মতামত কী?' তখন আমি প্রসঙ্গ পাল্টে অন্য বিষয়ে কথা বলতে লাগলাম। তিনি বললেন, 'ধুত্তোর, এগুলো বাদ দিন। তাদের রক্তের ব্যাপারে কী বলেন?' আমি বললাম, 'আপনার জন্য তাদের রক্তপাত করা হালাল হবে না।' তিনি বললেন, 'কী বলছেন এ-সব? কেন?' আওযা'ঈ বললেন, 'কারণ, রাসূল ﷺ মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা ﷺ-কে যখন পাঠিয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন—"যতক্ষণ না মানুষ কালিমার সাক্ষ্য দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে; যখন তারা কালিমা পাঠ করবে, তখন শর'ঈ কিসাস ছাড়া তাদের রক্ত ও সম্পদ স্পর্শ করা হারাম হয়ে যাবে। আর তাদের চূড়ান্ত হিসাব থাকবে আল্লাহর হাতে।"' এ-কথা শুনে খলীফা বললেন, 'আমরা কি এই খেলাফত আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে পাইনি? সিফফীনের

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ময়দানে এই অধিকারের জন্য কি 'আলী ﷺ লড়াই করেননি?' আওযা'ঈ র. বললেন, 'যদি আপনাদের এই খিলাফত আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে হতো, তবে 'আলী ﷺ কখনোই সিফফীনের যুদ্ধ শেষে দুই মিমাংসাকারীর সিদ্ধান্ত মেনে নিতেন না।' খলীফা বললেন, 'চলে যান এখান থেকে।' [৮১] আওযা'ঈ বলেন, 'সে-দিন আমার মনে হয়েছিলো, ওখান থেকে লাশ হয়েই বের হতে হবে।'

✡ জা'ফর খাযযায [৮২] বলেন, 'আমি একজন হাশেমী বংশের লোককে বললাম, 'আপনার বংশ-মর্যাদা তাকওয়ার মুখাপেক্ষী, কিন্তু মুত্তাকী ব্যক্তি বংশ-মর্যাদার মুখাপেক্ষী নয়।' তিনি বললেন, 'আপনি সঠিক বলেছেন।'

✡ খলীফা সুলাইমান ইবনু আবদিল মালিক মাদীনাতে এলেন। তার সঙ্গে ছিলেন ইমাম ইবনু শিহাব যুহরী র.। মাদীনায় এসে তিনি আবূ হাযিম [৮৩] র.-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে খলীফা তাকে সম্বোধন করে বললেন, 'আবূ হাযিম, আমাদের এই (দ্বীনী দুরবস্থা ও সালেহীনদের আমাদের থেকে দূরত্ব অবলম্বনজনিত) সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় কী?' তিনি বললেন, 'খুব সহজ! হালালভাবে সম্পদ উপার্জন করুন। ন্যায়ানুগভাবে সেটা বণ্টন করুন।' তখন যুহরী বললেন, 'ইনি অনেক বছর যাবৎ আমার প্রতিবেশী। অথচ আমার জানাই ছিলো না, ইনি এত 'ইলম ও যুহদের অধিকারী।' তখন আবূ হাযিম বললেন, 'যদি আমি ধনী হতাম, তবে ঠিকই চিনতেন ও জানতেন!'

খলীফা সুলাইমান বললেন, 'আবূ হাযিম, উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, 'আপনি আপনার প্রাসাদের দরজায়-থাকা মানুষগুলোকে দেখুন (অর্থাৎ কাদের আপনার কাছে রাখবেন)। যদি ভালো লোকদেরকে কাছে আনেন, তবে খারাপ লোকেরা এমনিতেই দূর হয়ে যাবে। আর যদি খারাপ লোকদেরকে কাছে আনেন, তবে ভালো লোকগুলি দূরে সরে যাবে।' অতঃপর খলীফা তাকে বললেন, 'আপনার প্রয়োজন পেশ করুন।'

---

[৮১] 'আলী রা. খিলাফতের প্রকৃত উত্তরাধিকারী আর বনু উমাইয়ারা ছিলো খিলাফতের জবরদখলকারী এমন বিশ্বাস খণ্ডন করতেই ইমাম এই যুক্তি দিয়েছেন। কারণ, তেমন হলে মুআবিয়া ﷺ-এর সঙ্গে 'আলী ﷺ-এর যুদ্ধে জড়াতে হতো না, মুআবিয়া ﷺ-এর শাসনকে স্বীকৃতি দিতে হতো না; রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে হত্যা করে ফেলতে পারতেন।

[৮২] মুহাদ্দিস। *মুসনাদ* ও *মুওয়াত্তার* বর্ণনাকারী।

[৮৩] মাদীনার বড় 'আলিম ও ইমাম সালামা ইবনু দীনার র.। অনেক সাহাবী ও তাবি'ঈর কাছ থেকে 'ইলম অর্জন করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—সাহল ইবনু সা'দ, সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব প্রমুখ। তিনি বড় মাপের যাহিদ, 'আবিদ ও ওয়ায়িয ছিলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবূ হাযিম বললেন, 'আমার প্রয়োজন আমি এমন এক সত্তার কাছে পেশ করেছি, যাঁর কাছে সমস্ত প্রয়োজন মন খুলে দ্বিধাহীন চিত্তে তুলে ধরা যায়। তিনি যা দেন, তা-ই আমি গ্রহণ করি। আর তিনি যা না-দেন, তাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকি।'

✡ সুলাইমান ইবনু আবদিল মালিক মাক্কা যাচ্ছিলেন। পথে মাদীনাতে যাত্রাবিরতি দিলেন। সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাদীনাতে এমন কেউ জীবিত আছেন কি, যিনি নবীজীর সাহাবীদেরকে দেখেছেন?' তাকে বলা হলো— 'আবূ হাযিম আছেন।' তখন খলীফা তাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি দরবারে উপস্থিত হলে খলীফা বললেন, 'আবূ হাযিম, কেন দূরে দূরে থাকেন?' আবূ হাযিম বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন, কই দূরে দূরে থাকি?' খলীফা বললেন, 'মাদীনার গণ্যমান্য সবাই আমার সঙ্গে সাক্ষাতে এসেছে, কিন্তু আপনি আসেননি।' তিনি বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহর দোহাই লাগে, এমন কিছু বলবেন না, যা হয়নি। আমি হলফ করে বলতে পারি, আপনি আমাকে ইতঃপূর্বে চিনতেন না। আমিও আপনাকে কোনো দিন দেখিনি।' তখন সুলাইমান ইমাম ইবনু শিহাব যুহরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শাইখ ঠিক বলেছেন। আমি ভুল বলেছি।' কথার এক পর্যায়ে সুলাইমান বললেন, 'আবূ হাযিম, মৃত্যু আমাদের ভালো লাগে না কেন?' তিনি বললেন, 'কারণ, আপনারা আপনাদের আখিরাতকে বিরান করে ফেলেছেন আর দুনিয়াকে আবাদ করেছেন। আবাদ জায়গা থেকে বিরান জায়গায় যেতে কার ভালো লাগে!'

✡ ইবনু আবী যি'ব (খলীফা) আবূ জা'ফরের দরবারে গেলেন। সেখানে মাদীনার গভর্নর (ইবনু আবী যি'বের ভাই) হাসান ইবনু যায়েদও উপস্থিত ছিলেন। খলীফা তাকে লক্ষ করে বললেন, 'আবুল হারিস, হাসানের ব্যাপারে আপনার মতামত কী?' তিনি বললেন, 'ঠিক করে, আবার ভুলও করে।' খলীফা বললেন, 'এ-কথা বাদ দিন। এমন ঠিক ও ভুল তো নবীগণও করেন। ইচ্ছা করে ভুল (অন্যায়) করে কি না?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, করেন।' কিছুক্ষণ পরে হাসান খলীফাকে লক্ষ করে বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন, আবুল হারিসকে যদি আপনার নিজের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তারও জবাব পাবেন।' আবূ জা'ফর তখন তাকে লক্ষ করে বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন সম্পর্কে আপনার মত কী?' ইবনু আবী যি'ব বলেন, 'আমাকে এমন প্রশ্ন থেকে অব্যাহতি দিন।' তিনি বললেন, 'না, বলুন।' ইবনু আবী যি'ব বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন,

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমাকে এমন প্রশ্ন থেকে রেহাই দিন।' আবূ জা'ফর বললেন, 'না, আপনাকে বলতেই হবে।' অগত্যা ইবনু আবী যি'ব বললেন, 'বললে না-বলে উপায় নেই যে, তিনিও যুলুম করেন!' এ-কথা শুনে খলীফা রেগে গেলেন। ইবনু আবী যি'বের কাছে এসে বললেন, 'তুমি এগুলোর কী বুঝবে? ছোট ছোট ভুলগুলোই কেবল তোমাদের চোখে পড়ে। আর আমাদের পর্বতপ্রমাণ নেক ও কল্যাণকর জিনিসগুলো ভুলে যাও। এই যে মুসলিম-রাষ্ট্র, পথঘাট, মসজিদ-মাদরাসা—এগুলো কে করেছে?' [৮৪]

✡ মাইমূন বলেন, 'যখন আমরা দরজার কাছাকাছি পৌঁছুলাম কিংবা (বললেন) বেরিয়ে গেলাম, তখন ইবনু 'উমার বললেন, 'আল্লাহর শপথ, যদি তোমাদের আয়ের মাঝে কোনো পাপ না থাকে, ব্যয়ের মাঝে পুণ্য থাকে, তবে তোমরা অন্যান্য মানুষের চেয়ে অনেক এগিয়ে গেলে।'

✡ 'আবদুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইবনু আনউম [৮৫] একদিন (খলীফা) আবূ জা'ফরের দরবারে গেলেন। খলীফা তাকে বললেন, 'ইবনু আনউম, আপনি কি এমন প্রভুর প্রশংসা করেন না, যিনি আপনাকে হিশাম ও হিশামের আত্মীয়-স্বজনের দরজা থেকে মুক্তি দিয়েছে? তাদের দরজায় যা দেখতেন, সেগুলো দেখা থেকে রেহাই দিয়েছে?' তখন তিনি জবাবে বললেন, 'হিশামের দরজায় যে-সব জিনিস দেখতাম, খুব কমই এমন আছে, যা এখনো দেখি না (অর্থাৎ সেগুলোই দেখছি)।' শুনে আবূ জা'ফর রাগে চুপ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি জানেন, আপনার কথাকে আমি মূল্যায়ন করি। তারপরেও আপনার প্রয়োজন আমাকে বলেন না কেন?' তিনি বললেন, 'বাদশা হলো বাজারের মতো। প্রত্যেক বাজারে সেই জিনিসই নেওয়া হয়, যেটা সেখানে চলে।' তার এ-কথা শুনে আবূ জা'ফর আরও ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, 'আপনি বোধহয় আর থাকতে চাচ্ছেন না?' তিনি বললেন, 'সম্পদ ও সম্মান তো আপনাদের মতো মানুষের সাথে থাকার ভেতরেই। কিন্তু আমি আমার

---

[৮৪] এ-সব জনকল্যাণমূলক কাজের দ্বারা যুলুম বৈধতা পায় না। দুটো স্বতন্ত্র বিষয়। শাসনের গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়ার শুরু থেকেই শাসকের জন্য দেশ ও মানুষের মৌলিক সেবা করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে এটা তার দায়িত্ব, অনুগ্রহ নয়। অপরদিকে যুলুম থেকে দূরে থাকাও শাসকের দ্বীনী ও দুনিয়াবী দায়িত্ব, এটাও অনুগ্রহ নয়। দুনিয়া ও আখিরাতে এগুলোর প্রত্যেকটির আলাদা করে হিসাব দিতে হবে।

[৮৫] আফ্রিকার প্রথম সারির ইমাম ও মুহাদ্দিস 'আবদুর রহমান ইবনু আন'উম আল-আফরিকী। তিনি কয়েকজন তাবি'ঈর কাছ থেকে 'ইলম অর্জন করেন। আবূ কাফর খলীফা হওয়ার আগে তার সাথি ও বন্ধু ছিলেন। পরবর্তীতে আফ্রিকাতে তিনি কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। একবার ইরাকে এসে আবূ জা'ফরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে খলীফা তাকে বাগদাদে থেকে যেতে বলেন, কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানান। এটা খুব সম্ভব সেই সময়ের ঘটনা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একজন বৃদ্ধাকে রেখে এসেছি। তার কাছে ফিরে যেতে চাই।' খলীফা বললেন, 'ঠিক আছে, যান। অনুমতি দিলাম।' তখন তিনি উঠে চলে এলেন।

۞ সালিহ আল-মুররী [৮৬] একদিন খলীফা মাহদীর দরবারে গেলেন। খলীফাকে সম্বোধন করে বললেন, 'আমি আপনাকে কিছু কথা বলবো। আল্লাহর ওয়াস্তে শান্ত থেকে শুনবেন। কারণ, যে-ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নসীহতের তিক্ততা হজম করে, আল্লাহর বাণীর জন্য সে-ই সবচেয়ে উপযুক্ত। আর যিনি আল্লাহর রাসূলের বংশের মানুষ, তার জন্য সবার আগে উচিত রাসূলের চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া, তাঁর নির্দেশিত পথে চলা। আল্লাহ তাআলা আপনাকে যতটা 'ইলম দিয়েছেন, বিবেক দিয়েছেন, তারপর আপনার আর কোনো অজুহাত থাকতে পারে না; সুতরাং নিজের পক্ষে নিজে যতই যুক্তি দাঁড় করাবেন, সাফাই গাইবেন, আল্লাহর দলিলের সামনে সেটার কোনো মূল্য নেই। আপনি হককে যতটা এড়িয়ে চলবেন, বাতিলের পথে যতটা অগ্রসর হবেন, আপনার ওপর আল্লাহর আযাব ও গযব ততটাই বাড়বে।

মনে রাখবেন, মুসলিম উম্মাহর ওপর যারা স্বৈরাচার কায়েম করবে, স্বয়ং আল্লাহর রাসূল তার বিপক্ষে বাদী হবেন। আর আল্লাহর রাসূল সা. যার বিপক্ষে দাঁড়াবেন, আল্লাহও তার বিপক্ষে দাঁড়াবেন। সুতরাং হয় আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে আদালতে দাঁড়িয়ে বলার মতো দলীল-প্রমাণ প্রস্তুত করুন, নয়তো ধ্বংসের জন্য প্রস্তুতি নিন।

প্রবৃত্তির প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকুন। কেননা, কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবার শেষে উঠে দাঁড়াবে, যার প্রবৃত্তি তাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেছে। আর কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে দৃঢ়পদ থাকবে, যে আল্লাহর শরী'অত পালনে সবচেয়ে বেশি ইয়াকীন ও দৃঢ়তার অধিকারী। আপনার মতো মানুষ সরাসরি আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়ার মতো দুঃসাহস দেখায় না। কিন্তু এমন মানুষের কাছে অনেক সময় মন্দটা ভালোর খোলসে প্রকাশ পায়। তখন এক শ্রেণির ধান্দাবাজ দরবারি আলিমরা তাকে সে-ব্যাপারে সমর্থন দেয়। আর এভাবেই দুনিয়া আপনার মতো মানুষকে শিকার করে। আমি আমার কথাগুলো আপনাকে বলে দিলাম। এবার আপনার দায়িত্ব সুন্দরভাবে সেগুলো গ্রহণ

---

[৮৬] বসরার প্রখ্যাত 'আবিদ, 'আলিম ও ওয়ায়িয। সাবিত, কাতাদাসহ অনেক তাবি'ঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ইলমের চেয়ে তার বেশি মনোযোগ ছিলো 'ইবাদাত, যুহদ ও তাকওয়ার প্রতি। ১৭২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। সুফিয়ান সাওরী র. তার প্রশংসা করেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করা। আল্লাহ ছাড়া আর কারও কোনো ক্ষমতা নেই।' বর্ণনাকারী বলেন, 'তখন খলীফা ও তার চারপাশের সহচরবৃন্দ সকলেই কাঁদলেন।' [৮৭]

✡ মুহাম্মাদ ইবনু তালহা [৮৮] খলীফা মাহদীর দরবারে এলেন। দরবারের মূল ফটকের বাইরে একটা জায়গায় অন্যান্য সবার সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলেন। মুহাম্মাদ ইবনু তালহা তখন এলোমেলো পোশাকে ছিলেন। এ-সময় সামান্য বৃষ্টি হলো। তিনি খলীফাকে লক্ষ করে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন, 'এটা কি ইনসাফ যে, আপনি অন্দরমহলে থাকবেন আর আমরা বাইরে বৃষ্টিতে ভিজতে থাকবো?' তখন মাহদী হাসলেন। খলীফার মন্ত্রী আবূ 'উবাইদুল্লাহ বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন, এনাকে চেনেন না! ইনি মুহাম্মাদ ইবনু তালহা ইবনু মুসাররিফ।' শুনে মাহদী বললেন, 'আসুন চাচা, ভেতরে আসুন।' তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন। দরজা পার হয়েই একটা জায়গাতে বসে পড়লেন। খলীফা বলতে লাগলেন, 'আমার কাছে আসুন, চাচা। ওখানে বসতে বলিনি।' তিনি বললেন, 'আমার জন্য এই জায়গাই ঠিক আছে। মুখ বিক্রি করে সম্মান কেনার দরকার নেই আমার। খাবার-সংক্রান্ত একটি অভিযোগ ছিলো।' মাহদী তাকে বললেন, 'আপনার কাছ থেকে যখন খাদ্যদ্রব্য নেওয়া হয়েছিলো, তখন সেটা সস্তা ছিলো; এখন তো দাম বেড়ে গেছে।' তিনি বললেন, 'দাম সস্তা-চড়া কোনো কথা নেই। আমার খাবারের মতো হলেই হবে।' এটা শুনে মাহদী হাসতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে তার পাওনা শোধ করা হলো। এরপর মাহদী তাকে বললেন, 'আপনি আপনার ভাইয়ের ব্যাপারে আমাকে সহায়তা করতে পারেন?' তিনি বললেন, 'কোন ভাই?' খলীফা বললেন, 'সুফিয়ান ইবনু সা'ঈদ (সাওরী)।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কী করবে?' খলীফা বললেন, 'আমরা তাকে ডেকে পাঠাতে চাই। তাকে উপদেষ্টা বানিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করতে চাই। সে যা পরামর্শ দেবে, আমরা সেটা গ্রহণ করবো।' তালহা বললেন, 'তাতে তো সব দায়ভার আমার কাঁধে আসবে।' মাহদী বললেন, 'কীভাবে?' তিনি বললেন, 'সে যদি বলে, তারা যা জানতো, সেটাই তো

[৮৭] সুবহানাল্লাহ! মুসলিম জাহানের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে সত্যের কী বুলন্দ উচ্চারণ! হকের কী অনিন্দ্য মহিমা কীর্তন! এভাবেই 'আলিমগণ যখন শাসকদের দুনিয়া থেকে অমুাপেক্ষী হয়ে সত্যকে উচ্চারণ করেন, শাসকগোষ্ঠী কাঁদতে বাধ্য হয়। আর যখন 'আলিমরা শাসকের কৃপাদৃষ্টি লাভে দৌড়ঝাঁপ করেন, তখন শাসকের দৃষ্টি থেকেই পড়ে যান।

[৮৮] ইবনু মুসাররিফ র.। কুফার বড় 'আলিম ও ইমাম। তার পিতা তালহা ইবনু মুসাররিফ ছিলেন আরও বড় ইমাম। তিনি পিতার কাছেই 'ইলম অর্জন করেন। ১৬৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আমাল করতো না। এখন তাদের কাছে এমন কী অজানা বিষয় এসে গেছে, যার জন্য আমাকে প্রয়োজন হয়েছে? তখন আপনি তাকে কী বলবেন?' শুনে খলীফা বললেন, 'তা হলে আপনিই আমাকে পরামর্শ দিন।' তিনি তখন খলীফাকে বলতে লাগলেন, 'এটা করুন, ওটা করুন। এভাবে করুন, ওভাবে করুন।' খলীফা বললেন, 'আর কিছু?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ! মসজিদে গিয়ে মানুষকে নামাযের উদ্দেশ্যে সমবেত করুন। সবাই এলে তখন আপনার হাত ধরে আমি মিম্বরে উঠবো। এরপর আপনি মানুষের অভিযোগ শুনবেন। পরের দিন আবার যাবেন। এভাবে চলতে থাকবে।' এ-কথা শোনার পরে মাহদী নীরব থাকলেন। তালহাও আর কোনো কথা বললেন না।

ইসহাক বলেন, 'অতঃপর তিনি বের হয়ে যাচ্ছিলেন, আমিও তার সঙ্গে বের হলাম; তার হাত আমার হাতের মধ্যে ছিলো। আমি বললাম, 'আবূ 'আবদুল্লাহ, এ আপনি কী বললেন? যদি তিনি এমন করেন, তবে পরিবার চালাবেন কীভাবে?' তিনি বললেন, 'পরিবার চালাবে কীভাবে—জিজ্ঞাসা করছো! কাপড় বেচে পরিবার চালাবে।'

✡ বাগদাদের বিখ্যাত যাহিদ আবূ হাশিম আল-'আবিদ শরীক ইবনু 'আবদুল্লাহকে [৮৯] (মন্ত্রী) জা'ফর ইবনু ইয়াহয়া বারমাকীর কাছ থেকে বের হতে দেখলেন। তখন তিনি বলে উঠলেন, 'আল্লাহর কাছে এমন 'ইলম থেকে পানাহ চাই, যা কোনো কাজে আসে না!' [৯০]

✡ আবুল আহওয়াস মুহাম্মাদ ইবনু হাইয়্যান বলেন, 'আমি একদিন ইসহাক আল--আযরাককে [৯১] দেখলাম জা'ফর ইবনু ইয়াহইয়া বারমাকীর (মন্ত্রী) মায়ের কয়েকজন ভৃত্যের কাছ থেকে বের হচ্ছেন। আমাকে দেখে তিনি আমার হাত ধরে বললেন, 'আল্লাহর ওয়াস্তে এ-ঘটনা গোপন রেখো। কারও কাছে প্রকাশ কোরো না।'

✡ মাইমূন ইবনু মিহরান [৯২] বলেন, 'হায়, যদি আমার একটি চোখ নষ্ট হয়ে যেতো! যদি আমি কোনো দিন (সরকারি কোনো) দায়িত্ব না নিতাম!' [৯৩] বর্ণনাকারী (হাবীব

---

[৮৯] ইনি বিভিন্ন 'আব্বাসী খলীফাদের কাযী ও প্রশাসনের অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেছেন।

[৯০] অর্থাৎ 'ইলম অর্জন করার পরেও শাসকের সঙ্গ ছাড়তে না-পারলে সেই 'ইলম যেন মূল্যহীন।

[৯১] প্রসিদ্ধ 'আলিম। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল র.-এর উসতায।

[৯২] জাযীরাতুল 'আরবের প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ। ইবনু 'আব্বাস, 'আয়িশা, আবু হুরাইরা রাযি.-সহ অনেক সাহাবী ও তাবি'ঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদসহ অসংখ্য ইমাম তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

[৯৩] তিনি 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয র.-এর শাসনামলে তার অধীনে কিছু সময় কাজ করেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইবনু আবী মারযূক) বলেন, 'আমি বললাম, 'উমারের (ইবনু 'আবদুল আযীয) জন্যও না?' তিনি বললেন, 'কারও জন্য না।'

✡ ইরাকের আমীর ইবনু হুবাইরা নিজের সভাসদদের একটা তালিকা তৈরি করতে চাইলেন। সেখানে ইমাম কাসিম ইবনুল ওয়ালীদ হামদানীর নামও রাখতে চাইলেন; কিন্তু কাসিম এতে অস্বীকৃতি জানালেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো—'সমস্যা কোথায়?' তিনি বললেন, 'আমি শুনেছি, কিয়ামতের দিন একজন ঘোষক উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা দেবেন—'যালিম ও যালিমদের সহযোগীরা দাঁড়িয়ে যাও।' আমার আশঙ্কা, তাদের সহযোগী না হয়ে যাই।'

✡ আয়েজ ইবনু 'আমর ইমাম আইউব সিখতিয়ানী [৯৪] র.-কে ইমাম যুহরী [৯৫] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আইউব বললেন, 'তিনি একজন আলিম; কিন্তু শাসকদের সঙ্গে মিশতেন।'

✡ মুহাম্মাদ ইবনু মাসালামা ইয়ামামী বলতেন—'শাসকদের দরজায়-বসা আলিমের তুলনায় পায়খানার ওপর বসা মাছিও সুন্দর।'

✡ আমরা বিনতে আবদির রহমান [৯৬] তাঁর সন্তান আবূ রিজালকে বলতেন—বৎস, রাজদরবার থেকে দূরে থাকো। কারণ, সেখানে গেলে হয়তো সত্য ও ন্যায় বলা থেকে বিরত থাকবে, নয়তো যুলুমে সাহায্য করবে। তৃতীয় কোনো পথ নেই।'

---

[৯৪] প্রথম সারির তাবি'ঈ আইউব সাখতিয়ানী র. (৬৬-১৩১ হি.)। মুহাম্মদ ইবনু সীরীন, হিশাম ইবনু 'উরওয়া, শু'বার মতো বড় বড় ইমামগণ তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি অত্যন্ত 'আবিদ ও যাহিদ ছিলেন। তিনি দুনিয়া ও দুনিয়াদারকে অনেক অপছন্দ করতেন। উমাইয়া খলীফা ইয়াযীদ ইবনু ওয়ালীদ তার বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন খলীফা হলেন, আইউব দু'আ করলেন—'আল্লাহ, তার স্মৃতি আমাকে ভুলিয়ে দাও!'

[৯৫] হাদীসের বিখ্যাত মনীষী ইমাম ইবনু শিহাব যুহরী (৫৮-১২৪ হি.)। বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবী ও প্রথম সারির তাবি'ঈদের কাছ থেকে 'ইলম অর্জন করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—আনাস ইবনু মালিক রা ও মাদীনার প্রসিদ্ধ ফকীহগণ। হাদীস বর্ণনার পাশাপাশি তিনি উমাইয়া খলীফাদের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে যান। এতে অনেক ইমাম তার দিকে সমালোচনার দৃষ্টিতে তাকান, যেমনটা উপরের ঘটনাতে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী যুগে অনেকে এটাকে ইমামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। তিলকে তাল বানিয়ে ইমামকে 'দরবারি 'আলিম' হিসেবে অভিহিত করেছে। এগুলো পুরোটাই অপবাদ ও বাস্তবতাবিবর্জিত গালগল্প। খলীফাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিলো নিঃসন্দেহে, কিন্তু সেটা তাদের কল্যাণকামী হয়ে; তাদের অনুগত দরবারি 'আলিম হয়ে নয়। ফলে অনেক রাজপুত্রকে তিনি দীক্ষা দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে খলীফাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

[৯৬] আমরা বিনতে 'আবদির রহমান আনসারিয়্যাহ (২৯-১০৬ হি.)। মাদীনার একজন প্রসিদ্ধ নারী তাবি'ঈ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি 'আয়িশা রা-এর কোলে লালিত-পালিত হন। তার কাছেই দ্বীন ও 'ইলম শেখেন। ইবনু শিহাব যুহরীসহ অনেক বড় বড় ইমামগণ তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

✡ এক ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়াসি' [৯৭] র.-এর কাছে এসে শাসকের নিকট তার জন্য সুপারিশের আবেদন করলো। তিনি বললেন, 'অসম্ভব! তাদের ধারে-কাছে ঘেঁষা আত্মঘাতী কাজ।'

✡ 'আলী ইবনু আবী হামালা বলেন, 'আমাকে (হিমসের গভর্নর) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান তার সান্নিধ্যে ডাকেন। তখন আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু আবী যাকারিয়্যার [৯৮] সঙ্গে এ-ব্যাপারে পরামর্শ করলাম। তিনি বললেন, 'তুমি তো স্বাধীন। নিজেকে গোলাম বানাতে চাও?'

✡ 'আলী ইবনু ফুযাইল ইবনু 'ইয়ায বলেন, 'একজন আলিম এক যুবরাজের দরবারে গিয়ে তাকে ওয়ায-নসীহত করলেন। সৎ কাজের আদেশ দিলেন। অসৎ কাজ থেকে দূরে থাকতে বললেন। তখন যুবরাজের নির্দেশে তাকে এক জায়গাতে বন্দি করে রাখা হলো—কিন্তু বেশ সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে। কয়েদখানাতে তার সেবা ও দেখভালের প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হলো। তবে তার সঙ্গে বাইরের কারও দেখা করার সুযোগ উন্মুক্ত ছিলো না। কেবল যে-ব্যক্তি যুবরাজের প্রশংসা করতে সম্মত থাকতো, তাকেই দেখা করার অনুমতি দেওয়া হতো।

একদিন এক লোক তার সঙ্গে দেখা করতে এলো। কিন্তু যুবরাজের প্রশংসার বদলে বদনাম করতে লাগলো। আলিম সাহেব এটা পছন্দ করতে পারলেন না। প্রতিবাদে উল্টো যুবরাজের প্রশংসা করতে লাগলেন। যুবরাজকে জানানো হলো—'আপনি যেই আলিমকে বন্দি করে রেখেছেন, এখন তো তিনি আপনার প্রশংসা করেন। আপনার বিপক্ষে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন করেন। যুবরাজ এ-কথা শুনে সেই আলিমকে ডেকে পাঠালেন। আলিম সাহেব এলে তাকে লক্ষ করে বললেন, 'মিয়া, সামান্য আদরআত্তি পেয়েই নিজের দ্বীনদারি ছেড়ে দিলেন! কোন মুখে আমাকে আমার রাজত্ব, ধন-সম্পদ ছেড়ে দেওয়ার ওয়ায করেন!'

'আলী ইবনু ফুযাইল বলেন, 'আমার ধারণা, উক্ত আলিমের চেয়ে যুবরাজ বেশি

---

[৯৭] ইমামে রব্বানী মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি'। একজন সম্মানিত তাবি'ঈ। আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তার শাগরেদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন—সুফিয়ান সাওরী, মা'মার ইবনু রাশিদ।

[৯৮] শামের বিখ্যাত তাবি'ঈ ফকীহ ও মুহাদ্দিস 'আবদুল্লাহ ইবনু আবু যাকারিয়্যা (মৃ. ১১৭ হি.)। সালমান ফারসী, আবুদ দারদা, 'উবাদা ইবনু সামিত-সহ বিভিন্ন সাহাবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার শিষ্যদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন—ইমাম আওযা'ঈ, আবু দাউদ র.।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খোদাভীরু ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন।'

✡ ইমাম আহমাদ র. সূত্রে বর্ণিত—সালামা ইবনু নুবাইত [৯৯] বলেন, 'আমি আমার পিতাকে প্রশ্ন করলাম, আপনি কেন রাজদরবারে যান না?' তিনি বললেন, 'আমার ভয় হয়, তাদের সঙ্গে এমন কিছুর সম্মুখীন হবো, যা আমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে!'

✡ ইমাম আলকামা [১০০] র.-কে বলা হলো—'আপনি শাসকের দরবারে কেন যান না? সেখানে গেলে তারা আপনার মর্যাদা জানতে পারবে আর তাদের কাছে মানুষের জন্য আপনার সুপারিশের সুযোগ তৈরি হবে।' আলকামা বললেন, 'আমার আশঙ্কা, তাতে তারা যতটা ছোট হবে, আমি তারচেয়ে বেশি ছোট হবো।'

✡ মুয়াবিয়া ﷺ একবার এক আমীরের কাছে চিঠি লিখলেন। চিঠিতে কুফার গণ্যমান্য কিছু মানুষকে তার কাছে পাঠাতে বললেন। আমীর সেই তালিকাতে ইমাম আলকামা র.-এর নামও যুক্ত করলেন। খবর পেয়ে আলকামা তার কাছে দূত মারফত বললেন, 'আমার নাম মুছে ফেলুন। আমার নাম মুছে ফেলুন।'

✡ 'ঈসা ইবনু ইউনুস বলেন, 'শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ [১০১] আমাকে অনেক সম্মান করতেন। একবার তিনি আমাকে বলেন—'আবূ 'আমর, তাদের (শাসকদের) দরবারে যাবেন না। তাদের দরজার ছায়াও মাড়াবেন না।'

অতঃপর একবার আমি বাগদাদে এলাম। তখন আবূ বিসতামকে দেখলাম সকাল-সন্ধ্যা তাদের দরবারে যাচ্ছেন। আমি তাকে বললাম, 'আবূ বিসতাম, আপনি তাদের দরজায় যেতে নিষেধ করে এখন নিজে সকাল-সন্ধ্যায় সেখানে যাচ্ছেন কীভাবে?' তিনি আমাকে বললেন, 'আমার ভাই সেখানে একটা কাজে গেছেন।' আমি বললাম, 'এই যুক্তিতে আপনি যেতে পারেন না!' তিনি বললেন, 'আপনি এই কথা বলেন। সুফিয়ানও

---

[৯৯] সালামা ইবনু নুবাইত (মৃ. ১৫০ হি.) পিতা ইবনু নুবাইত, যাহহাক থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার কাছ থেকে ইবনু মুবারক, ওয়াকী' প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

[১০০] প্রথম সারির তাবি'ঈদের একজন। তিনি নবীজী ﷺ-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু নবীজীর সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেননি। সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ ﷺ-এর ঘনিষ্ঠ শাগরিদ হন। তার কাছে দ্বীনের গভীর জ্ঞান লাভ করেন। একপর্যায়ে এমন হয় যে, স্বয়ং সাহাবীগণ তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। ৬১ হিজরীতে তিনি ওফাত লাভ করেন।

[১০১] প্রসিদ্ধ তাবি'অ-তাবি'ঈন। বসরার ইমাম ও মুহাদ্দিস আবূ বিসতাম শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (৮৫-১৬০ হি.)। কোনো বর্ণনামতে তিনি আনাস ইবনু মালিকসহ কয়েকজন সাহাবী দেখেছেন। তিনি অত্যন্ত 'আবিদ, যাহিদ ও দয়াশীল ছিলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই কথা বলেন। আমি আমার ভাইকে ছেড়ে দেবো!' এ-কথা বলে তিনি অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়লেন। তখন আমি সেখান থেকে চলে গেলাম।'

✡ ইবরাহীম ইবনু আদহামকে আবূ জা'ফরের কাছে নেওয়া হলো। খলীফা বললেন, 'আপনার কামাই-রোজগার কী? আপনার জমিজমা কেমন? ইবরাহীম বললেন :

نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع

> *দ্বীন ছিন্নভিন্ন করে আমরা দুনিয়াকে তালি দিই। ফলে দ্বীনও থাকে না, যা তালি দিচ্ছি (তথা দুনিয়া), সেটাও থাকে না।*

আবূ-সারিয়্যা বলেন, 'ইবরাহীম উক্ত পঙ্‌ক্তিতে মূলত খলীফার দিকে ইশারা করেন। খলীফা সেটা বুঝতে পেরে তাকে বলেন, 'বেরিয়ে যান।'

✡ 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর ﷺ-কে হত্যার পরে হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ যখন মাক্কার গভর্নর হলেন, ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু তালহা ইবনু 'উবাইদুল্লাহ র.-কে ডেকে পাঠালেন। তাকে নিজের কাছের লোক বানিয়ে নিলেন। এভাবে বেশ কিছু দিন গেলো। একদিন হাজ্জাজ (খলীফা) আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বের হলেন। ইবরাহীমও তার সঙ্গে বের হলেন। পথে হাজ্জাজ তাকে অনেক সম্মান করলেন। আবদুল মালিকের দরবারে গেলে তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

হাজ্জাজ খলীফার সামনে গিয়ে সালাম দিয়েই বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন, হিজায থেকে আমি একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। আল্লাহর শপথ, ভদ্রতা, সজ্জনতা, আদব, মাহাত্ম্য, তাকওয়া, আনুগত্য, পরহিতৈষণা—উপরন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক, বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব কোনো দিক থেকে গোটা হিজাযে যার কোনো তুলনা নেই; তিনি হলেন ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু তালহা ইবনু 'উবাইদুল্লাহ। তাকে আমি আপনার দরজায় নিয়ে এসেছি, যাতে করে তার জন্য আপনার যিয়ারতের অনুমতি পাওয়া সহজ হয়। আপনি খুশিমনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। তার সঙ্গে সেই আচরণ করুন, যা তার মতো অন্যদের সঙ্গে আপনি করে থাকেন।' আবদুল মালিক বললেন, 'আমাকে আমার কর্তব্য পালন ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার কথা মনে করিয়ে দিলে।' এরপর তিনি ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু তালহাকে প্রবেশের

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনুমতি দিলেন। যখন ইবরাহীম প্রবেশ করলেন, তাকে নিজের বিছানায় বসালেন। অতঃপর বললেন, 'হে তালহার সন্তান, আপনার শ্রেষ্ঠত্ব, আদব, সদাচারণ, সচ্চরিত্র, আত্মীয়তার সম্পর্ক, অধিকার এগুলো সম্পর্কে আবূ মুহাম্মাদ আমাকে সব জানিয়েছে। আপনার সাধারণ কিংবা বিশেষ যে-কোনো ধরনের প্রয়োজন আমার কাছে খুলে বলুন।' তিনি বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন, প্রয়োজনের কথা এমন জিনিস দিয়ে শুরু করা উচিত, যে-জিনিসে আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকে, নবীজী ﷺ-এর আনুগত্য থাকে আর আপনার ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য কল্যাণকামনা থাকে। আপনার জন্য আমার কাছে একটা নসীহত আছে; সেটা আমি আপনাকে অবশ্যই বলবো, কিন্তু আমি আপনাকে একাকী বলতে চাই। আপনি সেই সুযোগ করে দিলে আপনাকে সেটা বলতে পারি। তখন তিনি বললেন, 'আবূ মুহাম্মাদের (হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ) সামনেও নয়?' তিনি বললেন, 'না, তার সামনেও নয়।' তখন খলীফা বললেন, 'হাজ্জাজ, উঠে যাও।' হাজ্জাজ যখন পর্দার আড়ালে চলে গেলেন, খলীফা বললেন, 'তালহার সন্তান, এবার আপনার নসীহত বলুন।'

তিনি বলতে লাগলেন, 'আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহর শপথ, আপনি হাজ্জাজের অহংকার, কঠোরতা, যুলুম, অত্যাচার, হকের বিরোধিতা, বাতিলের সঙ্গে আপোস—এ-সব কিছু দেখেও হারামাইনের দায়িত্ব দিয়েছেন। অথচ হারামাইনে রয়েছে আল্লাহর ঘর ও রাসূলের মসজিদ। তাতে রয়েছেন মুহাজিরগণ, আনসারগণ, আল্লাহর রাসূলের সাহাবীদের সন্তানগণ, তাদের বংশধর, সহচর ও শাগরিদগণ। হাজ্জাজ তাদের ওপর সব রকমের যুলুমের বীভৎসতা চালাচ্ছে। নানাবিধ অত্যাচারে তাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তাদের মাঝে সুন্নাহবিরোধী শাসন কায়েম করেছে। শামের ইতরলোকদেরকে এনে তাদেরকে দমন করছে। এমন অসভ্য লোকদেরকে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, যারা হক কায়েম করতে পারে না, বাতিল দূর করতে পারে না। এত কিছুর পরেও আপনি এই ভেবে বসে আছেন যে, কিয়ামতের দিন সে আপনার ও আল্লাহর মাঝে থাকবে; নবীজী ﷺ যখন তাঁর উম্মতের বাদী হয়ে আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করবেন, তখন সে আপনার সামনে এসে দাঁড়াবে। আল্লাহর শপথ, সে-দিন শক্তিশালী দলীল ছাড়া নাজাত পাওয়ার কোনো উপায় নেই। তাই হয়তো নিজেকে ঠিক করুন, না হয় নেতৃত্ব ত্যাগ করুন।'

খলীফা বললেন, 'তুমি মিথ্যা বলেছো। ঘৃণার পাত্র হয়েছো। হাজ্জাজ তোমার ব্যাপারে

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভুল অনুমান করেছে। সে খারাপ লোকের ব্যাপারে ভালো ধারণা করেছে। তুমি মিথ্যুক। ধূর্ত।

ইবরাহীম বলেন, 'আমি উঠে গেলাম। অন্ধকারে পথ দেখছিলাম না। পর্দা পেরুতেই পেছন থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এলো। দারোয়ানকে বললো—'একে আটকাও। আবূ মুহাম্মাদ, এদিকে আসুন।' হাজ্জাজ ভেতরে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ ভেতরে থাকলেন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো, তারা দু'জনে আমার ব্যাপারেই আলোচনা করছেন। কিছুক্ষণ পরে আবার আমার ডাক এলো—'ইবনু তালহা, ভেতরে আসুন।' পর্দা খুলে দেওয়া হলে আমি ভেতরে ঢুকতে লাগলাম। হাজ্জাজ তখন বাইরে বেরিয়ে আসছিলেন। দু'জন সামনাসামনি হলে তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। আমার কপালে চুম্বন করলেন। অতঃপর বললেন, 'পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বজায় রাখলে আল্লাহ যদি কাউকে বিনিময় দান করেন, তবে আপনাকে যেন সর্বোত্তম বিনিময় দেন। আল্লাহর শপথ, যদি আমি বেঁচে যাই, তবে আমি অবশ্যই আপনার মরতবা বৃদ্ধি করবো। আপনাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেবো। মানুষকে আপনার অনুসরণ করাবো।'

ইবরাহীম বলেন—আমি মনে করছিলাম, হাজ্জাজ আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। এরপর যখন আমি আবদুল মালিকের কাছে পৌঁছুলাম, তিনি আমাকে তাঁর একেবারে কাছে টেনে নিলেন। প্রথম যেখানে বসেছিলাম, সেখানে বসালেন। তারপর বললেন, 'ইবনু তালহা, 'আপনি যে-নসীহত করেছেন, তাতে অন্য কেউ শরীক আছে (অর্থাৎ কারও ইন্ধনে এটা করছেন না তো)?' আমি বললাম, 'আল্লাহর শপথ, আর কেউ নেই। পৃথিবীতে হাজ্জাজের চেয়ে আমার প্রতি বেশি সদাচরণ কেউ করেনি। তার চেয়ে আমার প্রতি অধিক করুণা কেউ করেনি। তাই যদি দ্বীন ও ঈমানের ক্ষেত্রে আমি কারও সঙ্গে আপোস করতাম, তবে তিনি হতেন হাজ্জাজ। কিন্তু আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল, মুসলিম উম্মাহ ও আপনাকে তার ওপর প্রাধান্য দিয়েছি।'

খলীফা বললেন, 'আমিও এটা বিশ্বাস করি যে, আপনি আল্লাহকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে রেখেছেন। কারণ, যদি আপনি দুনিয়া চাইতেন, তবে হাজ্জাজই আপনার দুনিয়া দিতে পারতো। আপনার অপছন্দের কারণে হাজ্জাজকে আমি হারামাইন (মাক্কা ও মাদীনার) দায়িত্ব থেকে অপসারণ করেছি। কিন্তু তাকে জানিয়েছি, আপনি হারামাইন থেকে তাকে সরাতে বলেছেন—কারণ, হারামাইনের চেয়ে বড় ও বিশাল কোনো ভূখণ্ডের দায়িত্ব তার প্রাপ্য (এটা খলীফার কৌশল); তাই তাকে ইরাকের দায়িত্ব দিয়েছি। কারণ,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সেখানে যে-বিশৃঙ্খলা চলছে, সেটা তার মতো লোক ছাড়া কেউ শান্ত করতে পারবে না। তবে তাকে জানিয়েছি, আপনি তাকে সেখানে দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন তার সম্মান ও যোগ্যতা দেখে (এটা হাজ্জাজকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য খলীফার কৌশল); যাতে করে আপনি তাকে ধারাবাহিকভাবে নসীহত করে যেতে পারেন আর সেও আপনাকে আপনার অধিকার (সম্মান ও আনুগত্য) দিয়ে যেতে পারে; আর তার কাছে আপনি উপযুক্ত স্থান লাভ করেন। এখন তার সঙ্গে যেতে পারেন। আশা করি, আপনার আপত্তি থাকবে না।'

✡ সুলাইমান ইবনু খাওয়াস [১০২] বলেন, 'যখন আমি তাদের (শাসকদের) কারও দরবারে যাই, তখন তাদের গালিচা মাড়াই না। কারণ, আমার ভয় হয়, গালিচার কোমল স্পর্শের প্রভাবে আমার হৃদয় না গলে যায়!'

✡ ফিরইয়াবী বলেন, 'আমি সুলাইমান আল-খাওয়াসকে বললাম, 'অমুক লোক মহিলাদের সঙ্গে অশ্লীলতা করে বেড়ায়।' তিনি বললেন, 'তারা মিথ্যা বলে।' আমি বললাম, 'তার এ-ব্যাপারটি তো সবার জানাশোনা।' তিনি বললেন, 'তারা মিথ্যা বলে। স্বয়ং আল্লাহ তাদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছেন :

﴿ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَآءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾

> *তারা কেন এ-ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি; অতঃপর যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী। [সূরা নূর ১৩]*

ফিরইয়াবী বললেন, 'তখন আমি বুঝতে পারলাম, তিনি কত বড় ফকীহ। যা বলেন, ভেবেচিন্তেই বলেন।'

✡ আবূ ইসহাক ফাজারী বলেন, 'আমি সুফিয়ান সাওরী র.-কে বললাম—'আমি সাওয়াদে (অঞ্চলে) মীরাস সূত্রে একট টুকরো জমিন পেয়েছি। আমার দাদারা এটা জায়গির হিসেবে লাভ করেছিলো। এখন কি এটা আমি বিক্রি করে দেবো?' তিনি বললেন, 'না।' আমি বললাম, 'দান করে দেবো?' তিনি বললেন, 'না।' আমি বললাম,

[১০২] শামের বিখ্যাত 'আবিদ। ১৬১ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'কী করবো?' সুফিয়ান বললেন, 'ওভাবে রেখে দাও।' আমি রেখে দিলাম। একসময় আমার পরিবারের লোকজন সেটা দখল করে নিলো।' [১০৩]

✿ সা'ঈদ ইবনু আবদুল গাফফার বলেন, 'আমি আবূ বাকর ইবনু আইয়াশ, হাফস ইবনু গিয়াস, 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক প্রমুখকে জবরদখলকৃত জমিনের পানি পান করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তারা সবাই বলেছেন, 'তাতে অসুবিধা নেই।'

তখন আমি আবূ বাকর ইবনু আইয়াশকে বললাম, 'এমন পানি দিয়ে ইট বানানোর বিধান কী?' তিনি বললেন, 'মাকরূহ।' বললেন, 'পান করা ছাড়া অন্য কোনো কাজে লাগানো যাবে না।' অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এমন পানি দিয়ে ক্ষেতখামার চাষ করার বিধান কী?' তিনি বললেন, 'মাকরূহ।'

আমি হাফস ইবনু গিয়াসকে বললাম, 'শামে আমাদের একটি বাগান আছে। আর বাড়িতে একটি খাবারের পানির কূপ আছে। অনেক সময় সেই (দখলকৃত জমির) পানি থেকে (বাড়ির) কূপের দিকে একটি ড্রেন খনন করি। যার ফলে কূপের পানি স্বচ্ছ ও পরিস্কার হয়ে যায়। কূপের পাশে আঙ্গুর গাছ থাকায় তখন সেগুলোতেও পানি যায় (এক কথায়, সেই পানি চাষের বিধানে চলে যায়)। এ-ব্যাপারে আপনার মত কী?' তিনি বললেন, 'ড্রেন করার সময় যদি আঙ্গুর গাছের কথা মাথায় রেখে করো, তবে সেই আঙ্গুর খেয়ো না। আর যদি কেবল কূপের জন্যই ড্রেন করো, কিন্তু আঙ্গুরবাগানেও সেখান থেকে এমনিতেই পানি চলে যায়, তবে অসুবিধা নেই।'

✿ সুফিয়ান ইবনু আবদুল মালিকের জন্য 'আবদুল্লাহ একটি শসা ক্রয় করলেন। শসাটা একেবারে সবুজ ছিলো। তিনি বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কোন নদীর চাষে লাগানো?' বিক্রেতা বললো, 'মানুষ বলে—'বিস-বাবাস' নদীর।' তিনি বললেন, 'সর্বনাশ! কী করলে? আমি তোমাকে খাস জমি থেকে কিনতে বলেছি?'

✿ ইবনুল মুবারক র. বলেন, 'একবার আমি মাদীনাতে দশ দিরহাম নিয়ে কিছু খেজুর কিনলাম। খেজুরগুলো এত চমৎকার ছিলো যে, আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। মাপা শেষ হলে আমি মূল্যও পরিশোধ করলাম। এরপর বিক্রেতাকে বললাম, 'এত

[১০৩] এই জমিগুলো মূলত মালিকানাহীন ওয়াকফ জমি ছিল। ওমর রা. এর যুগ থেকে এগুলো এভাবে চলে আসছিল। কিন্তু পরবর্তী খলীফারা ওগুলো মানুষের মাঝে বণ্টন করে দেয়। ওয়াকফকৃত জমি যেহেতু বণ্টন করা যায় না, সে হিসেবে ওগুলোর কেউ মালিক হতেও পারবে না। যে কারণে সালাফে সালেহীন এসব জমি ব্যবহার কিংবা এগুলোর উৎপাদিত কোনো কিছু গ্রহণ করতেন না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চমৎকার খেজুর কই পেলেন?' সে বললো, 'অমুক জায়গার (সরকারি ওয়াকফকৃত জমির কথা উল্লেখ করলো)।' তখন আমি বললাম, 'হায়, এখন কী করবো? এটা তো ফেরতও দিতে পারবো না। কারণ, ফেরত দিতে হলে তো জমির মালিককে দিতে হবে।' তখন আমি জমির মালিকের পক্ষ থেকে ওগুলো সাদাকা করে দিলাম।'

হাসান বলেন, আমি তাঁকে বললাম: আমাদের পথে অনেকগুলো খাস-জমি পড়ে। আপনি নাম বললে আমি সেগুলো এড়িয়ে চলতে পারতাম। তিনি বললেন, জানার দরকার নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত না জানবে, ততক্ষণ সেগুলো (তে উৎপাদিত শষ) তোমার জন্য ক্রয় করা জায়েজ হবে।

✡ মাররূযী বলেন, 'আমি ইমাম আহমাদকে বললাম, 'আমি এক (গ্রামে) জমির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখান থেকে কিছু (শস্য) ক্রয় করলাম। পরে জানলাম, সেগুলো খাস জমির।' তিনি বললেন, 'সেই গ্রামে গিয়ে ওগুলো ছিটিয়ে দিয়ে এসো।' আমাকে তিনি মূল্য নিতে বলেননি।'

✡ মুহাম্মাদ ইবনু মুকাতিল বলেন, 'আমি বিশর ইবনুল হারিসের কাছে ছিলাম; এমন সময় সেখানে একজন মাছবিক্রেতা এলো। সবাই তার কাছ থেকে মাছ কিনতে লাগলো। বেচাকেনা শেষ হলে মাছওয়ালা মাছের প্রশংসা করতে গিয়ে বললো, 'এটা দিজলা আওরা (শাতিল আরব) এর মাছ।' এ-কথা শুনে বিশর বললেন, 'মাছ ফেরত দিয়ে দাও।' সবাই ফেরত দিতে শুরু করলো। মাছওয়ালা বললো, 'কী ব্যাপার? কেন ফিরিয়ে দিচ্ছেন? ঠিক আছে, বাড়িয়ে দিচ্ছি।' সবাই বললেন, 'না।' এরপর মাছওয়ালা চলে গেলো। আমি বিশরকে বললাম, 'দজলায়ে আওরা কী?' তিনি বললেন, 'এটা উম্মে জা'ফরের ছিলো। তার কাছ থেকে (জোরপূর্বক) নিয়ে নেওয়া হয়েছে।'

আমি ইমাম আহমাদকে ওখানের মাছ কেনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'মাকরূহ।'

আবূ নসর কুরদী বলেন: দজলা আওরা আহমাদ ইবনু হাম্বল র.-এর ঘরের পেছনে অবস্থিত।

✡ সালামা ইবনু সালাম একদিন খাবার গ্রহণ করছিলেন। দস্তরখানের ওপর টাটকা শবজি ছিলো। তিনি সেটা থেকেও খেতে লাগলেন। বললেন, 'এমন টাটকা ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চমৎকার শবজি কখনো দেখিনি। এগুলো কোত্থেকে এলো?' পরিবারের লোকজন বললেন—'হায়েতে আবূ মুসলিম' (খাস জমি) থেকে।' তিনি তখন দস্তরখান ছেড়ে উঠে গেলেন। ইচ্ছাকৃত বমি এনে সব কিছু উগড়ে ফেললেন।

✡ হাসান বলেন, 'আমরা ইবনুল মুবারক র.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'খাস জমিগুলো যখন সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়, তখন সেগুলো চাষ করা কিংবা তাতে বসবাস করা যাবে কি?' তিনি বললেন, 'সাধারণ হালাল-হারামের দৃষ্টিকোণ থেকে তাতে সমস্যা দেখি না। কিন্তু অনুসরণীয় ব্যক্তিদের জন্য এগুলো থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম।'

✡ হাসান ইবনু 'ঈসা বলেন, 'আমি ফাজারী র.-কে বলতে শুনেছি—'(খাস জমির) মালিক অনুমতি দিলেও সেখানে যেয়ো না; তাতে চাষাবাদ কোরো না। কেননা, আমার ধারণা, এটা যদি সেগুলোর (মূল মালিকের) কাছে থাকতো, সে এমন করতো না।'

✡ আতা র. থেকে বর্ণিত—তিনি খাস জমিতে চাষাবাদ করা মাকরূহ মনে করতেন।

✡ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল র.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো—'খাস জমিতে ব্যবসা জায়েজ আছে?' তিনি বললেন, 'না।' তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো—'তাতে নামায পড়া জাযেজ আছে?' তিনি বললেন, 'বাদ দাও তো।'

✡ হাসান ইবনু শাওকার বলেন, 'আমরা (কা'বাতে) ফুযাইল ইবনু 'ইয়াযের কাছে ছিলাম। ইমাম সাহেব আসরের নামায পড়লেন। নামাযের পরে লোকজন ফুযাইলের চারপাশে গোল হয়ে বসে গেলো। সবাই তাকে বললো, 'আবূ 'আলী, আমাদেরকে নসীহত করুন।' তিনি লম্বা সময় মাথা নিচু করে বসে রইলেন। এরপর মাথা উঠিয়ে বললেন, 'এটা (দ্বীনী আলোচনা) যদি আল্লাহর জন্য হয়, তবে সেটা কতই না উত্তম।' এরপর তিনি তওয়াফরত মানুষের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'দ্যাখো, কত মানুষ তওয়াফ করছে। তাদের মাঝে হয়তো এমন কোনো (ইয়েমেনী) ব্যক্তি আছে, যে 'রিয়া' কী জিনিস, তা চেনেও না।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

✡ সুফিয়ান সাওরী র. বলেন, 'যদি আমি এমন কাউকে জানতাম যে, কেবল আল্লাহর জন্য হাদীস শেখে, তবে আমি তার ঘরে গিয়ে হাদীস শুনিয়ে আসতাম।' [১০৪]

✡ আবূ খালিদ আহমাদ বলেন, 'আমরা একটা ঘরে ছিলাম। সুফিয়ান সাওরী নামাযের উযুর জন্য ভেতরে গেলেন। এমন সময় গভর্নর এসে বলতে লাগলেন, 'আবূ 'আবদুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম।' সুফিয়ান সাওরী বলতে লাগলেন, 'জনগণের (অথবা বললেন মুসলমানদের) ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন।'

✡ লাইস র. বলেন, 'এই উম্মতের অবাধ্যতার সূচনা ছিলো তুর্কি ঘোড়ায় আরোহণ করা।' [১০৫]

✡ (আমীর) আবদুল 'আযীয ইবনু মারওয়ান শামের সফরে যাচ্ছিলেন। এমন সময় রজা ইবনু হাইওয়াহ [১০৬] তার কাছে আসেন। তাকে বলেন, 'কিয়ামতের দিন কাদের সঙ্গে উঠবেন, একটু ভেবে দেখুন। কেননা, শাসকদের হাশর হবে তাদের সভাসদ ও মন্ত্রী-সান্ত্রী, পাইক-পেয়াদাদের সঙ্গে।'

✡ ইয়াকুব ইবনু দাউদের যুগে ইবরাহীম ইবনু আদহাম বাগদাদে এলেন (অথবা তাকে আনা হলো)। দাউদ বসরা থেকে পঞ্চাশজন ও কুফা থেকে পঞ্চাশজন আলিম আনালেন। তাদের মাঝে যুহাইর কুফীও ছিলেন। যুহাইর কুফী একটি কিতাব থেকে হাদীস বলছিলেন। হঠাৎ সেটার পিঠে সেনাদের নাম দেখতে পেয়ে ছুড়ে ফেললেন।

✡ মায়মূন ইবনু মিহরান যখন শাসকের সংস্পর্শে যাওয়া শুরু করলেন, তখন তার এক বন্ধু তার কাছে চিঠি লিখলেন :

'পরকথা—আমার ওপর আপনার কিছু (বন্ধুত্বের ও দ্বীনী মুহাব্বতের) অধিকার রয়েছে। এ-কারণেই নিরস্ত বসে থাকতে পারলাম না। আপনি এর উপযুক্তও ছিলেন বটে। কিন্তু আপনি যখন সে-সব গুণাবলি থেকে বেরিয়ে এলেন, দৃঢ়তার পথ থেকে সরে গেলেন। আমার মনে হলো, এভাবে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

[১০৪] এটার অর্থ এই নয় যে, মুহাদ্দিসদের সবাই ছিলেন রিয়াকার, তাদের মাঝে নিষ্ঠাবান কেউ ছিলেন না; বরং নিষ্ঠাবান লোক যে বিরল, সেটা বুঝিয়েছেন।

[১০৫] কারণ, এ-সব ঘোড়ায় চড়ার মাধ্যমে মনে অহংকার ও অহমিকা তৈরি হয়।

[১০৬] শীর্ষস্থানীয় তাবি'ঈদের একজন। মু'আয ইবনু জাবাল, আবুদ দারদা, 'উবাদা ইবনুস সামিতসহ অনেক সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার শিষ্যদের মাঝে মাকহূল, যুহরী, কাতাদা উল্লেখযোগ্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আপনার চোখে আঙুল দিয়ে ভুল ধরিয়ে দেওয়া ছাড়া, কত জঘন্য কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন, সেটা বলা ছাড়া চুপ থাকা ঠিক হবে না। আমার প্রত্যাশা, এতে আপনি নিজেকে বাঁচাতে পারবেন। আপনার গৌরবময় অতীত আবারও ফিরে আসবে। যদি আপনি আমার কথাগুলো গ্রহণ করেন, সঠিক পথে ফিরে আসেন, তবে আপনার তাওবা গৃহীত হবে। আপনার অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, ইন শা আল্লাহ। আর যদি আপনি আপনার (ভ্রষ্টতায়) অটল থাকেন, তবে আল্লাহ আমাকে আপনার কাছ থেকে দূরে রাখুন। কিন্তু আপনি তার কাছ থেকে দূরে কোথাও যেতে পারবেন না।

শয়তান আপনার মন্দ কর্মসমূহকে আপনার সামনে সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করেছে। আপনার পাপগুলোকে যুক্তির আড়ালে পুণ্য হিসেবে পেশ করেছে। ফলে নিজেকে আপনি অপরাধী হিসেবে দেখছেন না। আপনি মনে করছেন, আমি কোনো ভুল করছি না, ঠিকই করছি। আর এভাবেই আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন। অথচ আপনার মনে রাখা দরকার, খেয়ানতকারীদের কাছে আমানত রাখাটাও তত বড় অপরাধ নয়, তাদের (শাসকদের) কাছে আমানত রাখাটা যত বড় অপরাধ। কেননা, তাদের সঙ্গে থাকার অর্থ হলো, আল্লাহর বান্দাদের কাঁধে তাদের সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেয়া। অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ গ্রহণ করা। এভাবে আপনি আল্লাহর অবাধ্যতায় সহায়তাকারী হচ্ছেন। আল্লাহর প্রতিশ্রুতিকে বিনষ্ট করছেন। আল্লাহর রাসূলের দেওয়া সুরক্ষাকে ক্ষুণ্ণ করছেন।

আপনি বলতে পারেন, আমি তো লোকদের থেকে নিজে পয়সা উসুল করি না যে, সেগুলো জমিয়ে রাখবো। আমি বলবো, লোকদের কাছ থেকে (শাসক ও তার বাহিনী কর্তৃক) অন্যায়ভাবে জমানো পয়সা হিফাযত করা আর অন্যায়ভাবে সেটা খরচ করা, কোন ধরনের আমানত? আপনি বলতে পারেন, আমি তো লোকদের থেকে নিজে গিয়ে পয়সা উসুল করি না যে, সেগুলো জমিয়ে রাখবো। আমি বলবো, আপনি কেন তাকে এমন অলংকারে সাজাতে যান, যা আপনাকে কলঙ্কিত করে? আপনি নিজেকে উলঙ্গ করে তাকে কেন ঢাকতে যান? নিজের দ্বীন বরবাদ করে কেন তার দুনিয়া গোছাতে যান? এতে তো আপনার দুনিয়া বরবাদ হবে। আখেরাতও বরবাদ হবে। আল্লাহকে ভয় করুন। নিজেকে এমন বিপদে ফেলবেন না, যেটা থেকে আপনার উত্তরণের ক্ষমতা নেই। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।[১০৭]

[১০৭] এর দ্বারা স্পষ্ট, সালাফে সালিহীন শাসকের সঙ্গে দূরতম সম্পর্ক রাখাও পছন্দ করতেন না। কারণ, তাদের সঙ্গে সম্পর্কের মাঝে আপাত কিছু কল্যাণ ও সুবিধা থাকলেও স্থায়ী বরবাদি ও ক্ষতিই নিহিত। আরও একটি বিষয় স্পষ্ট যে,

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

✿ সাওয়ার ইবনু 'আবদুল্লাহ এবং তার এক বন্ধু একসঙ্গে মিলে 'ইলম অর্জনে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ তার বন্ধু মুসলিম-সেনাদলের সঙ্গে একটি অভিযানে বের হন। আর এদিকে সাওয়ার ইবনু 'আবদুল্লাহ বিচারকের দায়িত্ব পান। তখন সাওয়ার তার বন্ধুর কাছে চিঠি লিখে চাকরির বিষয়টি জানান। সময়ের পরিবর্তন, পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন, শাসকের পক্ষ থেকে চাপাচাপি—এ-সব কারণে এই চাকুরিতে সম্মত হয়েছেন বলে উল্লেখ করেন। জবাবে তার বন্ধু লেখেন :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পরকথা—সাওয়ার, আল্লাহকে ভয় করুন। তাকওয়ার সঙ্গে থাকুন। কারণ, দুনিয়ার সব কল্যাণ এক দিকে আর তাকওয়া আরেক দিকে। তাকওয়া পেলেন, তো সব কিছু পেলেন। আর তাকওয়া হারালেন, তো সব কিছু হারালেন। তাকওয়া হলো, প্রত্যেক জ্ঞানী ও বিবেকবান মানুষের রক্ষাকবচ। এটার দ্বারা পথ আলোকিত হয়। জীবনে প্রশান্তি নামে। আল্লাহর ওলীগণ পৃথিবীতে যা পেয়েছেন, সেটা আর কেউ পায়নি। তারা আল্লাহর ভালোবাসার শরবত পান করেছেন। ফলে তাদের চোখ শীতল হয়েছে। তাদের আশা পূর্ণ হয়েছে। কারণ, তারা নিজেদের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছেন; সত্যবাদী বান্দাদের মতো নফসকে বশ করতে সক্ষম হয়েছেন। সব ধরনের খাহেশাতকে তালাক দিতে পেরেছেন। যে-কারণে সামান্য খাবার খেয়েই তারা সন্তুষ্ট থেকেছেন; বরং ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে নিজেদের পরিচয়বাহী নিদর্শন বানিয়েছেন। আর এভাবেই নফস ভোগ-বিলাস ছেড়ে তাদের বশীভূত হয়েছে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার লালসা যখন তাদের হৃদয় থেকে বের হয়ে গেলো, তাদের মনন প্রবৃত্তির চাহিদা ও কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত হলো, আখিরাত তাদের চোখের শীতলতা ও প্রত্যাশার মিনারে পরিণত হলো, আল্লাহ তাআলা তাদের হৃদয়ে প্রজ্ঞার প্রস্রবণ খুলে দিলেন। সুরক্ষা-কবচ তাদের হাতে ধরিয়ে দিলেন। তাদের আলোকমালায় চারপাশ আলোকিত করে দিলেন। তারা জংধরা হৃদয় থেকে জং দূর করেন। এলোমেলো মনকে শান্ত ও সুস্থির করেন। এমন করতে করতে একসময় তাদের কাছে আল্লাহর চূড়ান্ত প্রতিশ্রুতির সময় (মৃত্যু ও জান্নাত) ঘনিয়ে আসে—তারা সহাস্যবদনে সেটা গ্রহণ করে নেন। সুতরাং হে সাওয়ার, যদি সত্যবাদী মানুষের গুণাবলি জানতে মনে চায়, তবে তাদের গুণাবলি জানুন। তারা

যারা শাসকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন, তাদের মনে নিজেদের কাজের পক্ষে অসংখ্য যুক্তি থাকে। জরুরি নয় যে, সে-সব যুক্তি সঠিক হবে; বরং সে-সব যুক্তির কারণেই চূড়ান্ত বিচ্যুতি ঘটে। নিজের ভুলগুলো চোখে পড়ে না। তাই এ-ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য আল্লাহওয়ালাদের সহায়তা নেওয়া ও তাদের পরামর্শ শোনার বিকল্প নেই।

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যে-পথে চলে গেছেন, সে-পথে চলুন। সময়ের বিবর্তন, পরিবার-পরিজন, বাদশার পীড়াপীড়ি—এ-সব অর্থহীন যুক্তি পরিত্যাগ করুন।

ভালো থাকুন।

আস-সালামু আলাইকুম।

✡ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল র. হাফস ইবনু গিয়াসের [১০৮] আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন, 'বিচারকের দায়িত্ব নেওয়া সত্ত্বেও তিনি জ্ঞানী ও বিদগ্ধ মানুষ ছিলেন।' ইমাম আহমাদ আরও বলেন, 'হাফস ইবনু গিয়াস ওয়াকী' র.-এর বন্ধু ছিলেন। বিভিন্ন লোককে ওয়াকী' হাফসের কাছে পাঠাতেন। কিন্তু যখন তিনি বিচারকের দায়িত্ব নেন, ওয়াকী তার বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করেন। মানুষকেও তার কাছে পাঠানো বন্ধ করেন।'

✡ আসসাম ইবনু 'আলী বলেন, 'হাফস ইবনু গিয়াসের সঙ্গে আমার ভালোবাসা থাকার কারণে আল্লাহর ভয়ে ভীত ছিলাম। ফলে তিনি যখন বিচারকের দায়িত্ব নেন, এরপর থেকে কোনো দিন আমি তার জন্য কোনো দু'আ করিনি।' [১০৯]

ইমাম আবু হানীফার ব্যাপারে কয়েকজন সালাফের আপত্তি

✡ ইসহাক ইবনু রাহওয়াই বলেন, 'আমি কিয়াসপন্থী (হানাফী মাযহাবের অনুসারী) লোক ছিলাম। হাজ্জে যাওয়ার আগে 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক র.-এর কিতাবগুলো দেখলাম। সেখান থেকে আবূ হানীফা র.-এর মতের সঙ্গে মেলে এমন হাদীসগুলো বের করলাম। প্রায় তিনশোটি হাদীস পেলাম। মনে মনে ভাবলাম—হেজাযে 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের যে-সব মাশায়েখ রয়েছেন, তাদেরকে এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো। আমার ধারণা ছিলো, আবূ হানীফার বিরোধিতা করার সাহস

[১০৮] কুফার বিখ্যাত 'আলিম ও মুহাদ্দিস হাফস ইবনু গিয়াস (১১৭-১৯৪ হি.)। সুলাইমান আত-তাইমী, ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ, হিশাম ইবনু 'উরওয়া, আ'মাশ প্রমুখ বিখ্যাত তাবি'ঈগণ তার উসতায। বড় বড় মুহাদ্দিসগণ তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে তিনি কুফা ও বাগদাদের কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। এ-কারণে অনেক মুহাদ্দিস ও ইমাম তার কাছ থেকে দূরত্ব অবলম্বন করেছিলেন।

[১০৯] এটা তার নিজস্ব রীতি; নতুবা সৎ মানুষদের কেউ যদি প্রশাসনের কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তবে তার হিদায়াত ও ইসতিকামাতের জন্য দু'আ করতে নিষেধ নেই; বরং কাছের মানুষের কাছ থেকে সেটা আরও তার প্রাপ্য।

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কেউ পাবে না।[১১০]

বসরায় এসে আমি 'আবদুর রহমান ইবনু মাহদীর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোত্থেকে এসেছেন?' আমি বললাম, 'মারও থেকে।' তখন তিনি ইবনুল মুবারক র.-এর জন্য মাগফিরাতের দু'আ করলেন। তিনি তাকে অনেক ভালোবাসতেন। আমাকে বললেন, 'আপনার কাছে 'আবদুল্লাহর মৃত্যুতে রচিত কোনো শোকগাথা আছে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' আমি আবূ তুমাইলা ইয়াহইয়া ইবনু ওয়াযিহ আনসারীর রচিত পঙ্‌ক্তিগুলো পাঠ করলাম :

طرق الناعيان إذ نبهاني بقطيع من فاجع الحدثان

قلتُ للناعيان من تنعيا؟ قالا أبا عبد ربنا الرحمان

فأثار الذي أتاني حزني وفؤاد المصاحب ذو أحزان

ثم فاضت عيناي وجدا وشجوا بدموع الهطلان

দিন-রাতের ঘূর্ণনে একদিন আমার কর্ণে এসে আঘাত হানলো এক ভয়ংকর বিরহের

---

[১১০] শাসকদের সঙ্গে সালাফের সম্পর্ক, তাদের তাকওয়া, খোদাভীরুতা, ইখলাস ও আমানত ইত্যাদির সঙ্গে এখানে বর্ণিত কিছু বিষয়ের কোনো মৌলিক যোগসূত্র নেই। তবুও যেহেতু আমরা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি ইমাম মাররূযীর 'আখবারুশ শুর্‌ত' অবলম্বনে লিখেছি, সে-হিসেবে এ-সব বর্ণনা বাদ দেওয়া সমীচীন মনে করিনি। কারণ, কেউ হয়তো এ-সব বর্ণনার ভিত্তিতে সালাফের কারও কারও বক্তব্যকে ইমাম আবু হানীফার বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবে। অথচ এ-সব বক্তব্যগুলোর মর্মার্থ বিশ্লেষণ ও এগুলোর প্রেক্ষাপট ইত্যাদি উল্লেখ করলে সকল সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।

মনে রাখতে হবে, ইসলামের সকল উলামায়ে কিরাম এব্যাপারে একমত যে, ইমাম আবু হানীফা র. উম্মাহর অনুসরণীয় ইমামদের একজন। তিনি চার হক মাযহাবের একটির প্রতিষ্ঠাতা। জুমহূর ইমামগণ তাঁর 'তাদীলের' ব্যাপারে সর্বসম্মত। তাই তাঁর ব্যাপারে সালাফের বেশ কিছু ইমামের যেসব নেতিবাচক বক্তব্য রয়েছে সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। প্রাচীন ও সমকালীন বিজ্ঞ আলেমগণ সেসব বর্ণনা নিয়ে টানাহেঁচড়া করতেও বারণ করেন। ফলে আমরা এগুলো খণ্ডন করতে যাবো না। বরং এখানে কেবল মাররূযীর উল্লেখ-করা মন্তব্যগুলো ও সেগুলোর ওপর সংক্ষিপ্ত কিছু কথা লিখবো। আগ্রহী পাঠক ইমাম আবু হানীফার ওপর উত্থাপিত আপত্তি ও সেগুলোর খণ্ডনে বিস্তারিত জানতে এ-গ্রন্থগুলো পাঠ করতে পারেন—'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ সা'দীর *ফাযায়িলু আবী হানীফা ওয়া আখবারুহূ ওয়া মানাকিবুহূ*, মাক্কীর *মানাকিবুল ইমামিল আ'যম*; আল্লামা ইবনু 'আবদিল বারের *আল-ইনতিকা* ও তার *জামি'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী*; মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ সালিহীর *উকূদুল জিমান ফী মানাকিবিল ইমাম আবী হানীফা আন-নুমান*; আল্লামা যাহিদ কাওসারীর *তানীরুল খাতীব আলা মা সাকাহূ ফী তারজামাতি আবী হানীফাতা মিন আকাযীব* ও তার *আন-নুকাতুত তারীফাহ ফিত তাহাদ্দুসি আন রুদ্দি ইবনু আবী শাইবা আলা আবী হানীফা*; 'আবদুল হাই লাখনৌভী র.-এর *আর-রাফ'উ ওয়াত তাকমীল*; সুয়ূতীর *তাবয়ীযুয সাহীফাহ বিমানাকিবি আবী হানীফা*, সাইয়েদ আফীফীর *হায়াতুল ইমাম আবী হানীফা*, শাইখ আবু যুহরার *আবু হানীফা : হায়াতুহূ ওয়া আসরুহূ*, 'আবদুর রাশীদ নু'মানীর *ইবনু মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান* ও তার *মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস*, 'আমর 'আবদুল মুনইম সালিমের *ইমাম আবু হানীফা ওয়া নিসবাতুহ ইলাল কাওলি বি-খালকিল কুরআন*, আবুল হাসান যায়িদ ফারূকীর *সাওয়ানেহে ইমাম আবু হানীফা* ইত্যাদি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *সংবাদ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কার মৃত্যু?' তারা বললো, 'আবূ 'আবদুর রহমানের।' এ-বিরহে আমি মুষড়ে পড়লাম। আমার হৃদয় বিধ্বস্ত হলো। বিপদগ্রস্তের হৃদয় তো দুঃখভারাক্রান্ত হবেই। আমার চোখ অশ্রুর বান ডাকলো। বৃষ্টির মতো দু'চোখ দিয়ে ঝরতে লাগলো দহিত হৃদয়ের তপ্ত বারিধারা।*

এভাবে আমি কবিতাটি পাঠ করতে লাগলাম। আর ইবনু মাহদী কাঁদতে লাগলেন। শেষে যখন আমি বললাম :

...وبرأي النعمان كنتَ بصيرا

> *আমি নুমানের রায়ে জ্ঞান অর্জন করলাম, তার আলোতে পথ চলতাম।*

ইবনু মাহদী আমাকে বললেন, 'চুপ করো। পুরো কবিতাটিই নষ্ট করে দিলে।' আমি বললাম, 'এরপরে আরও সুন্দর সুন্দর পঙ্‌ক্তি আছে।' তিনি বললেন, 'লাগবে না। তুমি কি আবূ হানীফার প্রশংসায় 'আবদুল্লাহর বক্তব্যগুলো শোনাতে চাচ্ছো? ইরাকে ইবনুল মুবারক এই একটা ভুলই করেছেন; সেটা হলো আবূ হানীফা সম্পর্কে তার বর্ণনা। আমার কামনা—হায়, যদি তিনি সেগুলো বর্ণনা না করতেন! আমার সিংহভাগ সম্পদ বিসর্জন দিয়েও সেটা সম্ভব করা গেলে আমি করতাম!' আমি বললাম, 'আবূ সা'ঈদ, আবূ হানীফার ওপর এত বিদ্বেষ রাখেন! তিনি রায়ের (কিয়াসের) কথা বলতেন, সে-কারণে? মালিক ইবনু আনাস, সুফিয়ান, আওযা'ঈ—উনারাও তো কিয়াস করতেন।' তিনি বললেন, 'তুমি আবূ হানীফাকে উনাদের সঙ্গে তুলনা করছো? আমি তো আলিমদের মাঝে আবূ হানীফাকে তুলনা করবো এমন উষ্ট্রীর সঙ্গে, যে তার পথ হারিয়ে একটি শুষ্ক উপত্যকায় উন্মাদের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। অপরদিকে বাকি সব উট অন্য একটি উপত্যকায় রয়েছে।'

ইসহাক বলেন, 'এরপরে আরও অনেক ঘটনা ঘটলো।' আমি বুঝলাম—খোরাসানে আমরা আবূ হানীফা সম্পর্কে যে-বিশ্বাস রাখি, অন্যান্য জায়গার মানুষ এর বিপরীত বিশ্বাস রাখে।[১১১]

❁ বুনদার বলেন, 'আমি 'আবদুর রহমান ইবনু মাহদীকে বলতে শুনেছি—

---

[১১১] ইবনু মাহদীর বক্তব্যে উৎকট বিদ্বেষ ও অযৌক্তিক ক্ষোভ সুস্পষ্ট। তিনি আবূ হানীফা র.-এর কোনো যৌক্তিক ভুলের কথা না-এনে তার ব্যাপারে অসুন্দর একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তার বক্তব্যের তুলনায় ইসহাক ইবনু রাহওয়াইর বক্তব্য বরং অনেক সুন্দর ও ইনসাফপূর্ণ।

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আসমান থেকে যমীনে আবূ হানীফার চেয়ে ক্ষতিকর কোনো ফিতনা অবতীর্ণ হয়নি।'' [১১২]

✡ ইবনু আবী 'উমার আদানী বলেন, 'আমি সুফিয়ান ইবনু 'উয়াইনাকে বলতে শুনেছি—মুসলমানরা তত দিন পর্যন্ত হক ও ভারসাম্যের ওপর ছিলো, যত দিন না কুফাতে আবূ হানীফা, বসরাতে বাত্তী আর মাদীনাতে রবী'আর আবির্ভাব ঘটলো। আমরা তাদের খোঁজ নিয়ে দেখতে পেলাম, তারা সবাই বন্দি নারীদের সন্তান।' [১১৩]

✡ বিলাল ইবনু সা'ঈদ বলেন, 'আমরা এমন মানুষকে পেয়েছিলাম, যারা নামায, যাকাত, সাদাকা, সৎ কাজে আদেশসহ বিভিন্ন 'আমালের প্রতি একে অপরকে উৎসাহিত করতেন। আর এখন এরা কিয়াসের প্রতি একে অন্যকে উৎসাহিত করে।' [১১৪]

বিবিধ বিষয়ে সালাফের অন্যান্য কিছু ঘটনা [115]

✡ 'উমার ﷺ এক ব্যক্তিকে দু'আ করতে শুনলেন—'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে হিফাযত করুন।' তিনি তাকে বললেন, 'আমাদের ডানে ও বামে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুরক্ষাদানকারী ফেরেশতা রয়েছেন। তাই (ওভাবে দু'আ করার দরকার নেই; বরং) এভাবে দু'আ করো—'হে আল্লাহ, আপনি ঈমানের হিফাযতের মাধ্যমে আমাদেরকে হিফাযত করুন।

✡ সুফিয়ান বলেন, ''উমার ﷺ বলেছেন—'আমরা আমাদের সর্বোত্তম জীবন খুঁজে পেয়েছি সবরের মাঝে।'

---

[১১২] এটা আগের বক্তব্য থেকেও অধিকতর যুলুমপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা ইবনু মাহদীকে রহম করুন। তিনি আবু হানীফার মান রক্ষা করে কথা বলতে পারেননি। আজও লক্ষ-লক্ষ মুসলিম ইমাম আবু হানীফা র.-এর শ্রমে-গড়া ফিকহে হানাফী অনুসরণ করছে; অথচ ইবনু মাহদী তাকে যমীনের সবচেয়ে বড় ফিতনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। এরচেয়ে বেইনসাফি আর কী হতে পারে?

[১১৩] উদ্দেশ্য ইমাম আবু হানীফা র.-কে খোঁচা দেওয়া। এটা বেইনসাফী কথা।

[১১৪] এখানেও ইমাম আবু হানীফা র.-কে খোঁচা দেওয়া উদ্দেশ্য। অথচ 'আহলুর রায়' বলতে যে-কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ নয়, এটা এ-সব ইমাম বোধহয় জানতেনই না!

[১১৫] ভূমিকাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম মাররূযী র. এর মূল আরবী বইয়ে শাসকের সঙ্গে সালাফের সম্পর্ক- এর বাইরেও কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক এমন নয়; বরং সালাফের তাকওয়া ও যুহদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যার দ্বারা তাদের শাসকবিমুখতার চিত্রগুলো আরও সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। পাশাপাশি মূল গ্রন্থের অঙ্গ-সৌষ্ঠব সুরক্ষিত রাখতে আমরা এখানে সেসব ঘটনা সংযোজিত করে দিলাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

۞ সুফিয়ান র. বলেন, ''উমার ﷺ অনেক সময় এক দিরহামের কোনো জিনিস পছন্দ করেও সেটা এক বছর পরে কিনতেন!'

۞ জারীর র. বলেন, 'আমি আমার দাদাকে বলতে শুনেছি—'যখন লোকদের কাছে 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ-এর ওফাতের সংবাদ পৌঁছলো, সবাই বলতে লাগলো—কিয়ামত এসে গেছে!'

۞ লোকেরা উসমান ﷺ-কে বললো—'আপনি 'উমার ইবনুল খাত্তাবের মতো হন না কেন?' তিনি বললেন, 'আমি চাইলেই লোকমান আল হাকীমের মতো হতে পারবো!?'

۞ মাররূযী বলেন, 'আমার এক সঙ্গীকে বলতে শুনেছি—আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম ﷺ-কে বলেন, 'তুমি জানো, কেন তোমাকে 'খলীল' (প্রিয় বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করেছি?' তিনি বললেন, 'জানি না, হে প্রভু! আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমার হৃদয়ে দেখেছি—তুমি চাও, মুসীবতে আক্রান্ত হয়ে তোমার সবর বৃদ্ধি পাক; অথচ ওসব মুসীবতে আক্রান্ত হতে মন চায় না।'

۞ ইমাম আহমাদ র.-কে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, যে-ভালোবাসায় দুনিয়ার লালসা না থাকে (তা-ই আল্লাহর জন্য ভালোবাসা।

۞ আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইবনু ইয়াযীদ খুযায়ী বলেন, 'যে-ভালোবাসা আল্লাহর জন্য নয়, সেটা স্থায়ী হয় না। কিন্তু যেটা আল্লাহর জন্য, সেটা স্থায়ী হয়। এর উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির মতো, যে একটা পাথর খুঁড়ে ঘর বানালো—ফলে উপরে বৃষ্টি আর নিচে স্রোত থেকে নিরাপদ হয়ে গেলো; এই ঘর যেমন কখনো ভাঙবে না, আল্লাহর জন্য যে-ভালোবাসা, সেটাও কখনো নষ্ট হয় না। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। তিনি বলেন :

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। [সুরা আলে 'ইমরান ৩১]

✡ আবূ 'আবদুল্লাহ খোরাসানী উল্লেখ্য পঙ্‌ক্তিটি আবৃত্তি করতেন :

وكل صديق ليس في وده فإني في وده غير واثق

> যে-বন্ধুর ভালোবাসা আল্লাহর জন্য নয়, এমন বন্ধুর ভালোবাসায় আমার আস্থা নেই।

✡ বিশর ইবনু মানসূর বলেন, 'আমি উহাইব ইবনুল ওয়ারদের সঙ্গে 'উমার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরকে দেখতে গেলাম। তিনি অসুস্থ ছিলেন। সেখানে যাওয়ার পর উহাইব 'উমারের ওপর হাত রেখে বললেন, ''বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'—সত্যনিষ্ঠ কেউ যদি পাহাড়ের ওপরও এটা পড়ে, পাহাড় সরে যাবে।'

✡ মাআন ইবনু 'আবদুর রহমান বলেন, 'আমি যুবক অবস্থায় একদিন দু'আ করছিলাম। আমার হাতে পাথর ছিলো। এক ব্যক্তি আমাকে দেখে বললো, ''আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি, হাতে পাথর রেখে আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা কোরো না।'

✡ ইবরাহীম তাইমী বলেন, 'আমার পিতার একটি চাদর ছিলো। সামনে দিয়ে সেটা তার বুক পর্যন্ত লম্বা ছিলো আর পেছন দিয়ে নিতম্ব পর্যন্ত। আমি বললাম, 'আব্বাজান, আরেকটু লম্বা একটা চাদর নিতেন যদি!' তিনি বললেন, 'বৎস, এটা কেন বলছো? আমি তো মনে মনে এটা কামনা করি যে, জীবনে যতগুলো লোকমা মুখে দিয়েছি, সেটা যদি পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষকে খাওয়ানো হতো, তা-ই ভালো হতো।'

✡ আইউব সাখতিয়ানী র. বলতেন—'যে-ব্যক্তি তার গুরুর ভুল জানতে চায়, সে যেন অন্যের কাছে বসে।'

✡ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল র. বলেন, 'ইবনু আউনের বেশ কিছু দোকান ছিলো। কিন্তু তিনি সেগুলো মুসলমানদের কাছে ভাড়া দিতেন না। তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'মুসলমানদেরকে পেরেশানিতে ফেলা অপছন্দ করি।'

✡ হাবীব ইবনু সাইয়েদ বলেন, 'আমার নিজের একটি বিষয় নিজের কাছে ভালো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লাগে। সেটা হলো, মানুষ আমাকে কে কী বললো, সেটার প্রতি কখনো ভ্রুক্ষেপ করি না।'

✡ মুহাম্মাদ ইবনুন নজর হারেসী বলেন, 'আমি একটি কিতাবে পড়েছি। আল্লাহ তাআলা বলেন—'হে 'আদাম-সন্তান, মানুষ যদি তোমার ব্যাপারে আমি যা জানি, সেটা জানতো, তবে তোমাকে ছুড়ে ফেলতো। কিন্তু আমি সেগুলো গোপন রাখি, ক্ষমা করে দিই—যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার সঙ্গে কাউকে শরীক না করো।'

✡ সফওয়ান র. বলেন, 'যদি আমার কাছে একটা রুটি আর সামান্য পানি পৌঁছে, তবে দুনিয়ার আর কিছু আমার দরকার নেই।'

✡ মুতাররিফ ইবনু 'আবদুল্লাহ র. বলেন, 'যে-ব্যক্তির 'আমাল স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ, তার মুখও স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ হয়ে যায়। আর যার 'আমাল অসুন্দর, তার মুখও অসুন্দর।'

✡ মুতাররিফ বলতেন, 'হে আল্লাহ, আমি এমন কথা বলা থেকে আশ্রয় চাই, যা আপনি ব্যতীত অন্য কারও সন্তুষ্টির জন্য বলা হবে।'

✡ মারূরযী বলেন, 'একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তার ছেলেকে উপদেশ দিলেন—'বৎস, মুখ ঠিক করো। মানুষের যখন বিপদ-আপদ আসে, তখন ভাইয়ের বাহন, কাপড়চোপড় ধার নিতে পারে, কিন্তু মুখ ধার নেওয়ার সুযোগ নেই।'

✡ ইবনুস সাম্মাক র. একদিন মানুষের সামনে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। তার এক দাসী পাশের রুম থেকে সব শুনছিলো। বক্তব্য শেষ করে তিনি তার কাছে গিয়ে বললেন, 'কেমন শুনলে?' সে বললো, 'অনেক সুন্দর। কিন্তু আপনি (একই কথা) বারবার বলেন।' তিনি বললেন, 'আমি বারবার বলি, যাতে করে যারা (প্রথমে) না বোঝে, তারাও বুঝতে পারে।' দাসী বললো, 'এদের বুঝতে বুঝতে যারা প্রথমেই বুঝেছে, তারা তো বিরক্ত হয়ে যাবে।'

✡ 'উবাইদুল্লাহ ইবনুল হাসান বসরার মিম্বরে উঠে বলতেন :

أين القرون التي عن حظها غفلت حتى سقاها بكأس الموت ساقيها

কোথায় গেলো সে-সব জাতি, যারা তাদের ভাগ্য সম্পর্কে বেখবর ছিলো। একপর্যায়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মৃত্যু-সাকী এসে তাদের মুখে মৃত্যুর পেয়ালা তুলে দিয়েছে।

✡ কাব' র. বলেন, 'কোনো বান্দা আল্লাহর কাছে যত সম্মানিত হতে থাকে, তার বালা-মুসীবত তত বাড়তে থাকে। আর কোনো চোর যা চুরি করে, সেটা তার রিযিক থেকে কাটা হয়।'

✡ হিশাম দাসতুওয়ায়ী যখনই কোনো লম্বা হাদীস কিংবা 'হাসান' হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন, 'আমার ভয় হয়, এতে কিছু ঢুকে গেছে কি না! এই হাদীস বর্ণনা করেছেন, এমন কত মুহাদ্দিসের জিহ্বা মাটিতে খেয়ে ফেলেছে!'

✡ আহমাদ ইবনু খুযায়ী বলতেন—আরবরা বলে থাকেন—'যে-ব্যক্তি উপদেশ ফিরিয়ে দেয়, সে লাঞ্ছনা খরিদ করে।'

✡ আবূ হাযিম সালামা ইবনু দীনার বলেন, 'দ্বীন ও দুনিয়া দুটোই কঠিন হয়ে গেছে।' লোকেরা বললো, 'কীভাবে?' তিনি বলেন, 'দ্বীনের ক্ষেত্রে কাউকে সহায়ক পাবে না। আর দুনিয়ার যে-দিকেই হাত বাড়াবে, তোমার আগে কোনো দুনিয়াপাগলকে সেখানে দেখতে পাবে।'

✡ মাররূযী বলেন, 'আমার এক বন্ধু বলেছেন—'তিনি সান'আর দরজায় একটি পাথরের গায়ে হিমইয়ারী ভাষায় কিছু লেখা দেখতে পেলেন। একজন বৃদ্ধ সেখান থেকে যাচ্ছিলেন। তিনি লেখাগুলো পড়লেন। তাতে লেখা ছিলো—'তুমি তোমার মৃত্যুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে জিততে পারবে না। তোমার সকল আশা পূর্ণ করতে পারবে না। তোমার রিযিকের বাইরে যেতে পারবে না। যেটা তোমার কপালে লেখা নেই, সেটা পাবে না। হে বান্দা, তারপরেও কেন দুনিয়ার পেছনে নিজেকে শেষ করে দিচ্ছো? প্রত্যেকটি কাজের সময় নির্ধারিত রয়েছে। প্রত্যেক 'আমালে সাওয়াব আছে। আর হিসাবের পরে শাস্তি রয়েছে।'

✡ 'উমারা ইবনু ইয়াহইয়া বলেন, 'আমি 'আবদুর রহমান ইবনু মাহদীকে বাতিলপন্থীদের কিছু বক্তব্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'বান্দার জন্য সবজান্তা-ভাব নেওয়া উচিত নয়। আলিম আমার কাছে চোখের মতো। মানুষ চোখ দিয়ে দুনিয়ার আকাশ দেখে। সবাই জানে—দ্বিতীয় আকাশ আছে, কিন্তু সেটা কেউ দেখে না;

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বরং চাইলেও দেখার ক্ষমতা রাখে না; কারও জন্য সেটা দেখার ভাব নেওয়াও উচিত না। একইভাবে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি দৃষ্টিসীমার ভেতরে যা কিছু আছে, সেগুলো দেখতে পায়; এর বাইরের কিছু দেখতে পায় না। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির কথা, কাজ ও মতামতের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত। সীমার ভেতরে থাকা উচিত। যেটা জানা নেই, সে-ক্ষেত্রে লৌকিকতা পরিহার করা উচিত। হাদীসে এভাবে এসেছে—এটা বলেই ক্ষান্ত হবে।' এরপর তিনি কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

﴿ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴾

> *আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা) যে বিচ্ছিন্ন ও বিভ্রান্ত হয়েছে, তা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই। [সূরা বাইয়্যিনাহ ৪]*

এখানে আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, তারা তাদের 'ইলমের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিলো না। যতটুকু জানতো, ততটুকুর ভেতরে ছিলো না, বরং সীমালঙ্ঘন করলো। আল্লাহ বলেন :

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾

> *অথচ তাদেরকে এ-ছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয়নি যে—তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে—এটাই সঠিক ধর্ম। [সূরা বাইয়্যিনাহ ৫]*

✡ মুহাম্মাদ ইবনু নজর হারেসী বলেন, 'যে-ব্যক্তি কোনো বিদআতীর সঙ্গে বসলো, সে আল্লাহর সুরক্ষা থেকে বের হয়ে গেলো।'

✡ রওহ ইবনুল হারিস ইবনু হানাশ তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন—তিনি (তার দাদা) তার ছেলেকে বললেন, 'বৎস, যখন তোমাদের কেউ বিপদে আক্রান্ত হয়, তখন রাতে পবিত্র বিছানায় শুয়ে পড়বে। তার সঙ্গে স্ত্রী থাকবে না। এরপর সূরা 'আশ-শামছ' পড়বে সাতবার। সূরা 'আল-লাইল' পড়বে সাতবার। অতঃপর এই দু'আ পড়বে :

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

اللَّهُمَّ اجعل لي من أمري هذا فرجا

হে আল্লাহ, আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

এগুলো পড়ে ঘুমালে রাতের প্রথম কিংবা তৃতীয় কিংবা চতুর্থ অথবা শেষ প্রহরে এসে সমস্যা সমাধানের পথ বলে দেওয়া হবে।'

আবূ ইয়াযীদ বলেন, 'একদিন আমার শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা ছিলো। কীভাবে চিকিৎসা করবো ভেবে উঠতে পারছিলাম না। তখন আমি রাতে ওভাবে শুয়ে পড়লাম। রাতের প্রথম অংশেই দু'জন লোক এলেন স্বপ্নে। একজন আরেকজনকে বললেন, 'তার শরীরে হাত দাও।' তখন দ্বিতীয়জন আমার শরীরে হাত বুলাতে লাগলেন। মাথায় পৌঁছানোর পরে বললেন, 'এখানে শিঙ্গা লাগাও, কিন্তু চুল কেটো না। 'ঘিরা' দিয়ে করো।'

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ''ঘিরা' কী জিনিস?' সবাই বললো, শিঙ্গা লাগানোর সময় ব্যবহৃত হয় এমন আঠালো বস্তু। তখন আমি শিঙ্গা লাগালে ভালো হয়ে গেলাম। সে-দিন থেকে আমি এই হাদীস যাকেই বর্ণনা করি আর সে 'আমাল করে, আল্লাহর দয়ায় আরোগ্য লাভ করে।' [১১৬]

✡ আবুল 'আব্বাস হিলালী বলেন, 'এক ব্যক্তি যাহহাকের কাছে চিঠি লিখলেন :

> *আমি অনেক দূরে নির্জন একটা জায়গাতে থাকি। আপনি আমাকে রাসূলের সুন্নাহ থেকে এমন কিছু লিখে দিন, যেটাকে আদর্শ মেনে আমি জীবন যাপন করতে পারি।*

আবুল 'আব্বাস বলেন, 'তখন আমি চিঠির জবাব লিখলাম :

> *আমার কাছে আপনার চিঠি এসে পৌঁছেছে। আমি চিঠি পড়ে আপনার বক্তব্য বুঝেছি। আপনার তলব মোতাবেক কিছু কথা লিখছি।*
>
> *'আমালের ভেতর থেকে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে উত্তম হলো ফরয 'আমালগুলো। আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল বান্দাকে এই ফরয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। এরপর যে-ব্যক্তি নফল 'আমাল করবে, আল্লাহ তআলা সে সম্পর্কে জানেন এবং তিনি সেটার প্রতিদান দেবেন। আল্লাহর হালালকৃত বিষয়গুলো সুস্পষ্ট—সুতরাং সেগুলো অনুসরণ করুন। তাঁর হারামকৃত বিষয়গুলোও স্পষ্ট—সুতরাং সেগুলো থেকে বেঁচে থাকুন। কিন্তু এ-দুয়ের মাঝে রয়েছে সন্দেহপূর্ণ*

[১১৬] তাবারানীর দু'আ; ইবনু আবিদ দুনইয়ার মানামাত (২৯৭)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিষয়াদি, যা হৃদয়ে খুতখুত তৈরি করে; সুতরাং সন্দেহ বাদ দিয়ে নিশ্চিত হয়ে কাজ করুন। কেননা, সন্দেহের ভেতরে ক্ষতি আর দৃঢ়তার ভেতরে কল্যাণ।

✡ আবূ 'আলী বলেন, 'আমি একদিন ইবনুল মুবারকের সঙ্গে বসা ছিলাম। এমন সময় সেখানে হামযা আল-বাযযায এলেন। এসে বললেন, 'আবূ 'আবদুর রহমান, বিশাল দুর্ঘটনা ঘটে গেছে!' তিনি বললেন, 'কী?' হামযা বললেন, 'আবূ রাওহের মেয়ে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে মুরতাদ হয়ে গেছে!' তখন ইবনুল মুবারক র. প্রচণ্ড রাগ করলেন; এমন রাগ করতে তাকে আগে কখনো দেখিনি। অতঃপর বললেন, 'নিঃসন্দেহে এত দিন পর্যন্ত সে যা 'আমাল করেছে, আল্লাহ তাআলা সব বাতিল করে দিয়েছেন। তবে তার গোনাহগুলো রয়ে গেছে।' এরপর বললেন, 'এটা 'কিতাবুল হিয়াল'-এর (কৌশলের বই) ফলাফল। আমার অনেক ইচ্ছা ছিলো কিতাবটি দেখবো, কিন্তু সুযোগ হয়নি।' পরে তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, স্ত্রীর স্বামীর কাছ থেকে ইচ্ছামতো আলাদা হওয়ার কৌশল হিসেবে এই কিতাবে যে-ব্যক্তি এই মাসআলাটি লিখেছে, সে কাফের। কেননা, আমি যদি কোনো ব্যক্তিকে কাফের হওয়ার নির্দেশ দিই আর সে আমার কথা অনুযায়ী কাফের হয়, তবে আমিও কাফের হয়ে যাবো।'

✡ আহনাফ ইবনু কায়িস থেকে বর্ণিত—'উমার ﷺ বলেন, 'নেতা হওয়ার আগে গভীর জ্ঞান অর্জন করো।' [১১৭]

✡ যুহরী বলেন, 'আয়েশা ﷺ-এর কাছে মারওয়ান ও ইবনু যুবাইর ﷺ একত্র হলেন। মারওয়ান তখন লাবীদের একটি পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করলেন :

والمرأ إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع

মানুষের উদাহরণ তো জ্বলজ্বলে তারকা ও তার আলোর মতো। কিছু দিন জ্বলে থাকে এরপর নিভে যায়।

'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর ﷺ বললেন, 'এর চেয়ে উত্তম কিছু বলতে পারতে :

فوّض إلى الله الأمور إذا اعترت وبالله لا بالأقربين فدافع

[১১৭] মুসনাদু দারিমী ২৫৬; বুখারী মুআল্লাকান ২/২১৮; ওয়াকীর যুহদ ১০২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যখন মুসীবতে আক্রান্ত হও, তখন সব কিছু আল্লাহর কাছে সমর্পণ করো। আত্মীয়-স্বজন নয়, আল্লাহর শক্তিতে মোকাবেলা করো।

মারওয়ান বললেন :

وداوِ ضمير القلب بالبر والتقى　　ولا يستوي قلباس قاس وخاشع

হৃদয়ের রোগ তাকওয়া ও ভালো কাজ দ্বারা চিকিৎসা করো। রুক্ষ অন্তর আর আল্লাহর ভয়ে বিগলিত অন্তর— এ-দুটো কখনো সমান নয়।

'আবদুল্লাহ ﵁ বললেন :

ولا يستوي عبدان عبد مكلّم　　عقتّ لأرحام الأقارب قاطع

সে দুই বান্দা কখনো সমান হতে পারে না, যাদের একজনের সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেন আর দ্বিতীয়জন দাম্ভিক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী।

মারওয়ান বললেন :

وعبد تجافى جنبه عن فراشه　　يبيت يناجي ربه وهو راكع

আর এমন বান্দা, রাতে যার শরীর বিছানা থেকে পৃথক হয়ে যায়; নামাযে তার প্রভুর সঙ্গে কানাকানিতে ডুবে যায়।

ইবনু যুবাইর বললেন :

وللخير أهل يُعرفون بهديهم　　إذا جمعتهم في الخطوب الجوامع

বিপদ-আপদ যখন আসে, তখন ভালো মানুষ কারা, সেটা তাদের সুন্দর কর্ম দ্বারাই চেনা যায়।

মারওয়ান বললেন :

وللشر أهل يعرفون بشكلهم　　تشير إليهم بالفجور الأصابع

আর খারাপ মানুষদেরকে তাদের বাহ্যিক আকৃতি দ্বারাই চেনা যায়। খারাপ কাজের ক্ষেত্রে সকল আঙুল তাদের দিকে ইঙ্গিত দেয়।

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এটুকু আসার পরে 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইরের পালা ছিলো। কিন্তু তিনি চুপ থাকলেন। আয়েশা ﵂ বললেন, 'কী ব্যাপার, থামলে কেন? আমি কোনো দিন এত সুন্দর আলোচনা দেখিনি। কিন্তু মারওয়ান কবি-বংশের মানুষ, যেটা তুমি নও।' তখন ইবনু 'আবদুল্লাহ ﵁ মারওয়ানকে বললেন, 'তুমি আমাকে খোঁচা দিয়েছো।' মারওয়ান বললেন, 'বরং তুমি আরও বেশি খোঁচা দিয়েছো। আমি তোমার হাত চেয়েছি, তুমি পা দিয়েছো।'

۞ ইবরাহীম ইবনু আবুল লাইস বলেন, 'আমি ইবনুল মুবারক র.-কে স্বপ্নে দেখলাম। তার জিহ্বায় জড়তা দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি তো শুদ্ধভাষী ছিলেন। এই জড়তা কীসের?' তিনি বললেন, 'আমি যে কবিতা পড়তাম, সেগুলো!' [১১৮]

۞ এক ব্যক্তি ইবনুল মুবারক র.-এর কাছে এসে কবিতা আবৃত্তির বিধান জানতে চাইলো। বললো, 'আমি কবিতা পড়বো?' তিনি বললেন, 'কবিতা পোড়ো না।' লোকটি বললো, 'আপনি নিজে তা হলে পড়েন কীভাবে?' ইবনুল মুবারক র. বললেন, 'তোমাকে আমার ভালো দিকগুলো অনুসরণ করতে বলা হয়েছে, নাকি খারাপ দিক?'

۞ ইবুনল মুবারক র. বলেন, 'এক ব্যক্তি মানুষকে ইবনু জুরাইজের কিতাব পড়ে শুনাতেন। ইবনু জুরাইজও তখন উপস্থিত থাকতেন! একদিন সেই লোকটি অনুপস্থিত থাকলো। কিতাব পড়ার মতো কাউকে পাওয়া গেলো না। কারণ, ইবনু জুরাইজের ভাষাগত পাণ্ডিত্যের কারণে কেউ তার সামনে পড়তে সাহস করছিলো না। তখন আমি কিতাব নিয়ে পড়তে লাগলাম। ইবনু জুরাইজ আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'খোরাসানী এভাবে পড়তে পারে!'

۞ শা'বী র. বলতেন—'(দ্বীনের) এই 'ইলমের উপযুক্ত কেবল সেই ব্যক্তি, যার মাঝে দু'টি গুণ আছে : এক. আকল; দুই. ইবাদত। যদি আকলসম্পন্ন হয়, কিন্তু 'আবিদ না হয়, তবে তার 'আবিদ হওয়ার রাস্তা ধরতে হবে। আর যদি 'আবিদ হয়, কিন্তু আকলসম্পন্ন না হয়, তবে আকলসম্পন্ন হওয়া ছাড়া সে 'ইলম বহন করতে পারবে না।

---

[১১৮] সুন্দর ও সুস্থ রুচির কবিতা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। সাহাবীদের কয়েকজন পুরোদস্তর কবি ছিলেন। তারা নবীজী ﷺ-এর সামনে কবিতা পড়েছেন এবং নবীজী তাদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন, দু'আ করেছেন। নবীজী ﷺ কিছু কিছু পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে ইসলামে কবিতার প্রতি বরং নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কবিতার পরিবর্তে কুরআন-সুন্নাহ, 'ইবাদাত ও অন্যান্য উপকারী কাজে ব্যস্ত থাকতে বলা হয়েছে। সে-হিসেবে সালাফের অনেক বুযুর্গ ব্যক্তিগণ কবিতা পছন্দ করতেন না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শা'বী বলেন, 'আমার ভয় হয়, বর্তমান সময়ে এমন একদল মানুষ 'ইলম অর্জন করছে, যাদের মাঝে দুটো গুণের একটিও নেই!'

✿ মাররূযী বলেন, 'আমি ইবরাহীম ইবনু দাঊদ আল-আহওয়ালের উল্লেখিত পঙ্ক্তিগুলো পেয়েছি :

خيرُ ما استفتح العبادُ به المنطق   حمد الإله ربّ السما

وصلاة على النبي أبي القاسم   ذي النور خاتم الأنبيا

فابدأ بالحمد في الكلام   فذكر الله زين لمنطق البلغا

وله جل وجهه وتعالى   الحمد حقا على جميع البلى

> *যখনই কোনো কথা বলবে, আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে শুরু করো। কারণ, আকাশের মালিক আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে বক্তব্য শুরু করার চেয়ে আর উত্তম বিষয় নেই। আর দুরূদ ও সালাম আবুল কাসিম, নূরওয়ালা, খাতামুন নাবিয়্যীন (সর্বশেষ নবী) ﷺ-এর ওপর। সুতরাং আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে কথা শুরু করো। কারণ, আল্লাহর যিকির সাহিত্যিকদের বক্তব্যের সৌন্দর্য। আর আল্লাহ তাআলার প্রশংসা সকল সৃষ্টিজীবের ওপর অবধারিত।*

✿ একজন বেদুঈন লোক সাল্লাম ইবনু আবী মুতীকে [১১৯] বক্তব্য দিতে দেখলেন। আরও দেখলেন, তিনি নিজে পড়ছেন, পড়াচ্ছেন, বুঝছেন, বোঝাচ্ছেন। লোকটি তখন বললো, 'কিয়ামতের দিন এই লোকটির হিসাব বড় কঠিন হবে!'

✿ 'আমর ও ইবনু মাইমূন আল-'আওদী থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, 'তিন ব্যক্তি 'ফাওয়াকির'। তিন ব্যক্তির দু'আ কবুল হয় না। তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

'ফাওয়াকির' তিনজন হলো : এক. এমন শাসক, যার প্রতি অনুগ্রহ করলে কৃতজ্ঞতা আদায় করে না; আর খারাপ আচরণ করলে ক্ষমা করে না। দুই. এমন প্রতিবেশী, যে

---

[১১৯] বসরার বড় ইমাম ও খতীব। ফকীহ ও মুহাদ্দিস। ইমাম বুখারী, মুসলিমসহ অন্যান্য ইমামগণ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কোনো ভালো দিক দেখলে প্রচার করে না; আর খারাপ দিক দেখলে গোপন রাখে না। তিন. এমন স্ত্রী, যার দিকে তাকালে চোখ শীতল হয় না; আর যার কাছ থেকে দূরে গেলে তার ওপর সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকা যায় না।

যাদের দু'আ কবুল হয় না, সে-তিনজন হলো : এক. এমন ব্যক্তি, যে কারও কাছ থেকে ঋণ নিলো, অথচ কাউকে সাক্ষী রাখলো না। দুই. এমন ব্যক্তি, যে আত্মীয় স্বজনের জন্য বদদু'আ করে। তিন. এমন ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীকে বলে—'হে আল্লাহ, আমাকে তার থেকে বাঁচাও।' তখন আল্লাহ তাকে বলেন, 'আমি তোমার কাছে তার দায়িত্ব দিয়েছি। রাখলে রাখো, ছাড়লে ছাড়ো।'

জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমন তিন ব্যক্তি হলো : এক. পিতার অবাধ্যতাকারী। দুই. মদ পানকারী। তিন. অনুগ্রহ করে খোঁটাদানকারী।

✡ এক ব্যক্তি আবূস সাওয়ার আদাভীকে [১২০] গালিগালাজ করতো। তিনি তাকে বলতেন, 'তুমি যেমন বলছো, আমি যদি তেমনই হই, তবে তো নিশ্চিতভাবে আমি একজন খারাপ লোক।'

✡ মুহাম্মাদ ইবনু রাশেদ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, 'মাকহূল র. সূর্যাস্তের আগে ঘুমানো অপছন্দ করতেন। ওই সময় কাউকে ঘুমাতে দেখলে জাগিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন।'

✡ ইমাম আহমাদ র. বলেন, 'আসরের পরে ঘুমানো অনুচিত। আকল চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।' [১২১]

✡ উরওয়া র. থেকে বর্ণিত—রাসূলের সাহাবীগণ এক মহিলাকে নিয়ে হাসতেন। একদিন মহিলাটি মৃত্যুবরণ করলো। তখন বিলাল ﷺ বললেন, 'যাক, সে মরে গিয়ে বেঁচে গেছে।' নবীজী সা. এ-কথা শুনে বললেন, 'বেঁচে তো সে যাবে, যাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন।'

---

[১২০] বসরার বিখ্যাত মুহাদ্দিস। 'আলিম ও 'আবিদ ছিলেন। বুখারীসহ অন্যান্য ইমামগণ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[১২১] যদিও এ-ব্যাপারে বিশুদ্ধ কোনো হাদীস নেই। তবে সালাফে সালিহীনের অনেক ইমামগণ এটাকে মাকরূহ বলেছেন। কারণ, অভিজ্ঞতা ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আলোকে এতে ক্ষতিকর উপাদান পাওয়া গেছে। কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় যে, আসরের পরে ঘুম শরীরের জন্য ক্ষতিকর নয়, তা হলে এটাকে মাকরূহ বলা যাবে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

۞ আনাস ﷺ-এর কাছে একবার কিছু লোক ছিলেন—শেষ রাতে, সূর্যোদয়ের আগে। তিনি তখন বললেন, 'জান্নাতের দিনগুলো এমন হবে।' [১২২]

۞ শু'আইব ইবনুল হাবহাব বলেন, 'আমি মাঝে মাঝে আবূ 'আলিয়ার কাছে সূর্যোদয়ের আগে আসতাম। তিনি বলতেন—'জান্নাতের দিনগুলো এমন হবে।'

۞ আউন ইবনু শাদ্দাদ বলেন, 'সূর্যের অস্তাচলের ওপারে একটি শুভ্র ভূখণ্ড রয়েছে। সেখানকার শুভ্রতাই আলো। ওখানে এমন একটি সম্প্রদায় রয়েছে, যারা জানে না, ভূপৃষ্ঠে কখনো কেউ আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে।' ১২৩

۞ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা গোটা সৃষ্টিকে দশ ভাগে ভাগ করেছেন। নয় ভাগ ফেরেশতা বানিয়েছেন। এক ভাগ অন্য সব সৃষ্টি। ফেরেশতাদেরকে আবার দশ ভাগে ভাগ করেছেন। নয় ভাগ দিন-রাত আল্লাহর তাসবীহ পাঠে ব্যাপৃত আর বাকি এক ভাগ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনে নিয়োজিত। আল্লাহ তাআলা জিন ও মানুষকে দশ ভাগে বিভক্ত করছেন। নয় ভাগ জিন আর এক ভাগ মানুষ। এ-কারণে একজন মানুষ জন্ম নিলে এর বিপরীতে নয়জন জিন জন্ম নেয়। মানুষকে আবার দশভাবে ভাগ করেছেন। নয় ভাগ ইয়াজুজ-মাজুজ আর এক ভাগ সাধারণ মানুষ। আল্লাহ তাআলার বাণী :

﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴾

পথবিশিষ্ট আকাশের শপথ! [সূরা যারি'আত ৭]

তিনি বলেন, 'এখানে আকাশ বলতে ষষ্ঠ আকাশ উদ্দেশ্য। আর হারাম বলতে আরশের আশপাশের অঞ্চল উদ্দেশ্য।' [১২৪]

۞ ইসহাক ইবনু রাহওয়াই বলেন, 'ইয়াহইয়া ইবনু 'আদামের সঙ্গে 'শর্তে বিক্রি'র একটি মাসআলা নিয়ে আমার আলোচনা হলো। তিনি আমাকে বললেন,

[১২২] অর্থাৎ জান্নাতে রাত-দিন বলতে কিছু থাকবে না, সূর্য ও চাঁদ থাকবে না। পৃথিবীতে সূর্যোদয়ের আগে যে-শান্ত-স্নিগ্ধ আলোক-আভা বিরাজমান থাকে, জান্নাতের সকল মুহূর্ত তেমনই হবে।

[১২৩] এ-বক্তব্যের কোনো প্রমাণ নেই। কুরআন-হাদীস থেকে এর কোনো সমর্থনও পাওয়া যায় না। কারণ, মানুষের দ্বারা আল্লাহর অবাধ্যতা সংঘটিত হয়, এটিই পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়ম। এটি সম্ভবত ইসরায়িলী বর্ণনা।

[১২৪] তাফসীর ও হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণনাটি পাওয়া গেলেও এটি রাসূল ﷺ-এর হাদীস নয়। তবে বক্তব্যের ধারা-বিবরণীতে বোঝা যায়, এটা ইসরায়িলী বর্ণনা; সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে।

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'ফুকাহাদের কে কে এই কথা বলেছেন?' আমি বললাম, 'সুফিয়ান ইবনু 'উয়াইনা, 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, 'আবদুর রহমান ইবনু মাহদী এবং আহমাদ ইবনু হাম্বল।' তিনি বলেন, আহমাদ র.-এর নাম উল্লেখ করেছি, যাতে তিনি তর্কের সাহস না পান!

✡ ওয়াকী' বলেন, 'বসরার লোকজন আমাদেরকে বললো—'আসুন আমাদের আর আপনাদের লোকদের মাঝে তুলনা করি।' তারা বললো, 'আমাদের আছেন আইউব, ইউনুস, ইবনু আউন।' আমরা বললাম, 'আমাদের আছেন সুফিয়ান, মানসূর, মিসআর।' দেখা গেলো, এই ছয়জনের মাঝে সবচেয়ে বড় ও ভারী হলেন সুফিয়ান।

✡ সুফিয়ান সাওরী র. মাক্কাতে ইউনুস, ইবনু আউন, আইউব, তাইমী প্রমুখকে নিয়ে গর্ব করতেন। তাকে বলা হলো—'আপনার শহরের লোকদের নামই নিচ্ছেন কেবল?' তিনি বললেন, 'আমরা সবাই ইরাকের।'

✡ মাররূযী বলেন, 'আমি ইমাম আহমাদকে আইউব, ইউনুস, ইবনু আউন, তাইমীর কথা আলোচনা করতে দেখলাম। এরপর তিনি বললেন, 'দুনিয়াতে তাদের মতো কেউ আছে?'

✡ 'ঈসা ﷺ বলেছেন, 'কত কাল আর মুসাফিরকে পথ বাতলে দিয়ে নিজে বসে থাকবে? কথা কম বলো, কাজ বেশি করো।' [১২৫]

✡ বিশর ইবনু হারিসকে [১২৬] বলা হলো—'অনেক সময় দেহগড়নে অনেক গাড় ট্যাগোট্টা কেতাদুরস্ত লোক দেখা যায়, কিন্তু কাজের বেলায় তারা থাকে শূন্য; এটা কেন হয়?' তিনি বললেন, 'বাইরে কোঁচা লম্বা, ভেতরে অষ্টরম্ভা।'

✡ মা'মার বলেন, 'আবূ তাউসের ছেলের মতো আর কোনো ফকীহের ছেলেকে দেখিনি।' কেউ বললো, 'উরওয়ার ছেলে হিশাম?' তিনি বললেন, 'তার চেয়ে উত্তম ছিলো না; তার সমানও ছিলো না।'

---

[১২৫] ইবনুল জাওযীর *সিফাতুস সাফওয়াহ* ৩/১৭৫।

[১২৬] তৃতীয় শতাব্দীর তাসাওউফের ইমাম বিশর আল হাফী (১৭৯-২২৭ হি.)। ফুযাইল ইবনু 'ইয়াযের শাগরিদ। অত্যন্ত দুনিয়াবিরাগ বুযুর্গ ছিলেন। খালি পায়ে হাঁটতেন। তাই একপর্যায়ে তার উপাধি হয়ে যায় হাফি। আবূ 'আবদুর রহমান সুলামীসহ উম্মাহর বড় বড় ইমাম ও বুযুর্গগণ তার প্রশংসা করেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

۞ তাউস একজন ভিক্ষুককে দেখলেন—তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছিলো আর তার হাতে ময়লা ছিলো। তাউস তাকে লক্ষ করে বললেন, 'এই দরিদ্রতা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানলাম, কিন্তু হাতে ময়লা থাকার যুক্তি কী?'

۞ ইয়ামান থেকে আবূ বাকর ﵁-এর কাছে তিনটি তরবারি এলো। তার মধ্যে একটি ছিলো স্বর্ণ কিংবা মূল্যবান ধাতু দিয়ে মোড়ানো। আবূ বাকর ﵁-এর ছেলে 'আবদুল্লাহ পিতার কাছে তরবারিটি চাইলেন। আবূ বাকর তাকে সেটা দেওয়ার জন্য হাত বাড়ালেন, সেই মুহূর্তে 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ বলে উঠলেন, 'তরবারিটি আমাকে দিন।' আবূ বাকর ﵁ বললেন, 'হ্যাঁ, আপনিই এটার সবচেয়ে বেশি যোগ্য।' 'উমার ﵁ তরবারি নিয়ে বাড়িতে গেলেন। ওটা থেকে অলংকারগুলো খুলে একটি ছোট থলিতে রাখলেন। এরপর তরবারি ও থলিটা নিয়ে আবূ বাকর ﵁-এর কাছে গেলেন। অলংকারের থলিটা আবূ বাকরের হাতে দিয়ে বললেন, 'এগুলো আপনার কাজে লাগাবেন।' আর আবূ বাকরের ছেলে 'আবদুল্লাহর হাতে তরবারিটা দিলেন। অতঃপর বললেন, 'আবূ বাকর, আল্লাহর শপথ, আপনার প্রতি হিংসাবশত আমি এ-সব করিনি; আপনাকে ভালোবেসে করেছি। তখন আবূ বাকর ﵁ কাঁদলেন। বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে রহম করুন; আল্লাহ আপনাকে রহম করুন।'

۞ এক ব্যক্তি হাসান র.-এর কাছে এসে বললো, 'আবূ সা'ঈদ, কুকুরের ব্যাপারে এসেছে যে, প্রত্যেক দিন তার মালিকের 'আমালনামা থেকে এক কিরাত কমতে থাকে—এটা কি ঠিক আছে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এভাবে এসেছে।' লোকটি বললো, 'কী কারণে?' তিনি বললেন, 'মুসলমানদেরকে ভয় দেখানোর কারণে।'

۞ ফুযাইল ইবনু 'ইয়ায বলেন, 'মুমিন কম কথা বলে, কাজ বেশি করে। আর মুনাফিক কথা বেশি বলে, কাজ কম করে।'

আল্লাহর অনুগ্রহে সমাপ্ত

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com